দুর্গাসুর

(পৌরাণিক নাটক)

[মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত]

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

[শ্রীভূতনাথ দাস দ্বারা সুরে লয়ে গঠিত]

২য় সংস্করণ।

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯০৯

মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা
৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, "পশুপতি প্রেসে"
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের বক্তব্য।

১। আনন্দের বিষয়, যে উদ্দেশে পদ্মিনী রচিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। সেই পদ্ধতিক্রমে দুর্গাসুর রচিত হইল। এক্ষণে পদ্মিনীর ন্যায় ইহা পাঠকপাঠিকার রুচিসঙ্গত হইলে শ্রমসার্থকতা জ্ঞান করিব।

২। গীতাভিনয়ে ও নাটকে একটুকু পার্থক্য আছে, তথাপি দুর্গাসুর গীতাভিনয় হইলেও নাটকত্ব রাখিতে বহু প্রয়াস পাইয়াছি। সাধারণের কিরূপ রুচিসুন্দর হইয়াছে জানি না, তথাপি বিজ্ঞ পাঠকপাঠিকা একটুকু অনুশীলন করিবেন।

৩। প্রথম অভিনয়ে যে সকল পাত্রপাত্রীগণের দ্বারা এই গীতাভিনয়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদের সহিত আমার এই গ্রন্থের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তজ্জন্য—তাহাদের নাম আমি গৌরবের সহিত গ্রন্থশেষে সম্বদ্ধ করিলাম।

পোঃ—কল্যাণপুর
জেঃ—হাওড়া

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পাত্র

বিষ্ণু, মহাদেব, নারদ, অষ্টগোপাল, ইন্দ্র, পবন, জয়ন্ত।

রুষ্মাসুর	পাতালরাজ।
দুর্গাসুর	ঐ পুত্র।
দনুকেতন	দুর্গাসুরের সেনাপতি।
ব্যঞ্জনেশ্বর	দস্যু।
সুকাম্য	রুষ্মাসুরের বিশ্বস্ত অনুচর।
মান্দাররাজ	সুরজার পিতা।
চণ্ডপ্রচণ্ড	দুর্গাসুরের দূত।
গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথ ...	কাঙ্গোড়রাজ্যের রাজর্ষি।
অনঙ্গনাথ ...	গোরক্ষনাথের পালিত পুত্র।

দেবদূত, সন্ন্যাসিগণ, দানবদূত, দানবসৈন্যগণ, পল্লীবালক-গণ, বন্দীবালকগণ ইত্যাদি।

পাত্রী

ভগবতী, অষ্টতারিণী বা অষ্টশক্তি, যোগিনীগণ, জয়া, বিজয়া, শচী।

সুরজা	ছদ্মবেশিনী কালরাত্রি।
কৃত্তিকা	গোরক্ষনাথের স্ত্রী।
বান্ধুলি	করঙ্গনাথের কন্যা।
পূর্ণিকা ...	দুর্গাসুরের মাতা বা শক্তিসম্ভূতা দেবী।
বিলাসিনী	ঐ বধিরা পরিচারিকা।
মাদলা (ভিলকন্যা)	দুর্গাসুরের স্ত্রী।

সখীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রন্থাবলী।

প্রবীর-পতন বা জনা	(অভয় দাসের যাত্রায় অভিনীত)	১।০
দাতাকর্ণ	"	১।০
কালকেতু	"	১।০
পদ্মিনী	(সুন্দর বাঁধান, মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত)	১॥০
প্রহ্লাদ-চরিত্র	"	১।০
রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর	"	১।০
শুকদেব-চরিত	"	১।০
ভৃগু-চরিত	"	১॥০
লবণ-সংহার	(সুন্দর বাঁধান, রামলাল চাটুর্য্যের দলে অভিনীত)	১।০
শেষ প্রভাস বা যদুবংশ ধ্বংস	(সুন্দর বাঁধান)	১॥০
মহীরাবণ	... ...	১।০
কালাপাহাড়	(গিরিশ চাটুর্য্যের যাত্রায় অভিনীত)	১।০
হার	(নীতিপূর্ণ গল্পগুচ্ছ)	৸০
অলোকচতুরা	(গার্হস্থ্য উপন্যাস)	৸০
চাল্‌তার অম্বল	(১নং খোস্‌গল্প)	৴০
খাসা দই	(২নং খোস্‌গল্প)	৴০
পাঁচোয়ার সিং	(নক্‌সা)	৵০
সত্যনারায়ণ	(ব্রতকথা)	৵০
আদর্শপত্র-দলিল		।০
তালপত্রের চণ্ডী	(পুঁথি)	৸০

দুর্গাসুর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[পাতালরাজ্য—শয়নকক্ষ]

রুক্মাসুর শায়িত, পূর্ণিকা পদসেবায় ও বিলাসিনী তাম্বূল নিষ্পেষণে নিযুক্তা।

পূর্ণিকা। ছেলেটা দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্চে; তেমন পূর্ণিমার চাঁদের মত বাছার সোনার মুখ, সে মুখচন্দ্রে যেন বর্ষার মেঘে সর্ব্বদাই ঢেকে রেখেচে! ননীর মত কোমল শরীর,

তা যেন দিন দিন অস্থিকঙ্কালসার হ'চ্চে! বাছার যে কি ভাব্না, মনে যে কি আগুন, তা কারও কাছে কোনরূপে প্রকাশ ক'র্‌চে না! সর্ব্বদাই বিষন্ন, সর্ব্বদাই হা-হুতাশ, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, সর্ব্বদাই বিষয়বৈরাগ্য! হা ভগবন্! এ তোমার কি খেলা! বংশের মধ্যে একটী রত্ন দিয়ে—বৃদ্ধবৃদ্ধার অন্তিমের একটি অবলম্বন দিয়ে তার প্রতি তোমার এত বিড়ম্বনা কেন? (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ)।

রুক্মাসুর। অদৃষ্ট! পূর্ণিকা, সকলই পোড়া অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! ভগবানের বিড়ম্বনা কিছুই নাই পূর্ণিকা! হতভাগ্য আমরা কর্ম্মের নির্য্যাতন উপভোগ ক'র্‌চি। তা না হ'লেই বা এ বৃদ্ধবয়সে সুখের পুত্র লাভ ক'রে, কোথায় অন্তিমের পথ প্রশস্ত ক'র্‌ব; বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, ভগবদারাধনায় কালাতিপাত ক'র্‌ব; পার্থিবচিন্তায় অবসর গ্রহণ ক'রে, অপার্থিবধন পরমবস্তু পুরুষোত্তমের চরণচিন্তা কর্‌ব, তা না হ'য়ে একি? পুত্রের ভাবনাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমাদের জীবনান্ত হ'ল!

পূর্ণিকা। তাই ত নাথ! কি হবে? এ পুত্র জনকজননী প্রার্থনা করে কেন?

রুক্মাসুর। মহিষি! ওকথা বল না; বংশে সুপুত্র জন্মগ্রহণ ক'র্‌লে, পিতামাতার সৌভাগ্য ত দূরের কথা, ঊর্দ্ধগ সপ্তম-পুরুষ পর্য্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করেন। সেই পুত্রের হস্তে একগণ্ডূষ জলপানের জন্য, তাঁরা স্বর্গের মন্দাকিনীবারি

তাচ্ছল্য ক'রে, সতত উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকেন। পূর্ণিকা! সকলই নিজ নিজ কর্ম্মের ফল।

বিলাসিনী। (স্বগতঃ) কুম্‌ড়োফল—তা শুয়ে শুয়ে কুম্‌ড়োফলের কথা কেন? তা বটে, ঐ যে বলে না, "গেরস্ত যায় শুতে, আর বিধাতা বলে শশা চুরি ক'র্‌তে!" এও ঘ'টেচে তাই। রাজারাণী শোবে, পাঁচটা ফষ্টি নষ্টি ক'র্‌বে, তা না হ'য়ে,ফষ্টি নষ্টির কথা কি—কুম্‌ড়োফল? তা হবে,রাজারাজড়াদের বুঝি কুম্‌ড়োর মধ্যেও কিছু মিছু ফষ্টিনষ্টি আছে! তবু একটা ফষ্টি নষ্টি শেখা গেল—কুম্‌ড়োফল—

পূর্ণিকা। বিলাসিনি! কি ব'ক্‌চিস্ মা?

বিলাসিনী। মা—মা—তা মাশশুরের কাছে ঘোম্‌টা ত দিতেই হয়; নৈলে যে বেহায়া ব'ল্‌বে গো!

পূর্ণিকা। এ কালার সঙ্গে কে ব'ক্‌বে? বিলাসিনি, তুই পান ছেঁচ।

বিলাসিনী। (স্বগতঃ) আমাকে ছেঁচ্‌ড়ামাগী বলা হ'ল! বলুক্, বিধি বিচার ক'র্‌বে।

স্মাসুর। আমি তাই অনেক ভাব্‌চি, মহিষি! আমরা না হয় এখনও জীবিত থেকে, দুর্গের আমার ভালমন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্‌চি, কিন্তু আমাদের অবর্ত্তমানে দুর্গের আমার কি হবে! কে বাছার মন বুঝে, দেহ বুঝে তার প্রতিকারের চেষ্টা ক'র্‌বে?

পূর্ণিকা। তাইত, বাছার আমার কি হ'ল নাথ!

রুক্মাসুর। তাও আবার ভাবি মহিষি! আমি একদিন কাঙ্গড়াধিপতি প্রভুপুত্র গোরক্ষনাথের বিরুদ্ধে দুর্গের গুপ্ত-মন্ত্রণা বুঝ্‌তে পেরে, দুর্গকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করি; আমার তিরস্কারে বাছা ম্রিয়মাণ হ'য়ে রৈল। তাই ভাবি মহিষি! আমিই কি বাছার দুর্ভাবনার কারণ হ'লাম!

পূর্ণিকা। কেন নাথ! বাছাকে আমার তিরস্কার ক'রেছিলে? তাই বোধ হয়, বাছা দিনরাত্রি ধ'রে ভাবে। সেই ভাবনাতেই বাছা আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে! পায়ে ধরি নাথ, বাছাকে তুমি আর কখন মুখ ক'র না।

রুক্মাসুর। পূর্ণিকা! দুর্গ আমার জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থান। অনেক সাধনায়, অনেক তপস্যায় আমি দুর্গধনের চাঁদমুখ দর্শনের অধিকারী হ'য়েচি। সে দুর্গকে কি আমি অল্প কারণে তিরস্কার ক'রেছিলাম? অনেক ক্ষোভে—অনেক দুঃখে, প্রাণের কাতরতায় হৃদয়ের উদ্বেগ সম্বরণ ক'র্‌তে না পেরে, প্রাণের প্রাণ,—আত্মার আত্মা দুর্গধনকে আমি ভৎর্সনা ক'রেছিলাম! প্রিয়ে পূর্ণিকে! তুমিই বা না জান কি? যখন আমি দেবরাজ অমরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকর্ত্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে, ক্ষুন্নিবারণোপযোগী মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য ত্রিজগতের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ক'রেও তাহা প্রাপ্ত হই নাই; যখন আমি ইন্দ্রভয়ে ভীত হ'য়ে, চকিতপ্রাণা সহধর্ম্মিণী পূর্ণিকা তোমাকে ধর্ম্মভয়ে পরিত্যাগ ক'র্‌তে না পেরে, তোমার সহিত অনেক বীরাত্মার আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হ'য়েছিলাম, তখন বল দেখি পুণ্য-

বর্ত্তি! কে আমাদের মত বিপন্ন শত্রুভয়গ্রস্ত অনাথকে আশ্রয় প্রদান ক'রে রক্ষা ক'রেছিল? কে সেই বিপদ্‌কালে আমাদের কোন্ মোহনমন্ত্রে বিমুগ্ধ হ'য়ে, স্বর্গের ঘোর সংগ্রামে ভীমপরাক্রমী শত্রুত্রাস দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত ক'রে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল? সে দিন মনে হয় কি? যে দুর্দ্দিন গিয়েচে, সেই ঔদাস্যময় নিত্যব্যাপী দুর্ভাগ্যের রাজত্বের কালে যে কি ভাবে অতিবাহিত ক'রেচ, তা মনে হয় না কি? স্মরণ কর পূর্ণিকা, সেই কাঙ্গড়াধিপতি প্রভু সোমনাথের কথা! সেই চিরহাস্যময় ফুল্লকৌমুদীস্নাত বিমলহৃদয় পুণ্যবান্ বীরকেশরী সোমনাথ যখন আমাদের দুরবস্থা দর্শন ক'রে, হাস্যপ্রফুল্লবদনে বীরগর্ব্বে ব'ল্‌লেন,—"শরণাগত অতিথি, ভয় নাই। কাঙ্গড়াধিপ সোমনাথ, ভীত আশ্রিত শরণাগত ব্যক্তির পিতা। পিতার নিকট আসিয়াছ, পুত্রের চিন্তা কি?" সেই পিতা সোমনাথ, আমাদের উভয় দম্পত্তির জন্য তৎক্ষণাৎ আজানুলম্বিত সুবিশাল বাহুতে ভীষণ ক্ষুরধার তরবারি কোষমধ্য হ'তে বহিষ্করণ ক'র্‌লেন; সহসা তাঁর বীরকুলসুলভ ঈষৎ আরক্তিম চক্ষুযুগল সুরাগে আরক্তিম জবাকুসুমবৎ লোহিত হ'য়ে উঠ্‌ল। দেহের লোমকূপ সকল স্ফীত হ'য়ে, প্রকৃত বীরমূর্ত্তির পরিচয় প্রদান ক'র্‌তে লাগ্‌ল, মনে হয় কি পূর্ণিকা! সেই পিতার প্রসাদে আজ আমরা রাজারাণী, সেই পুণ্যাত্মার কৃপানুগ্রহে আজ আমাদের পাতালরাজ্য। হায়! কালচক্রে—নিয়তির তীব্র পীড়নে

সেই পিতা আজ স্বর্গীয়। তাই সে বংশের নিন্দা আমার পক্ষে বজ্রাঘাত। আমার প্রাণের প্রাণ দুর্গের মুখে সেদিন সেই বংশের নিন্দা, আর প্রভুপুত্র গোরক্ষনাথের প্রতি অশ্রদ্ধার কথা স্বকর্ণে শুনেছিলাম ব'লে, অতি দুঃখে দুর্গকে আমি তিরস্কার ক'রেছিলাম ; নতুবা আর অন্য কোন কারণে নয় মহিষি! তাই কি দুর্গ আমার সেই চিন্তা করে ?

বিলাসিনী। (স্বগতঃ) এমন সময় আবার চিনির পানা কোথা পাই বল দেখি! বুড়োবুড়ীর সব অবাক্ কাণ্ড, এই পান থেঁতলাচ্চি, হুকুম হ'ল চিনির পানা। নাও, এখন নিয়ে এস চিনি, নিয়ে এস জল, কর পানা।

পূর্ণিকা। আবার কি ব'ক্‌চিস্ ?

বিলাসিনী। বুঝ্‌তে পেরেচি, চিনির পানা ত ?

পূর্ণিকা। তোমার মাথা।

বিলাসিনী। মাথাঘসা? তাই ভাল, আমি মনে ক'রেছিলাম, চিনির পানা। তাই যাই বাছা, তার জন্য এত বকাবকি কেন, এখনি এনে দিচ্চি। (স্বগতঃ) লোকে বলে আমি কালা ; ভগবান্ পাঁচজনকে কানা করে, তাহ'লেই আমার মনের আপশোষ যায়।

[প্রস্থান।

পূর্ণিকা। মাগী নিজের মনেই আছে! মরণ আর কি, কি শুনে মাথাঘসা আন্‌তে চ'ল্‌লেন। যাক্, (রাজার প্রতি) বাছাকে ডেকে, তার মনের কথা ভাল ক'রে শোন না

কেন ? আমার যে ছাই কিছুতেই মন বুঝে না। ছুর্গের মুখ দেখ্‌লে আমার কান্না আসে।

রুক্মাসুর। তাই ত কি করা যায় মহিষি! ভগবান্ এ বৃদ্ধ বয়সে আবার কি বিপদেই ফেল্‌লেন! যাই হ'ক্, ছুর্গকে একবার এইখানে আহ্বান কর। তুমি এবং আমি উভয়েই তাকে বিশেষ যত্ন ক'রে জিজ্ঞাসা করি এস। হায়! এমন কি আগুন যে, সে আগুন নির্ব্বাণ হবার নয়। পরিচারিকাকে বল, এইক্ষণে সুকাম্যকে আহ্বান ক'রে ল'য়ে আসুক। আর যাবার সময় বন্দিবালকগণকে যেন ব'লে যায়, তারা আমার শয়নকক্ষে এসে, প্রভু সোমনাথরচিত তারাবিষয়ক সংগীত করে। (স্বগতঃ) হায় ভগবন্! এ বৃদ্ধবয়সে বিশ্রামেরও একটুকু অবসর দিলে না, কেবল ঐহিকচিন্তাতেই শরীর জীর্ণ ক'র্‌লে!

পূর্ণিকা। তাহ'লে আপনি একটু বিশ্রাম করুন, পরিচারিকাকে একবার দেখি।

[প্রস্থান।

রুক্মাসুর। মা গো দাক্ষায়ণি! মঙ্গলময়ি! পুত্রের সুমতি দে মা! এই যে বন্দিবালকগণ দ্বারেদেশে! মায়ের নামোচ্ছ্বাসে সকলেই প্রমত্ত! গাও, গাও, মাতৃভক্তসন্তান, গাও গাও— তোমাদের পিককণ্ঠধ্বনি ক্ষুধাতপ্ত রুক্মাসুরের তপ্ত প্রাণ সুশীতল ক'রুক্।

বন্দিবালকগণের প্রবেশ।

বন্দিবালকগণ। গীত।

আমরা মায়ের নামে তুলেছি নিশান।
বাপ হারায়ে মা হারাইনি, ক'র্ছি মায়ের নামগান॥
ভয় পেলে ভাই মা মা ব'লে ছুটে যাই,
মা জগৎ জুড়ে স্নেহের হাসে, অভয় মোদের দেয় সদাই,
(আমাদের মা মা মা, আমরা মায়ের মা আমাদের,
আমাদের মা মা মা)
এমন যাদের মা র'য়েছে, তাদের কিসের মান অপমান॥
আয় রে ছুটে মায়ের ছেলে, মা মা ব'লে যাই কোলে,
আমরা যে মায়ের ধনে সবাই ধনী, ভেবে কেন দেখ্ না খুলে,
মায়ের দুধে মানুষ আমরা, আমরা যে মায়েরি সন্তান।
নদীর জল বনের ফল, শীতল বাতাস,
তোমার জীবনতরে ধরা'পরে আছে বারমাস,
মা যে ছেলের দুধ যুগিয়ে, সাজিয়েছে এ সোনার বাগান॥
মাতৃভক্ত হও রে ছেলে মাতৃভক্ত হও—
ভেয়ে ভেয়ে কিসের বিবাদ, মা ছাড়া ত নও,
এখন সবে হ'য়ে এক মন, লও রে মার কোলে স্থান॥

রুক্মাসুর। অহো ধন্য পিতা সোমনাথ! তোমার হৃদয়ের কথা, তোমার রচিত সঙ্গীতেই প্রকাশ্ পেয়েচে। এমন মাতৃভক্ত— মাতৃঅনুরক্ত না হ'লে কি শরণাগত অতিথি দুর্বৃত্ত রুক্মাসুরের উপকারের জন্য, নিজের জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে,

তুমি স্বয়ং অস্ত্রধারণ কর? হায় হায়! আমরা কি অন্ধ। আমরা আজ মাতৃভক্তি ভুলে, ভ্রাতৃআনুরক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে, স্বার্থের পাদুকা লেহন ক'র্‌চি। আমরা সব এক মায়ের সন্তান, কিন্তু এক ভ্রাতৃভাবের অভাবে পথভ্রান্ত পথিকের মত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ক'র্‌চি। গম্যপথ কোথায় প'ড়ে র'য়েচে! স্বর্গীয় পিতৃদেব, ক্ষমা কর! তোমার আদেশপথের বহুদূরে আমি; কিছুতেই নিকটবর্ত্তী হ'তে পার্‌চি না, ক্ষমা কর। গাও, প্রভু সোমনাথের রচিত আর একটী সাত্বিক শ্যামাসঙ্গীত গাও। অহো আজ আমার সৌভাগ্যপ্রভাত!

বন্দিবালকগণ। গীত।

মা তুই কার ঘরের গো পাগলিনী।
হ'য়ে ত্রিলোকেশী, হ'লি এলোকেশী,
তায় আবার মা উলঙ্গিনী॥
কখন মা শান্তিরূপা কান্তিময়ী রাজরাণী,
আবার কখন মা শবারূঢ়া খড়্গধরা কপালিনী॥
কখন ভয়া, কভু অভয়া, এ ভাব তোর জানে কে জননি,
তুই যাদুকরের মেয়ে বটে মা, তাই দয়াময়ী কভু পাষাণী॥

রুক্মাসুর। (স্বগতঃ) তাই বটে রে তাই বটে, ভাবাভাবেই সব ঘটে। তা না হ'লে, আজ রুক্মাসুরের পুত্র রুক্মাসুরের প্রভুপুত্রের বিদ্বাচরণে মন্ত্রণা ক'র্‌বে কেন? যাও বৎসগণ! মধ্যে মধ্যে এসে আমায় এইরূপে শীতল ক'র।

[বালকগণের প্রস্থান।

দুর্ভাবনা! দুর্ভাবনায় দুর্গ আমার দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হ'চ্চে! সে দুর্ভাবনা কি? মনে কত সন্দেহই হয়। মনে হয়, হিংসা-পরবশ দুর্গ আমার প্রভুপুত্র গোরক্ষনাথের যশঃশ্রীদর্শনে তার প্রতিকূলব্যবহারে বাধা পেয়ে, এরূপ ভাবনাগ্রস্ত হ'য়েচে; তাহ'লেই বা তার প্রতিকারের উপায় আছে কি? স্নেহান্ধ পিতারদ্বারা পুত্রের সে উপকারের আশা করা যায় না কি? করা গেলেও রুক্মাসুরের ন্যায় পিতায় দ্বারা সে আশা করা যায় না। এই যে স্নেহকাতরা পূর্ণিকা স্বয়ং দুর্গকে ল'য়ে আসচে। এস দুর্গ! দেখ্‌চ, পিতৃপ্রাণ কিরূপ স্নেহান্ধ! এহেন সাধের পুত্র যদি পিতৃ-অবাধ্য হয়, তাহ'লে বল দেখি প্রাণাধিক, পিতৃপ্রাণে কিরূপ আঘাত লাগে? এস, আমার নিকটে এস।

পূর্ণিকা, দুর্গাসুর, সুকাম্য ও পরিচারিকার প্রবেশ।

দুর্গ। (পিতাকে প্রণাম)।

রুক্মাসুর। (আলিঙ্গনপূর্ব্বক) বল স্নেহের মাণিক! বল আমার সাধনাতপস্যার দুর্লভরত্ন! কি বিষাদে তোমার মুখখানি সততই বিষণ্ণ? কি অভাবকণ্টকে তোমার অক্ষতহৃদয় এতাদৃশ বিদ্ধ হ'য়েচে যে, সেই তীব্রযন্ত্রণায় তুমি সর্ব্বদাই অস্থির—চঞ্চল! কি দুঃখে এত দুঃখিত হ'য়েচ যে, সেই দুঃখ-কালিমায় আজ তোমার পূজ্য পিতামাতারও হৃদয় পর্য্যন্ত কালিমালাঞ্ছিত! বংশের ধ্রুবধন! তুমি তোমার পিতা-

মাতার বহু আরাধনার ফল। সেই ফল কীটদষ্ট হ'লে, বল দেখি প্রাণাধিক! তোমার পিতামাতার প্রাণে কিরূপ যাতনা অনুভূত হয়? আজ আমরা উভয়েই তোমার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত—ভীষণ ক্লেশ অনুভব ক'র্‌চি। কেন বৎস! এ পার্থিবজগতে—এ স্নেহের অঙ্কে তোমার ত কোন অভাব নাই! তুমি এখন স্নেহাচলের দুর্ভেদ্য প্রাচীরমধ্যে মহাসুখে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাচ্চ, সহসা সে নিদ্রাভঙ্গ তোমার কে ক'র্‌লে? বল জীবনসর্ব্বস্ব! কি ল'য়ে তোমার এ দারুণ মনোমালিন্য দূর হয়, তাই গ্রহণ কর! ঈশ্বরপ্রসাদে প্রভু পিতা কাঙ্গড়াধিপতি সোমনাথের করুণাবলে আমাদের ত কোন বিষয়ের অভাব নাই। ধনবল, সৈন্যবল, বাহুবল,—যে বল বিনিময়ের আবশ্যক হবে, সেই বলে সে অভাব ত তুমি অক্লেশে দূরীকরণ ক'র্‌তে পার। তবে বৎস! বৃথা কেন অভাবের ভীষণ তাড়না সহ্য ক'রে, পিতামাতার প্রাণে ব্যথা দাও? দুর্গ! তুই যে এখন এ বৃদ্ধবৃদ্ধার একমাত্র ভরসা; কোন কারণে তোকে বিষণ্ণ দেখ্‌লে, সেই সঙ্গে যে এ বৃদ্ধবৃদ্ধার পরিশিষ্ট পরমায়ু বহির্গমনের উপক্রম হয়! পুত্রের পিতা হও নি ত বৎস! তাহ'লে জান্‌তে যে, পিতাপুত্রের সম্বন্ধসূত্র কিরূপ দুশ্ছেদ্য। (রোদন)।

[ ]র্ণিকা। কি হ'য়েচে বল না বাবা! মহারাজ তোর সব অভাব পূর্ণ ক'র্‌বেন। কেন চাঁদ! ভেবে ভেবে স্বাস্থ্য নষ্ট কর? তেমন সোনার বর্ণ কেমন বিশ্রী বিবর্ণ হ'য়েচে,

দেখ্‌চিস্‌ না? কেন দুর্গ! আমরা তোর কি ক'রেচি যে, আমাদিগে তুই এমন ক'রে কষ্ট দিচ্চিস্‌?

দুর্গ। মা! ক্ষমা কর। আমি ত তোমাকে ব'লেচি, আমার হৃদয়ের আগুন, এ জন্মে যাবার নয়। ধনবলে, সৈন্য বলে, বাহুবলে এ আগুন নির্ব্বাপিত হবে মা;—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত সলিল নাই যে, সে আগুন নির্ব্বাপিত হ'তে পারে। উঃ, কেন আমি জন্মে ম'রেছিলাম না!

পূর্ণিকা। বল্‌ চাঁদ! তোর মায়ের দিব্য, তুই বল্‌ না, কি হ'য়েচে? (হস্তধারণ)।

দুর্গ। মা, ক্ষমা কর, সে কথা তোমাদের নিকট আমার সম্পূর্ণ অপ্রকাশ্য,—অকথ্য। হা ধিক্‌ রূপজমোহে! উঃ আমার এই ক্ষণেই মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যা হবার নয়, যা সম্পূর্ণ দুরাশা! যে সে দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী, তাকে মূর্খ ভিন্ন পণ্ডিতগণ আর কি আখ্যা প্রদান কর্‌বে? হায়! কি কালক্ষণে আমি মান্দার-রাজ্যে উপস্থিত হ'য়েছিলাম! কি কালরাক্ষসীবেলায় সে রাক্ষসী প্রতিমা দর্শন ক'রেছিলাম। উঃ! কি দুরাকাঙ্ক্ষা। কি আগুন! সে আগুন অনন্তব্যাপী! তার ভীষণ লোল শিখা! মিথ্যা ব'ল্‌ব না, মা, সে দাহনে হৃদয় জ্বলে যাচ্চে! সে আগুন চিরদিনই জ্বল্‌বে;—সে জ্বালার আর নিবৃত্তি নাই। তোমার অগণিত ধনৈশ্বর্য্য, সেনা, বাহন, বিশালরাজত্ব সে আগুনে দিলে সকলই ভস্ম হবে, তথাপি সে জ্বালার কিছুই উপশম হবে না। মা, তাই বলি, আমাকে ক্ষমা কর! তোমার আদেশে নির্লজ্জ

হ'য়ে, একপ্রকার সকল মনোবেদনা প্রকাশ ক'রেছি, আর না,আমায় ক্ষমা কর! বিদায় দাও, আমি সংসার হ'তে বিদায় প্রার্থনা কর্‌চি। দুর্গনাম সংসার হ'তে চিরদিনের জন্য মুছে যাক্‌। আর যেন কেউ দুর্গনাম মুখে না আনে।

রুক্মাসুর। দুর্গ! প্রাণধন! স্থির হ,—ধৈর্য্যধারণ কর। সময়ে সব হবে, আমি তার প্রতিবিধান ক'র্‌ব। এতদিন তোর বিষাদের কারণ জ্ঞাত ছিলাম না ব'লেই, আমি তার প্রতি-বিধানে সমর্থ হইনি; এখন কারণ যখন বুঝেচি, তখন আর অধৈর্য্য হবার কোন কারণ নাই। আমি মান্দাররাজ্য চিনি, আর মান্দাররাজ এবং তাঁর রূপলাবণ্যবতী কন্যা সুরজা-মাকেও চিনি। দেবীকুমারী সুরজা দেবীভাবাপন্না। মানবকে পতিত্বে বরণ ক'র্‌বেন, এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। তাতেই তোমার দুরাশা। কিন্তু বৎস! অদৃষ্ট আর দৈব সকল সময় কার্য্যদর্শী হয় না। পুরুষকারের প্রয়োজন হয়। দেখ, বৃদ্ধের পুরুষকার, আর তোমার অদৃষ্ট-দৈববল সহযোগী হয় কি না? সুকাম্য—

সুকাম্য। প্রভু—

রুক্মাসুর। তুমি এই মুহূর্ত্তে মান্দাররাজ্যে যাত্রা কর। মান্দার-রাজকে আমার বিশেষ অভিবাদন জানিয়ে,তাঁর কুমারী কন্যার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বে। আর আমার পুত্র দুর্গের রূপ, ধন, জন, বাহন, ঐশ্বর্য্য ও রাজত্বের বিষয় সেই কন্যার নিকট সবিশেষ বর্ণনা ক'র্‌বে! ব'ল্‌বে, "দেবি, তুমি দুর্গকে পতিত্বে বরণ ক'র্‌লে, উপস্থিত ত পাতালরাজ্যের পাটরাণী

হবেই, ভবিষ্যতে ইন্দ্রাণীরও আশা ক'র্‌তে পার। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত কি, শীঘ্র আনয়ন ক'র্‌বে।

সুকাম্য। কোন পত্রাদি—

রুক্মাসুর। কোন পত্রাদির প্রয়োজন নাই। প্রভু সোমনাথের আশীর্ব্বাদে রুক্মাসুরের নামাভিজ্ঞানই যথেষ্ট!

সুকাম্য। যে আজ্ঞা। (স্বগতঃ) ধন্য পুত্র! তোমার দুরাশা-সুআশা, পিতামাতার নিকট আর বিবেচ্য নাই।

[প্রস্থান।

রুক্মাসুর। কেমন বৎস! তোমার মনোবিকার তাহ'লেই দূর হবে ত? বৎস! চিত্তচাঞ্চল্য দূর কর। এখন চল, রাত্রি প্রভাতপ্রায়! মায়ের আরাধনার কাল উপস্থিত। পূর্ণিকা! পূজার আয়োজনাদি ক'রে দাও, আমি স্নানার্থে চ'ল্‌লাম।

[প্রস্থান।

পূর্ণিকা। চলুন। তাইত, প্রভাত হ'য়ে গেচে! বাবা দুর্গ! আর ভাবনা কি বাবা! বিলাসিনি! শীঘ্র গৃহকার্য্য ক'রে নে।

[প্রস্থান।

দুর্গ। ভাবনা! ভাবনা উপশমের এখন যথেষ্ট কাল প্রতীক্ষা ক'র্‌তে হবে। যদি দেবী সুরজাকেই লাভ করি, তাহ'লেই কি দুর্গাসুরের চিন্তাজ্বরের বিচ্ছেদ হবে? আরও যে আমার বিষম চিন্তা; গোরক্ষনাথের পিতা সোমনাথের অনুগ্রহে আমাদের পাতালরাজ্য! কি ঘৃণা! যেদিন কাঙ্গড়াধিপতি সোমনাথের বংশ ধ্বংস ক'র্‌তে পার্‌ব, যেদিন গোরক্ষনাথের—করঙ্গনাথের

নাম চিরদিনের জন্য জগদ্বাসী বিস্মৃত হ'য়ে যাবে, সেইদিন—সেইদিন দুর্গাসুরের ভাবনার তরু সমূলে উৎপাটিত হবে। নতুবা যে কণ্টকে দুর্গাসুরের হৃদয় বিদ্ধ, সে কণ্টকের ক্ষত কখন আরোগ্যলাভ ক'র্‌বে না। দেখি জগদীশ! তোমার নির্দ্দিষ্ট ইচ্ছা কোন্‌কালে পূর্ণ হয়? আর এক বিষম প্রতিহিংসা, পিতা ইন্দ্রকর্ত্তৃক পরাজিত হন। সেই ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত ক'র্‌ব। সেই ইন্দ্র চিরদিন আমার শরণাগত হ'য়ে থাক্‌বে। আজই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ ক'র্‌ব; পিতাকেও এ কথা ব'ল্‌ব না! ইন্দ্রাসন অধিকার ক'রে, পিতাকে এই শুভসংবাদ প্রদান ক'র্‌ব! সৈন্যগণ! প্রস্তুত হও, আজ হ'তে দুর্গাসুর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[বনপথ।]

রঘুনাথজী, শ্যামলাল, আনন্দস্বামী, মোহনলাল, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

মা হ'য়ে ঐ উষারাণী মুখ ধুতে দেয় শিশিরজল।
পাখীর ডাকে ছেলের ডাকে উঠ্‌ রে ছেলে কাজে চল।

মা দেয় ঐ দখিন হাওয়ায় হাত বুলায়ে গায়,
ভাল বেসে ফুলের বাসে, চৌদিকে মা ছড়িয়ে দেয়,
আশীষ পেয়ে মায়ের ছেলে, হাসে খল খল—
ছাড়ে শয্যাতল ॥
রাঙা ফুল ফুট্‌লো বাগানে, প'ড়্‌তে মায়ের রাঙা পায়,
রাঙা রবি উঠ্‌লো গগনে, গাইতে মার মহিমায়,
মায়ের ছেলে মা মা রবে, জাগানা রে ভূমণ্ডল ॥

কালি কুলাও, দেবী কুলাও, জয় মা মঙ্গলচণ্ডি! জয় মা দুর্গতিনাশিনি! হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

রঘুনাথ। আজ কি এত প্রভাতে উঠেচি যে, স্নানাদি প্রাতঃ-কৃত্য ক'রে এলাম, তবু ত সুশীল গোরক্ষনাথ করঙ্গনাথ আস্‌চেন না।

মোহনলাল। নিশ্চয়ই তাই, ততক্ষণ প্রভু জ্ঞানানন্দ! আপনি একটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করুন। আপনার পবিত্র মুখের ব্রহ্মসঙ্গীত অতি মধুর—অতি উপাদেয়।

জ্ঞানানন্দ। উত্তম। আমারও সৌভাগ্য।

গীত।

কি দিয়ে আঁকিব তোমার সে ছবি ইচ্ছাময়।
যে ছবি অনিলেঅনলে শিখরিসলিলে সর্ব্বময় ॥
জ্ঞানের অতীত ধ্যানেতে না পাই, ভক্তজন বুঝি ইচ্ছামত তাই,
সাজাইল তোমা জগৎগোসাই, মনোময় সাজে মনোময় ॥

মধুর ভাবের যারা হে ভিখারী, সাজাইল তারা ত্রিভঙ্গ মুরারি
করে বাঁশি দিয়ে বামেতে কিশোরী, সাজাইল রূপ মধুময়॥
(প্রভু হে সে রূপের তুলনা নাই, সেরূপ সদাই নবীন সদাই নবীন,
নব নটবর হে—)॥
বীর ভক্ত যারা তারা বীরাচারে, সাজায়েছে প্রভু বীর-অলঙ্কারে,
পুত্ররক্তপানে খড়্গ যার করে, কি ভীষণ সাজ দয়াময়॥
(প্রভু হে সকল ত তোমার ছবি, তুমি কখন নারী কখন পুরুষ,
কখন হও বহুরূপ)।
কেহ নিরাকারে তোমায় পূজা করে,
কোথা নিরাকার তুমি ত সাকারে,
আকারে ভ্রমিছ প্রতি ঘরে ঘরে, সখি তব খেলা লীলাময়॥
(প্রভু অধম আমি দাও জ্ঞানের আলো,
তাই ল'য়ে তোমার দেখ্‌ব জ্যোতি, ওহে ও জ্যোতির্ম্ময়)॥

শ্যামলাল। অতি মধুর—অতি মধুর! নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা এরি নাম।

রঘুনাথ। এই যে ভক্তিমান্ গোরক্ষনাথ আর করঙ্গনাথ। বৎস! তোমাদের বিলম্ব দেখে আমরা মনে কর্‌ছিলাম যে, বোধ হয় আমাদিগে বিস্মৃত হ'য়েচ।

পুষ্পপাত্র লইয়া গোরক্ষনাথ ও করঙ্গ-
নাথের প্রবেশ।

গোরক্ষনাথ। প্রভুরা ত সেরূপ আশীর্ব্বাদ করেন নাই যে, প্রভুদের সেবা ক'রতে সোমনাথবংশের একটী ক্ষুদ্র কীটও এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হবে। (করঙ্গনাথ সহ প্রণাম)

সন্ন্যাসিগণ। ধর্ম্মে মতি এবং দীর্ঘজীবন লাভ কর।

করঙ্গনাথ। প্রভু! আমাদের ত বিলম্ব হয় নাই, আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়েই উপস্থিত হ'য়েচি।

শ্যামলাল। সত্যই তাই, আমরা আজ অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান ক'রেছিলাম; তজ্জন্যই বিলম্ব বোধ হ'চ্ছিল। এক্ষণে বৎস! পূজার সময় আগত, পূজার পুষ্প দাও।

গোরক্ষনাথ। (পুষ্পপাত্র প্রদানপূর্ব্বক) গ্রহণ করুন।

শ্যামলাল। ধন্য গোরক্ষনাথ! তোমরাই ধন্য! যে কঠিন ব্রতাচরণে তোমরা দুই ভ্রাতা কার্য্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করাচ্চ, ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মজীবীর আদর্শ। বৎস! পার্থিবধামে এর পুরস্কার নাই, অনন্ত আলোকময় স্বর্গধামে তোমাদের অক্ষয় পুরস্কার রক্ষিত আছে, একদিন সে দিন আস্‌বে, যে দিন সেই অক্ষয় পুরস্কারমালায় তোমরা দুই ভ্রাতা শোভিত হবে। যাও বৎস! রাজধানী অভিমুখে গমন কর। এক্ষণে আমাদের কার্য্য আমরা করি গে।

গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথ। প্রণাম গ্রহণ করুন।

(উভয়ের প্রণাম)

সকলে। ব্রত পূর্ণ হ'ক্ বৎস!

[গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গোরক্ষনাথ। ভাই করঙ্গনাথ! প্রভাতে পুষ্পচয়ন ক'রে সন্ন্যাসিগণকে প্রদান ক'র্‌লে, সন্ন্যাসিগণ যথার্থই পরম পরিতুষ্টি লাভ

করেন। দেখ্‌লে ভাই, কিরূপ অকপটহৃদয়ে আমাদের দুইভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লেন।

করঙ্গনাথ। স্বর্গীয় পিতা তাই এই ব্রত অবলম্বন ক'রেছিলেন। সদ্বিষয়ের অনুষ্ঠানে বাস্তবিকই একটা আনন্দ উপস্থিত হয় দাদা!

সুকাম্যের প্রবেশ।

সুকাম্য। তাই ত কোথায় এলাম! পথ ভ্রম ঘটেচে কি! তাই ত, বলি মহাশয়! মান্দাররাজ্য যাবার কি এই পথ?

গোরক্ষনাথ। না, ইহা কাঙ্গোড়রাজ্য।

সুকাম্য। কাঙ্গোড়রাজ্য? একটু দাঁড়াও বাবা! আগে প্রণাম করি। (প্রণাম) আহা, ইহা আমার প্রভুর প্রভুর রাজ্য। পবিত্র রাজ্য! এ রাজ্যের নামে আমাদের সুপ্রভাত হয়। ভাল, এ রাজ্যের রাজধানীটা কোন্ পথে? এও আমাদের জানা রাজ্য! এখানকার রাজার সঙ্গেও পরিচিত আছি।

করঙ্গনাথ। আপনি কোথা হ'তে আস্‌চেন?

সুকাম্য। বহুদূর হ'তে! তোমরা তা জান্‌বে না। তোমরা কাঙ্গোড়রাজধানীর পথটার কথা ব'লে দাও। আমাকে এখনি মান্দাররাজ্যে যেতে হবে।

গোরক্ষনাথ। আপনি কি কেবল পথ জান্‌বার জন্য কাঙ্গোড়-রাজধানীতে যাবেন, না অন্য কোন কারণ আছে?

সুকাম্য। না এমন কোন কারণ নাই, তবে রাজধানীতে

গেলে প্রভুর প্রভুর বাসভূমি দর্শন করা হবে, আর আপন গন্তব্যপথের পরিচয়টা বিশেষরূপে পাওয়া যাবে।

করঙ্গনাথ। আপনার প্রভুর নাম কি ?

সুকাম। আমার প্রভুর নাম কাঙ্গোড়প্রভুর দাস। আমার প্রভু এই ব'লেই নিজের নামের পরিচয় প্রদান করেন।

গোরক্ষনাথ। করঙ্গনাথ! সেই মহাত্মা কে ?

করঙ্গনাথ। আমার বোধ হয়, পাতালরাজ রুক্মাসুর। সেই মহাত্মাই পিতার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং পিতা তাঁর বিপদ্‌কালে যথেষ্ট উপকার করেন।

সুকাম্য। আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ, আপনারা ?

গোরক্ষনাথ। তোমার প্রভুর প্রভুপুত্র!

সুকাম্য। (পদতলে পতিত হইয়া) মার্জ্জনা করুন। অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি নারকী, প্রভুদের নিকট আত্মাপলাপ ক'রেচি। ক্ষমা ক'র্‌তেই হবে, তা নৈলে অধীন ছাড়্‌বে না।

গোরক্ষনাথ। অপরাধ কি ভদ্র! তোমার অদ্ভুত প্রভুভক্তি দেখে, আমরা উভয় ভ্রাতাই সন্তুষ্ট হ'য়েচি। যাক্, তাই নয় ক্ষমাই ক'র্‌লাম। কিন্তু মতিমান্! আপনার এত শীঘ্র মান্দাররাজ্যে যাবার প্রয়োজন কি ?

সুকাম্য। প্রভুর প্রভুপুত্রের নিকট আমার গোপন কর্‌বার কিছুই নাই! বিশেষতঃ আপনারা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার। তবে শুনুন, প্রভো! আমার প্রভুপুত্র কোন কারণে মান্দার-

রাজ্যে গমন করেন, তথায় মান্দাররাজতনয়াকে দর্শন ক'রে তিনি তাঁর রূপে লালায়িত হ'য়েচেন। বোধ হয় মান্দাররাজ-তনয়া আমার প্রভুপুত্রকে পতিত্বে বরণ ক'র্‌তে প্রস্তুত নন, তাই প্রভুর আদেশে রাজকন্যার নিকট প্রভুপুত্রের রূপৈশ্বর্য্য-গুণাবলীর প্রলোভন প্রদর্শনের জন্যই আমার মান্দাররাজ্য গমনের উদ্দেশ্য।

গোরক্ষনাথ। তাহ'লে তুমি দূতপদে বরিত হ'য়েচ?

সুকাম্য। আজ্ঞে—কি করি, প্রভুর আদেশ।

গোরক্ষনাথ। দূত! ঐ সঙ্গে কি আমার একটী আদেশ প্রতি-পালন ক'র্‌বে? যদি আপত্তি না থাকে, তাহ'লে ঐ সঙ্গে আমারও একটী আদেশ পালন ক'র্‌লে, আমি পরম সুখী হব।

সুকাম্য। সে কি প্রভু! দাস অবনতমস্তকে তাহা প্রতিপালন ক'র্‌বে। আজ্ঞা করুন!

গোরক্ষনাথ। দূত! আমিও শু'নচি, মান্দাররাজকুমারী সুরজা-সুন্দরী অতি গুণবতী ও রূপবতী; সুতরাং আমিও তাঁর প্রার্থী। তবে তুমি তোমার প্রভুপুত্রের রূপৈশ্বর্য্যগুণা-বলীর যেরূপ প্রলোভন সংগ্রহ ক'রে গমন ক'র্‌চ, আমার তাহা সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং তোমার সহিত তাহার কিছুই আমি প্রদান ক'র্‌তে সক্ষম হ'লাম না। তবে এইমাত্র সেই কুমারীকে ব'ল যে, কাঙ্গোড়াধিপতি ধনশূন্য গোরক্ষনাথ তোমার প্রার্থী। যদি তুমি তাহাকে পতিত্বে বরণ কর,

তাহ'লে রুক্মাসুরের পুত্র দুর্গাসুরের ন্যায় তোমাকে তিনি ঐহিকসুখে সুখিনী ক'র্‌তে পার্‌বেন না। তবে তোমার পারলৌকিক সুখের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌বেন।

সুকামা। যে আজ্ঞে! আজ ধন্য হ'লাম! প্রভুর প্রভুপুত্রের আদেশ প্রতিপালন ক'রে জীবনকে সার্থক ক'র্‌ব!

করঙ্গনাথ। এই পথে—মান্দাররাজ্যে যাবার সুবিধা! আপনি এই পথেই গমন করুন!

গোরক্ষনাথ। আমি এই পথেই অপেক্ষা ক'র্‌ব, মান্দাররাজকন্যার যেরূপ অভিমত হবে, তাহা জ্ঞাত হওয়া আমার বিশেষ আবশ্যক।

সুকামা। যে আজ্ঞা! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথ। অভীষ্ট পূর্ণ হ'ক্‌। এক্ষণে আমরা চ'ল্‌লাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুকামা। আহা, কি চারু কমনীয় মূর্ত্তি! মন্মথ যেন নিজের অঙ্গ হারিয়ে এই কাঙ্গোড়রাজ্যে এসে দুই মূর্ত্তিতে উদয় হ'য়েচেন। ইনি আবার কে? বেটা অষ্টাবক্রমুনি না কি?

ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রবেশ।

ব্যঞ্জনেশ্বর। ওহে ঘটক বাবাজি! প্রাতঃপ্রণাম বাবা! মান্দাররাজ্যে যাচ্চ ত, ঐ সঙ্গে আমারও বাবা ঘটকালীটা ক'রে এস! দেখ বাবা, কাজ যদি হাসিল ক'র্‌তে পার, রীতিমত

বক্‌সিস্ পাবে! আমাকে চেন ত, আমার নাম ব্যঞ্জনেশ্বর! ধনকুবের, ধনকুবের! মান্দাররাজকন্যা আমার গলায় যদি মালা দেয়, বুঝ্‌লে কি না, একবারে পাটরাণী, গয়নায় রাস-মঞ্চ ক'রে দোব। আর আমার রূপের কথাও ব'ল্‌বে, তবে এ বাঁকাচলনটার কথা ব'লো না, আর যদি বল, তাহ'লে একটু আধ্যাত্মিকভাবে ব'ল্‌বে, বুঝ্‌লে একটু গোলমেলে গোছের বল্‌বে, বুঝ্‌লে?

সুকাম্য। আজ্ঞে—তা বৈকি! বেলা অধিক হয়ে আস্‌চে, এখন একটু রসিকতা রাখুন, অনেক দূর যেতে হবে।

ব্যঞ্জনেশ্বর। বক্‌সিস্—বক্‌সিস পাবে! দেখ, আমার এ ছোটখাট শরীরটা দেখে অগ্রাহ্য ক'র না! আমি একটা যেন তেন লোক নই। আমার মাথায় চাক ঘুর্‌চে! বুদ্ধির দৌড়ে আমি সব চিন্! তা বাবা নারাজ হ'চ্চ কেন? এর ওর ঘট্‌কালীটা ক'র্‌তে পার্‌বে, আর আমার বেলাই একবারে মরিয়া হ'য়ে চ'লেচ? কাজ কিন্তু ভাল ক'র্‌চ না বাবা! আমার কথাটাও পায়ে ক'রে নিয়ে যাও।

সুকাম্য। মহাশয়! ওরূপ কথা ব'ল্‌চেন কেন?

ব্যঞ্জনেশ্বর। মদনের হাঁপায়! শুনেচি, রাজকুমারী অতি রূপ-বতী। তাই এত বাবা! দয়া হ'ল? ব'ল্‌বে ত?

সুকাম্য। এত ক'রে যখন বল্‌চেন, তখন ব'ল্‌ব বৈ কি।

ব্যঞ্জনেশ্বর। ব'ল্‌ব বৈ কি নয়, একটু গুছিয়ে গুছিয়ে, যাতে বিদ্যাধরীর মনটা আমার দিকে টলে—এমন ক'রে বুঝ্‌লে?

একটু আধ্যাত্মিক ভাবে—বুঝ্‌লে—হা—হা—হা! বুঝ্‌লে? বুঝ্‌তে পেরেচ? হা হা—বুঝ্‌লে?

সুকাম্য। (ব্যঙ্গভাবে) আজ্ঞে তা বৈকি, তা বৈকি, বুঝিয়ে ব'ল্‌ব বৈকি! হা—হা—হা—সে কি—মশায়! হাঃ হাঃ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[উপবন]

সুরজা ও সখিগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

বালিকা ফুলের মত হও।
ক'রে ফুলের মত কোমল হিয়ে, সবার সমান আদর লও॥
ফুলের মত হাসি কর, ফুলগন্ধের গুণ ধর,
আপনি ফোট আপনি শুকাও কারও ধার না ধের,
আমোদিনী—হও ফুলরাণী,
দেব্‌তা এসে নিবেন পায়ে, তুমি আর কারো নও॥

১ম সখী। সুরজা, তোমার এ গানটার কোন রসকস নাই। যেন একটু মেঠোমেঠো।

সুরজা। কেন, এমন ফুল, তার গন্ধ, ফুটচে, শুকোচ্চে—কত মনোহর ভাব, এমন গানে তুমি রস পেলে না?

১ম সখী। রস থাক্‌বে না কেন, তবে কি জান, শুক্‌নো শুক্‌নো! মধ্যে দু'একটা কথায় একটুকু আধটুকু রস আস্‌ছিল, শেষচরণে একটা দেবতাকথা নিয়ে এসে, সব রসটুকুই সেখানে তুমি নিঙ্‌ড়ে ফেলেচ।

২য় সখী। ঐ দেবতাকে আত্মদানের কথা বুঝি সুবল্লি?

৩য় সখী। কেন বেশ ত, দেবতা বর হবে, মন্দ কি?

১ম সখী। আ মরে যাই, রূপে বাগান আলো ক'রে আছিস কিনা? রূপ দেখে দেবতা আহার নিদ্রা ভুলে গেছেন?

৩য় সখী। আমিই না হয় দেখ্‌তে কাল, কিন্তু সুরজাদিদির রূপই বা মন্দ কি! অনেক দেবতার ঘরে এমন আলোকরা ধন অতি অল্প।

সুরজা। রূপে কি আসে যায় বোন সুবল্লি! রূপ ত দু'দিনের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের। এ রূপের বড়াই অজ্ঞস্ত্রীলোকেরাই ক'রে থাকে।

১ম সখী। তা বটে বোন, কিন্তু এই রূপেই আবার পুরুষ পাগল হ'য়ে পড়ে।

সুরজা। তাকে আর পুরুষ বলে না সুবল্লি! সে পুরুষত্ব হারিয়ে কাপুরুষ হ'য়েই এমন করে। যে পুরুষের দূরদর্শন নাই, সে আবার পুরুষ?

১ম সখা। 'ও সব বনের কথা, ঋষিতপস্বীর কথা। তা বোন, মন ত আর বন নয়? মনের কথা তাই কি?

সুরজা। সুবল্লি! তোর দোষ নাই বোন, আমাদের জাতির এমনি অধোগতিই বটে! আমরা নিজে নিজেই লক্ষ্মীনামে কলঙ্ক দিয়েচি। আমাদের মনকে আমরাই স্বাধীনতা দিয়ে দুর্লভ নারীকুলে চিরদিনের জন্য কালি পেড়েচি। সে কালি-সহজে যাবে না। ভগিনি! আমরা যদি নিজের মনকে নিজে বাঁধ্‌তে পার্‌তাম, রূপের মোহে আত্মকুল বিসর্জ্জন না দিতাম, সংযমব্রতে আপনার হৃদয়কে সর্ব্বদা উন্নত রাখ্‌তাম, বল্ দেখি তা কত সুন্দর হ'ত? এ সংসারবাস আর সে নিত্য-বৈকুণ্ঠ প্রভেদ কি থাকৃত? লোকে একটী লক্ষ্মীর কৃপাবলে সংসারে কত উন্নতি করে—আর সে প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আবাসস্থল হ'লে—সংসারীর আর অভাব কি ছিল? হাহা-কার—নিরাশার চীৎকার চিরদিনের জন্য সংসার হ'তে চ'লে যেত'। এ সংসারে এসে এমন ক'রে কারেও কাঁদ্‌তে হ'ত না।

১ম সখী। সুরজা, তবে কি তুমি সংসারে রূপটা কিছুই নয় ব'লে বল?

সুরজা। কেন সুবল্লি, তা ব'ল্‌ব কেন? রূপ যদি কিছুই না হবে, তবে প্রকৃতিদেবী নব নব বেশে সজ্জিত হন কেন? রূপ চক্ষুর তৃপ্তি! মনের মোহকারী।

২য় সখী। আচ্ছা, সুরজা! রাগ ক'রিস না বোন! তোমায় একটী কথা ব'ল্‌ব, তবে বলি—রাগ ক'র্‌বে না?

সুরজা। কখন না। রাগ ক'র্ব কেন, রাগ এত সস্তা ক'র্লে বাস ক'র্ব কি ক'রে।

২য় সখী। তবে বলি,—আচ্ছা তোমার যদি একটী খুব কাল কুচ্‌কুচে বর হয়? তুমি তাকে পছন্দ কর?

সুরজা। তিনি যদি দেবস্বভাবাপন্ন হন, তাহ'লে সুরজার তিনি আরাধ্য বস্তু!

১ম সখী। অবাক্ অবাক্! বলি রাজকুমারি! এমন সুন্দর রূপযৌবন অভাগার পায়ে ঢেলে দেবে? একটুকুও মায়া মমতা হবে না?

সুরজা। এবারে রাগ ক'র্ব সুবল্লি! আমার রূপযৌবনে কারো অধিকার নাই! আমার এ রূপযৌবন সৎগুণের দাস। সুতরাং আমি তাঁর দাসী। আমি স্বামীর রূপ চাই না, ধন চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, চাই তাঁর কেবল দেবদুষ্প্রাপ্য মন। যে মনে তিনি স্বর্গে যেতে পার্বেন, যে মনে তিনি আমার সরল ব্যবহারে আমাকে স্বর্গে যাবার সঙ্গিনী ক'র্তে পার্বেন, সেই দেবাত্মাই আমার সর্ব্বস্ব। তিনিই আমার আরাধ্য! তিনিই আমার অভীষ্টপুরুষ।

সখিগণ। ধন্য, ধন্য সুরজা! আমাদের পরীক্ষা শেষ হ'য়েচে। সুরজা, আমরা মানবী নই, মায়ের আদেশে—এতদিন তোমায় পরীক্ষা ক'র্ছিলাম! এখন পরীক্ষাপাশমুক্ত হ'লে। অদ্যই তোমার মনোমত স্বামীর নির্দ্দেশ পাবে। তাকেই

বরমাল্য দিয়ে মায়ের সেবিকা হ'য়ে, আনন্দে সংসারযাত্রা কর। (বেশপরিবর্ত্তন ও দেববালার আবির্ভাব)

দেববালাগণ। গীত।

সই যে যে নে আস্‌চে লো তোর নেংটা দিগম্বর।
ভাবের ভাঙে বিভোল পাগল ভাবে না কারু আপন পর॥
সাধের বাসর কালি হবে, দেবতার ফুল দেবতা নেবে,
তুই আপন মনে সে চরণে—সুবাস দান কর্—
আজ মায়ের বরে মিল্‌লো লো তোর মনের মত গুণের বর॥

[প্রস্থান।

সুরজা। কি হ'ল, কি হ'ল, স্বর্গীয়বিদ্যুতে যে চোখ ঝল্‌সে গেল! সুবল্লি, সুরমা, সুষমা, মুরজা—তোমরা আমার সঙ্গিনী নও? ছলনা ক'রে মানবী সঙ্গিনীরূপে মা মহামায়ার আদেশে আমায় পরীক্ষা কর্‌তে এতদিন এ সংসারপঙ্কে অবস্থান ক'র্‌ছিলে? দেবি! দেবি! না জেনে শুনে, না বুঝ্‌তে পেরে কত অপরাধ ক'রেচি, সে পাপের অবধি নাই, তার শেষ নাই, কি হবে— মা মঙ্গলচণ্ডিকে! কি হবে মা দক্ষনন্দিনি, নন্দিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হবে মা! দেবি! আমি আপনাদের পদে জ্ঞানকৃত কোন অপরাধ করিনি, মার্জ্জনা কর। মা—মা—আমার পাপ নিস্‌নি মা! (প্রণাম)

সুকাম্যের প্রবেশ।

সুকাম্য। (স্বগতঃ) এ উপবনবেদিকায় নম্রশিরে মা গণেশজননী—না মান্দাররাজনন্দিনী সুরজাদেবী? মায়ের অনুপম অলৌকিক

সৌন্দর্য্যস্রোত কোন্ সৌন্দর্য্যগিরিবিনিঃসৃত হ'য়ে এমন মৃদুমন্দ মধুরভাবে বিশ্বপ্রাঙ্গণ প্লাবিত ক'র্‌চে মা! রূপে যেন অনন্তপ্রাণী সুশীতল হবার জন্য অবগাহন ক'র্‌তে "মা মা" বলে ছুটে আস্‌চে! মাগো—বিশ্বের রূপ সব চুরি ক'রে,এমন সাধের বিশ্ব তোর শ্রীহীন ক'রে রাখ্‌তে হয়? দেখ্ দেখি মা, তোর বিশ্বের রূপ! যে রূপে বিশ্ববাসী রূপশালী, আজ তাদের সে রূপের কত পরিবর্ত্তন ঘ'টেচে! দেখ মা! সে অন্তর—অনেক অন্তরে গিয়ে প'ড়েচে, সে তেজঃ—অনেক প্রভাশূন্য হ'য়েচে! প্রভাময়ি, তোমার বিন্দু প্রভা আজ বিশ্ববাসীর হৃদয়ে ছড়িয়ে দাও মা! সেই প্রভায় বিশ্বের মোহতামসাচ্ছন্ন জীবস্থলী প্রভাসিত হ'ক্! আপনার রত্নকে আপনারা:চিন্তে পারুক্। আপনার বস্তুকে আপনার ক'রে নিস্বার্থদেবতার অর্চ্চনা করুক। যাক্, এক্ষণে মাকে কিরূপে প্রভুর আদেশ ব্যক্ত করি! কৈ—পশ্চাতে যে মান্দাররাজ স্বয়ং ছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন! ওঃ বুঝেচি, তিনি আমায় মাতৃভক্ত দেখে নির্জ্জনে মাতৃপূজা কর্‌বার জন্য অবসর প্রদান ক'রেছেন। (প্রকাশ্যে) মা!

সুরজা। কে আপনি?

সুকাম্য। সন্তান।

সুরজা। আপনি এখানে কিরূপে এলেন?

সুকাম্য। মায়ের কাছে ছেলে যেমন ক'রে যায় মা!

সুরজা। প্রহরীরা আপনাকে কিছু বল্লে না?

সুকাম্য। মায়ের নামে যমে যখন কিছু বলে না, তখন সামান্য প্রহরী তোর ছেলেকে কি বল্‌বে মা!

সুরজা। আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি?

সুকাম্য। প্রভু আদেশ পালন ক'র্‌তে।

সুরজা। কে আপনার প্রভু? তাঁর কি আদেশ?

সুকাম্য। আমার প্রভু পাতালাধীশ্বর রুক্মাসুর, তাঁর আদেশ—তাঁর পুত্র দুর্গাসুরকে আপনি পতিত্বে বরণ করুন। মা! দুর্গাসুর প্রবলপ্রতাপান্বিত মহীপতি। তাঁর রূপের বর্ণনা সামান্য মানব হ'য়ে বর্ণনা ক'র্‌তে আমি অক্ষম। সাক্ষাৎ কন্দর্প ব'ল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। ধনের ত কথাই নাই, তাঁর পিতা রুক্মাসুর কুবেরকে পরাজয় ক'রে, অলকাপুরীর সমুদায় ঐশ্বর্য্যই পাতালে আনয়ন ক'রেচেন। কুবেরভাণ্ডার এক্ষণে ধনশূন্য, পাতাল রাজকোষ সর্ব্বদাই ধনপরিপূর্ণ; দাসদাসী পরিচারিকা পিপীলিকাশ্রেণীর মত সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ ক'র্‌চে। রাজপুরী ইন্দ্রপুরী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সৈন্যবলের আধিক্যে পৃথিবীর প্রায় সমুদায় রাজন্যবর্গই দুর্গাসুরকে করপ্রদান ক'রে করদরাজ নাম গ্রহণ ক'রেচেন। আর মা! দুর্গাসুর একজন প্রকৃত মহাযোদ্ধা! তাঁর বাহুবলের অবধি নাই! আপনি তাঁকে স্বামিত্বে বরণ ক'র্‌লে উপস্থিত ত পাতালরাজ্যের পাটরাণী হবেনই, আবার ভবিষ্যতে ইন্দ্রাণীরও আশা ক'র্‌তে পারেন। দুর্গাসুর একজন যথার্থ প্রণয়ী, আপনাকে যথার্থ ভালবাসেন। তিনি এ কথা ব'লে-

চেন, মান্দাররাজতনয়া আমাকে বরমাল্য প্রদান ক'র্‌লে, তাঁকে আমি যথেষ্ট সম্মানের সহিত সততই পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌ব

সুরজা। আপনি দূত ? দূতবর! আর না যথেষ্ট হ'য়েচে, আমি আপনার প্রভুপুত্রের আত্মগরিমা শোনা অপেক্ষা নরকযন্ত্রণা অধিক ভালবাসি। এ কথা আপনার প্রভুপুত্রকে ব'ল্‌বেন। তখন বিবাহ ত অনেক দূরের কথা।

সুকাম্য। ক্ষমা কর মা! কি ক'র্‌ব, প্রভুর আজ্ঞায় এম্‌নি অধম আমি, মায়ের মনেও আজ ব্যথা দিতে হ'ল।

সুরজা। দূতবর! আপনি দূত, আপনি নিরপরাধ! কিন্তু আপনার প্রভুপুত্র দুর্গাসুরের দুরাকাঙ্ক্ষার কথা আমার অতি শ্রুতিকঠোর, তাই আপনাকে আমার উচ্চশ্রুতি শুন্‌তে হ'য়েছিল, আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন।

সুকাম্য। মা—

সুরজা। কেন বাবা ?

সুকাম্য। আমি দূত, তাতে শাস্ত্রবিহিত আমার সর্ব্বদোষই ক্ষমার্হ! আবার আমি সন্তান, আপনি মাতা, সুতরাং তাতেও আমার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, কেন না মায়ের কাছে ছেলের স্বাধীনতা সর্ব্বক্ষণই।

সুরজা। সে স্বাধীনতায় সুখ বিবেচনা কর, মুক্ত প্রাণে গ্রহণ ক'র্‌তে পার।

সুকাম্য। মা! পূর্ব্বে আমার প্রভুর আদেশ প্রতিপালন ক'রেচি, কিন্তু এক্ষণে আমার প্রভুর প্রভুপুত্রের আদেশটী

প্রতিপালন ক'র্‌লেই আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করি। মায়ের ছেলে তা হ'লেই মায়ের নিকট হ'তে হাস্‌তে হাস্‌তে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে পারে। দেখিস্ মা, যেন রাগ ক'রিস্ নে।

সুরজা। মুক্তকণ্ঠে বল বাবা! তোমার প্রভুর প্রভুপুত্র কে?

সুকাম্য। কাঙ্গোড়াধিপতি প্রভু সোমনাথের বংশধর পরম ধর্ম্ম-পরায়ণ ন্যায়বান্ পুণ্যবান্ সরলপ্রাণ গোরক্ষনাথ। মা! আমি প্রভুর আদেশে দূতরূপে যৎকালে মান্দাররাজ্যাভিমুখে আস্‌ছিলেম, তৎকালে সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ক্রমে পরিচয় হ'ল, এবং আমার প্রমুখাৎ আমার প্রভুর আদেশবার্ত্তা শ্রুত হ'য়ে, অতি ধীরভাবে ও বিনয়সহকারে সেই মহাপুরুষ ব'ল্‌লেন, "দূতবর! তুমি যখন মান্দাররাজ্যে মান্দাররাজতনয়া সুশীলা গুণবতী সুরজা-দেবীর নিকট গমন ক'র্‌চ, তখন দেবীপ্রতিমাকে আমার কথা ব'ল যে, কাঙ্গোড়েশ্বর ধনশূন্য গোরক্ষনাথও আপনার প্রার্থী। আরও ব'ল, দেবী যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করেন, তাহ'লে ধনৈশ্বর্য্যবান্ রুক্মাসুরের পুত্র দুর্গাসুরের ন্যায় যদিও আমি তাঁহাকে ঐহিকসুখে কোনরূপে সুখিনী ক'র্‌তে পার্‌ব না সত্য, তবে তাঁর পারলৌকিকসুখের জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌ব! এ বিষয়ে তাঁর অভিপ্রায় কি, আমায় এসে সংবাদ দিবে"—মা—

সুরজা। (স্বগতঃ) নিশ্চয়ই এই মানবই দেবভাবাপন্ন! মায়ের

সঙ্গিনীগণ ইঙ্গিতে নিশ্চয়ই এঁকে আমার পতি নির্দ্দেশ ক'রে গেলেন। মা, তোমার নির্ব্বাচিত ধন—আমার আরাধনার বস্তু আমি এঁকেই পতিভাবে গ্রহণ ক'র্‌লাম! ধর্ম্ম সাক্ষী হও, অন্তরের অন্তরতমপ্রদেশে উদয় হ'য়ে সাক্ষী হও, দরিদ্র গোরক্ষনাথই আমার স্বামী। তাঁর বাক্যে ধনগর্ব্বের পরিচয় নাই, আকাঙ্ক্ষার বাষ্পলেশও নাই, কথাগুলি কত সরল, কত প্রাঞ্জল! এই ত মহাপুরুষের বাক্য! যথার্থই মহাপুরুষ তিনি, তিনিই আমার পতি। (প্রকাশ্যে) দূতশ্রেষ্ঠ! যাও, এক্ষণেই আপনি আপনার প্রভুর প্রভুপুত্রকে সংবাদ দিন্‌ গে যে, মান্দাররাজতনয়া অদ্য হ'তেই আপনার দাসী হ'ল। লও দূতবর! দরিদ্রার স্নেহোপহার স্বরূপ এই আপনাকে আমার কণ্ঠহার প্রদান ক'র্‌লাম। আমি পিতাকে ব'লে, অদ্যই কাঙ্গোড়যাত্রার আয়োজনাদি করি গে। আপনি এক্ষণে মান্দারে আতিথ্যসৎকার গ্রহণ ক'রে, পরে স্বদেশযাত্রা করুন।

[প্রস্থান।

সুকাম্য। যে আজ্ঞা মা! আজ আমার গৌরীদর্শন হ'ল। মায়ের বিবাহসম্বন্ধ স্থির ক'রে চ'ল্‌লেম। হিমালয়রূপী মান্দাররাজ তুমিও সার্থক, আর নারদরূপী সুকাম্য তুমিও সার্থক। তবে মা, নারদরূপী সুকাম্যের এই শ্রীপদে নিবেদন,

কৈলাসে গিয়ে ঈশানী হ'য়ে যেন এ সব খেলা ভুলে যাস্ না। জয় মা শঙ্করি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[কঙ্গোড়—রাজসভা]

(সিংহাসনে স্বর্গীয় সোমনাথের পাদুকা স্থাপিত)
ছত্রহস্তে গোরক্ষনাথ, চামরহস্তে করঙ্গনাথ,
রঘুনাথজী, শ্যামলাল, আনন্দস্বামী,
মোহনলাল, সুখসত্র, জ্ঞানানন্দ,
প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ আসীন।

সন্ন্যাসিগণ। গীত।

আনন্দে ঠারুয়ো। ভেইয়া, আনন্দে ঠারুয়ো।
পাথর মাণিক্ সাথ্ মে ভেইয়া কিয়া ভেদ বাতায়ো॥
কালমেজ তোর পাথর মাণিক সব্বি হোবে চুর,
ক্যা ওয়াস্তে মায়কাকুজর পিহ্ মকে দরশন কর দূর;
দুনিয়া ঝুটা মায়া ঝুটা ভেইয়া খাও আউর খেলায়ো॥

সকলে। প্রভু সোমনাথজী কি জয়! জয় প্রভু সোমনাথজী কি জয়! জয় প্রভু সোমনাথজী কি জয়।

গোরক্ষনাথ। স্বর্গীয় ব্রহ্মর্ষি পিতার এই জয়দুন্দুভি অনিলসলিল-পরিবেষ্টিত অনন্তকোটী সৌরব্রহ্মাণ্ডে পরিধ্বনিত হ'ক্।

করঙ্গনাথ। স্বর্গীয় পিতৃদেব! আপনার অক্ষয় অমর আত্মা—নিত্যব্রহ্মলোকে পুণ্যের স্বর্ণসিংহাসনে নিত্যব্রহ্মানন্দ উপভোগ করুক।

গোরক্ষনাথ। জগন্মঙ্গলময়—মূর্ত্তিমান্ জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণব্রহ্ম! আপনি নরমূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যধামে পিতৃরূপে প্রত্যক্ষদেবতা! আমরা আজ ভ্রষ্টভাগ্যে জ্যোতির্কল্প ব্রহ্মস্বরূপ হারিয়ে বালকের ন্যায় রোদন ক'র্‌চি।

করঙ্গনাথ। পিতঃ! জানি, যে জাহ্নবীর স্রোত একবার সাগর-সঙ্গমে সম্মিলিত হ'য়েচে, তা আর ফিরে আস্‌বে না; যে দ্রুত-সঞ্চারী বায়ুহিল্লোল একবার অনন্তে মিশিয়ে গেছে, তার তরঙ্গাঘাতের আর আশা নাই, তবু দেবতার দেবতা—প্রত্যক্ষ দেবতা পিতৃদেব! কোথায় তুমি? স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উত্তর দাও? সে চির উদার চিরসৌম্যশান্তমূর্ত্তি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌চি না। সেই নগ্নপদ-জটাবল্কল—সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গময় অক্ষিযুগ্ম, পিতা—পিতা—সেই কন্দরনিঃসৃত খরবেগা গুরুগম্ভীরা তরঙ্গিণীর গদ্গদনাদী অভিঘাতের স্নিগ্ধ কণ্ঠভাষা, আর কি শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হবে না? হা দুর্ভাগ্য! তুমিই আমাদের অযত্নাগত রত্নকে প্রত্যাখ্যান ক'রেচে!

গোরক্ষনাথ। ভাই, বুদ্ধিশূন্য লোকেরাই অকিঞ্চিৎকর মায়া-প্রলোভনে উন্মত্ত হয়। যেরূপ সমুদ্রপতিত দৈবমিলিত দুই

তৃণ কালক্রমে তরঙ্গাঘাতে পৃথক্ হ'য়ে যায়,তদ্রূপ পিতামাতা,—স্ত্রীপুত্র—আত্মীয়পরিবার—জ্ঞাতিগণের মহামিলন যে, কখন দৈবাশ্রিত, কখন চিরবিরহের অনন্তপারে অবস্থিত, তা কে ব'ল্‌তে পারে? একদিন দৈবাধীনে আমরা সকলে একত্রে মিলে, আনন্দের হাটে শান্তির কোমলছায়ার সুখতৃপ্তি অনুভব ক'রেছিলাম, আবার কয়েকদিন পরে সেই সকলের মধ্যে কয়েকটীকে হারিয়ে ফেলে, তাদের বিরহবেদনা মৌনভাবে সহ্য ক'র্‌চি। এই ত ভাই, লীলাবিলাসবতী মহাপ্রকৃতির মহা-লীলার রঙ্গমঞ্চ! এই বিশ্বনাটকের সংযোগবিয়োগরূপ অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; এর যেখানে সেখানে যবনিকা-পতন! ভাই, বীতশোক হও, আমাদের পিতা যখন নশ্বর মনুষ্যদেহ ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মলোকে অশরীরী ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হ'য়েচেন, তখন তাঁর জন্য শোক করা বৃথা। এক্ষণে পিতৃআদেশ শিরোধার্য্য ক'রে, পিতৃআদিষ্টধর্ম্মপালনই আমাদের কর্ত্তব্য।

রঘুনাথ। বৎস গোরক্ষনাথ! তোমার সদুপদেশ মহার্ঘ ও অমূল্য। কিন্তু বৎস! সেই স্বর্গীয় মহদাত্মা মতিমান্ মহাপুরুষের কথা একবার স্মৃতিপথারূঢ় হ'লে আমাদেরও সংযতাত্মা নীরবে অশ্রুবির্জ্জন ক'র্‌তে থাকে। হায়! আমরা নরাধম,তাই আমরা সেই মহাসাধুসঙ্গ হ'তে চিরবঞ্চিত হ'য়েচি! করঙ্গনাথ—তুমি বাছা,—কাঁদ, আমরাও বাছা, তোমার সঙ্গে কাঁদি! আমাদের অশ্রু সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের শয়নের কুসুমআস্তরণ হ'ক্। তিনি তাতে বিশ্রামলাভ করুন।

শ্যামলাল। রঘুনাথজি! স্বর্গ কার নাম? কোন্ স্বর্গে সেই মহাপুরুষ আজ অবস্থান ক'র্‌চেন, তা জান?

রঘুনাথ। জানি শ্যামলাল, এই যশোকীর্ত্তিই জীবজীবনের মহাস্বর্গ।

শ্যামলাল। এস রঘুনাথজি, পথে এস; তাঁর সেই যশোকীর্ত্তি চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখাই এখন তাঁর স্বর্গের সুখবিশ্রাম এবং আমাদের পরমধর্ম্ম। সুতরাং শোকার্ত্ত হ'য়ে অশ্রু পরিত্যাগে তাঁর স্বর্গসুখবিশ্রাম ভঙ্গ করা আমাদের কখন কর্ত্তব্য নয়। যাতে তাঁর ন্যায়রাজ্য যথাবিহিতভাবে জগতের আদর্শরাজ্যরূপে চিরপরিগত থাকে এবং তাঁর রাজ্যস্থ প্রজাগণ ন্যায়দণ্ডের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক সকলে পরম ন্যায়বান্ পুণ্যবান্ গুণবান্ হন, তারি বিধান করি এস। তাঁর জন্য শোককাতরতা প্রকাশ অপেক্ষা, তাঁর আদিষ্টকর্ম্ম নির্ব্বাহ করাই তাঁর ভক্ত অনুগতের মহাধর্ম্ম।

গোরক্ষনাথ। ইহাও পিতৃউক্তি! পিতা পুনঃ পুনঃ ব'লেচেন—কখন কর্ত্তব্যকার্য্যের অবহেলা ক'রো না। মা আমাদের করুণাময়ী জননী, আবার কখন ভয়ঙ্করী পুত্রঘাতিনী পাষাণী। মায়ের এক করে বরাভয়, অপর করে ভীমদর্শনা খড়্গাকাতি! অশ্রুত্যাগে পিতৃভক্তির জলন্তচিত্র প্রদর্শিত হ'লেও, আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্যের তাচ্ছল্য প্রকাশ হ'চ্চে; ইহাও আমাদের কর্ত্তব্যত্রুটিবশতঃ মহাপাপ।

মোহনলাল। কর্ত্তব্যেরও ত্রুটি হ'চ্ছে, অথচ এ রোদনেরও অর্থ বুঝি না। কার জন্য রোদন? ভাই রে—

গীত।

কেন কিসের কারণ কররে রোদন।
কে কার পিতা কে কার মাতা, এ যে পথের দেখা পথের আলাপন॥
ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তৃণ কর্ম্মস্রোতে মহামিলন,
আবার নূতন স্রোতে কেউ কারুতে থাকে না ভাব আপন আপন॥
আস্‌ছি কোথা যাচ্চি কোথা, কোথা কার বাসের ভবন,
মহা ঘুমে ঘুমিয়ে তুমি মাঝে মাঝে দেখ্‌চ স্বপন॥

সুখসত্র। মোহনলাল, এ মহাঘুম কবে ভাঙ্‌বে ভাই! এ মহাঘুম না ভাঙ্‌লে—

গীত।

এ যে পাগল হ'তে হয় রে।
একি মায়াসূত্র, পত্নীকন্যাপুত্র, হ'য়েচি একত্র,
কি বন্ধন বিষময় রে॥
কথার কথায় ব'লি কেউ নয় আমার,
কিন্তু হৃদয়মাঝে আমার আমার,
এই কালকূট বিষে, ঘ'ট্‌ল বিষম দিশে,
মা হারিয়ে শেষে, হেরি ভুবন শূন্যময় রে॥

জ্ঞানানন্দ। সুখসত্র! সেই মায়া ছেদনের জন্যই আমাদের সন্ন্যাস ব্রত। কর্ম্মযুদ্ধে মায়া জয় করাই আমাদের ধর্ম্ম। সে যুদ্ধে বিরত হও না ভাই, চল—

গীত।

কর জ্ঞানধনুকে আকর্ষণ মাকে যাব জিন্‌তে।
বসিয়ে কি কর, ভক্তিশর ধর, হবে না কালের গর্জ্জন শুন্‌তে॥
করি সাধনামদিরা পান, কর বীরাচারে স্বাধিষ্ঠান,
থাক কেন অচেতন, মায়ের পূজার পদ্ম আন্‌তে॥
পড়ি বিষয়কুম্ভিপাকে, সদা ঘুরে জীব তারি পাকে,
দোষে দয়াময়ী মাকে, তারাই হেন রণ না পারে জিন্‌তে॥

করঙ্গনাথ। মহাপুরুষ! পিতারও সেই মহাব্রত ছিল। সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন ক'রে অমরদেবতা অমরধামে চ'লে গেচেন। আশীর্ব্বাদ করুন, আমরাও যেন সেই ব্রতপথে অগ্রসর হ'তে পারি।

গোরক্ষনাথ। ভাই, কাঙ্গোড়বাসী প্রজাগণ কোনকালে অন্নবস্ত্রের কোন ক্লেশ না পায়, এই হ'চ্চে আমাদের সেই ব্রতের ধর্ম্ম। তারপর সকলেই যাতে ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়ানুগত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সংযতাত্মা হ'য়ে মনুষ্যনাম ধারণ কর্‌তে পারে, এই ইচ্ছে আমাদের সেই জীবনব্যাপী মহাব্রতের শেষ লক্ষ্য। ঐশ্বর্য্যলিপ্সা, দুরাকাঙ্খা রাজধর্ম্ম নয়। রাজা শান্তিরক্ষকমাত্র। এই ব্রত পালন ক'র্‌লে আমাদের পিতৃআদিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হবে।

শ্যামলাল। তাহ'লেই কাঙ্গোড়রাজ্য স্বর্গরাজ্য। সেই রাজ্যের তোমরা দুইভ্রাতা দুই ইন্দ্র। সেই রাজ্যের অধিবাসিগণ দেবতাস্বরূপ।

রঘুনাথ। শ্যামলাল! হঠাৎ কাতরনাদে রাজসভা আলোড়িত ক'র্‌লে কে? আর্ত্তধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী ব'লে অনুভূত হ'চ্চে।

গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথ। তাই ত—যেন অতি পীড়িতকণ্ঠ! অতি মর্ম্মভেদী রোদন!

মোহনলাল। ঐ যে—ঐ যে—ধূল্যবলুণ্ঠিত হিরণ্ময় মূর্ত্তির ন্যায় এক অনুপম কিশোরবয়স্ক সুকুমার এইদিকে উন্মার্গগতিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌চে! আহা হা, যেন আনন্দের তেজোরশ্মি আজ বিষাদভস্মে বিমলিন বিবর্ণ বিশ্রী! কে তুমি সুরশিশু! এত ক্লিষ্টকলেবরে রোরুদ্যমান হ'য়ে কোথা হ'তে আস্‌চ?

দ্রুতপদে অনঙ্গনাথের প্রবেশ।

অনঙ্গনাথ। (রোদনস্বরে) মহাশয়! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন! আমার পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। আর কিয়ৎকাল অপেক্ষা ক'র্‌লে এই দুর্ভাগ্যের সকল পরিচয়ই জগতের ইতিবৃত্তে জ্বলন্তাক্ষরে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবেন। এক্ষণে বলুন—এই স্বর্গীয় প্রভু সোমনাথরাজসভায়, কোন্ মহাপুরুষ তাঁর আত্মজ চিরউদার গোরক্ষনাথ? তাঁকেই আমার প্রয়োজন।

রঘুনাথ। বালক, কি জন্য তাঁকে প্রয়োজন প্রকাশ কর। এইখানেই তিনি অবস্থান ক'র্‌চেন।

গোরক্ষনাথ। স্বামী রঘুনাথ! বালক বিপন্ন, আমাকে কেবল

অনুসন্ধান ক'র্‌চে, এস্থলে বালকের নিকট সরলহৃদয়ে সকল কথা প্রকাশ করাই মহাত্মার কর্ত্তব্য। বালক! আমিই সেই দীন গোরক্ষনাথ। এক্ষণে বল, কি উদ্দেশ্যে এ দরিদ্রের নিকট সমুপস্থিত হয়েচ? তোমার পরিচ্ছদ ও দৈহিক অবস্থা দেখ্‌লে, বাস্তবিকই হৃদয়ে একটা ব্যাকুলতা এসে উপস্থিত হয়। বল বৎস! আর এ অবস্থায় দীনদরিদ্রকেই বা তোমার প্রয়োজন কি?

অনঙ্গনাথ। আপনি—আপনি সেই প্রভু সোমনাথের বংশধর গোরক্ষনাথ? (প্রণাম) পদধূলি দিন্। জন্ম সার্থক হ'ল! মহাত্মন্! আমি আপনার নিকট অতি বিপদে পতিত হ'য়েই এসেচি। রক্ষা করুন্, আমাকে একটী ভিক্ষা দিন্।

গোরক্ষনাথ। ভিক্ষা? এ দরিদ্রের কি আছে বৎস যে, তোমায় আমি ভিক্ষাদানে সক্ষম হব?

অনঙ্গনাথ। বালকের সহিত ছলনা করা আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষের ধর্ম্ম নয়।

গোরক্ষনাথ। বালক, আমি কিছুমাত্র ছলনা করি নাই। সত্যই আমি দরিদ্র,—নামমাত্র রাজ্যেশ্বর! আমার পিতৃআদেশ, রাজভাণ্ডার তুচ্ছ মণিমাণিক্যে অলঙ্কৃত রেখ' না; দুর্লভ ধর্ম্মধনে অনুক্ষণ পূর্ণ রেখ। তজ্জন্য আমি পিতৃআজ্ঞাপালনে সর্ব্বদাই যত্নবান্! বালক, সুতরাং আমি দরিদ্র কি না, তোমার বালকবুদ্ধিতেই মীমাংসা কর।

অনঙ্গনাথ। সত্য, তা জানি ব'লেই ত আপনার নিকট এসেচি।

আমি আপনার নিকট ধনঅর্থ ভিক্ষা ক'র্‌তে আসি নাই। আপনি যা দিতে সমর্থ হ'বেন, আমি তাই ভিক্ষা প্রার্থনা ক'র্‌চি।

গোরক্ষনাথ। উত্তম, তাহ'লে প্রস্তুত আছি।

অনঙ্গনাথ। ভিক্ষা,—আপনার পিতৃপ্রদত্ত ক্ষুরধার তরবারি শীঘ্র আপনি বাহির করুন!

গোরক্ষনাথ। কেন বৎস!

অনঙ্গনাথ। এই ভিক্ষা! ভিক্ষুকের এই প্রার্থনা।

গোরক্ষনাথ। (তরবারি বাহির করিয়া) তাই ক'র্‌লাম। আর কি?

অনঙ্গনাথ। ঐ ক্ষুরধার অস্ত্র—এই হতভাগ্যের স্কন্ধে শীঘ্র নিপতিত হ'ক্! (স্কন্ধপ্রদান)

গোরক্ষনাথ। অতিথি বালক! গোরক্ষনাথ ঘাতুক নয়। অথবা এখন এরূপ দস্যুবৃত্তি শিক্ষা করে নাই যে, গৃহাগত অভ্যাগতের শিরশ্ছেদের জন্য পিতা সোমনাথের পবিত্র তরবারি গোরক্ষনাথের নিকট রক্ষিত।

অনঙ্গনাথ। আপনাকে ঘাতুক বা দস্যু বিবেচনা ক'রে, আমি এখানে আসি নাই। মহাপুরুষ! শুনেছিলাম, আপনি অতি পরোপকারী সদাশয় মহাত্মা! পরের কষ্ট আপনার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়, আর ভিখারী অতিথির প্রতি আপনার অপার কৃপা।

গোরক্ষনাথ। এ সকলের মধ্যে যে কোন একটী গ্রহণ ক'র্তে ইচ্ছা হয়, বল, মুক্তপ্রাণে প্রদান ক'র্ব।

অনঙ্গনাথ। এর অতিরিক্ত ত আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করি নাই। একমাত্র আপনার দয়া—এই আমার প্রার্থনা।

গোরক্ষনাথ। দয়া কার নাম বৎস! একজনের দুর্লভ প্রাণনাশে কি দয়া?

অনঙ্গনাথ। তা বটে, আপনার এ দয়ায় লৌকিক নির্দ্দয়তার পরিচয় হ'তে পারে, কিন্তু আমার যথেষ্ট উপকার করা হয়। মহাত্মন্! সেই দয়া প্রকাশ করুন। মহাপুরুষ! এ অন্তর্বেদনারকালে আপনার এ দয়ার পুরস্কার কখন ব্যর্থ হবে না।

করঙ্গনাথ। বৎস! তোমার এমন কি বেদনা যে, আত্মপ্রাণনাশে ব্যস্ত হ'য়েচ?

অনঙ্গনাথ। শুনে কাজ নাই; যদি এ অবস্থায় দয়ার পাত্র না হই, তাহ'লে আপনাদের নিকটও আমার এই শেষ বিদায়। (প্রণাম) ভিক্ষার আবশ্যক নাই, বিদায় দিন্।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

গোরক্ষনাথ। না অতিথি বালক! (হস্তধারণপূর্ব্বক) বক্ষে ছুরিকাঘাত ক'রে, নিষ্ঠুরের মত আমাদিগে ত্যাগ ক'রে যেও না।

অনঙ্গনাথ। উঃ, আপনারা অতি নিষ্ঠুর! ক্ষতস্থানে কেবল লবণসংযোগ ক'র্চেন। এতে কি আপনাদের ধর্ম্ম পালিত হ'চ্চে?

রঘুনাথ। বালক! শোকে উন্মত্ত হ'য়েচ, তা বুঝেচি; কিন্তু কি ক'র্‌ব, সকলই ত নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরনীতি।

অনঙ্গনাথ। বুঝেচেন মতিমান্! অন্তরের বেদনা কি, তা বুঝেচেন? তবে—তবে আমার স্কন্ধে তরবারিপ্রদানে দোষ কি? আপনারা ত প্রত্যেকেই এক একটা দয়ার পূর্ণাবতার! তবে সে দয়ার বিন্দুসত্ত্বা কই? দুর্ভাগ্যের তপ্তকর্ম্মে কি সে দয়াও আজ ভস্মসাৎ হ'ল! জ্বলন্ত অগ্নিময় কটাহে কি বিন্দু সলিল স্থানপ্রাপ্ত হ'ল না? তাই বটে,—তবে আর কেন, এখন আসি। আমায় ত্যাগ করুন।

গোরক্ষনাথ। বালক, প্রাণ অতিশয় কাঁদ্‌চে। বোধ হয় তোমার মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রণা অপেক্ষাও গোরক্ষনাথের হৃদয়ের যন্ত্রণা কোন অংশে ন্যূন হবে না। আচ্ছা, অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন নাই; কেবলমাত্র বল, তোমার এ যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ কে?

অনঙ্গনাথ। (গোরক্ষনাথের হস্ত ছাড়াইয়া ক্রুদ্ধ সিংহশাবকের ন্যায়) কে? কে? আর কে? পূতিময় নরকের বিষ্ঠাকৃমি আর কে? থাক্ থাক্, কাজ নাই, মাতৃআদেশ।

করঙ্গনাথ। তুমি ক্ষত্রিয়?

অনঙ্গনাথ। পিতা ক্ষত্রিয়, আমি শৃগাল! সিংহগুহায় আমি শৃগাল হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম।

গোরক্ষনাথ। সে দোষ তোমার, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলার আত্মগ্লানি মাত্র।

অনঙ্গনাথ। (পুনঃ ক্রুদ্ধ হইয়া) পূর্ব্বেই ব'লেচি, মাতৃআদেশ, আমি স্বয়ং কারও কোন ঘৃণাব্যঞ্জকের পাত্র নই।

করঙ্গনাথ। বালক, মাতৃনিন্দা ক'রো না, মা তোমার কি আদেশ ক'রেছিলেন?

অনঙ্গনাথ। সেই পিতৃমাতৃঘাতী পিশাচের সহিত অসিচালনা ক'রো না!

গোরক্ষনাথ। নিশ্চয়ই তোমাকে দুর্ব্বল বিবেচনা ক'রে—তিনি এই আদেশ প্রদান করেন।

অনঙ্গনাথ। তাই, তাই মহাপুরুষ তাই! আমি বালক, আর সেই পিতৃঅবাধ্য বংশভস্ম দুর্গাসুর অতি বলবান্, তা দেখেই মা আমায় শেষবাক্য ব'ল্লেন, "বৎস! মাতৃআদেশ লঙ্ঘন ক'রো না, আমরা ত সংসারের সকল সাধই পূর্ণ ক'রে চ'ল্লেম। তুমি মাত্র পিতৃপুরুষগণের জলগণ্ডূষদানের ভরসা রইলে, পলায়ন কর, আত্মরক্ষা কর।" আমি ক্ষত্রিয়—আর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন ক'র্তে পার্লাম না। ভীরু কাপুরুষের মত চক্ষের সম্মুখে পিতামাতার পবিত্র শোণিতে দুরাত্মার কররঞ্জিত দেখেও, তার প্রতিহিংসা গ্রহণ ক'র্তে পার্লেম না। পিতৃপুরুষগণের পবিত্রবংশের সম্মানতরু আমা হেন কাপুরুষ হ'তে চিরদিনের জন্য যেন ভূতলশায়ী হ'য়ে গেল! আমি কুলাঙ্গার আপনার অসার তুচ্ছ ঘৃণিত অপদার্থ জীবনীশক্তি ল'য়ে—ধীরেধীরে সে স্থান হ'তে প্রস্থান ক'র্লেম। (রোদন)

গোরক্ষনাথ। বালক রে! তাই প্রাণে এত পোড়া অঙ্গার

ল'য়ে, আমার নিকট প্রাণনাশের ভিক্ষা প্রার্থনা ক'র্ছিলে। এস চাঁদ! আমার বুকেও তোমার বুকের ঐ দগ্ধ অঙ্গার কতকপরিমাণে ঢেলে দাও? (ক্রোড়ে গ্রহণ) তোমার হৃদয়নিহিত যন্ত্রণাজ্বালা দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে যাক্। তাহ'লেও তোমার অনেক হৃদয়বেদনার উপশম হবে।

অনঙ্গনাথ। আঃ—প্রাণ শীতল হ'ল! আপনার পবিত্র কক্ষে উঠে, আমি যেন আজ পবিত্র গঙ্গাবক্ষে অবতরণ ক'রেচি। আমার সকল যন্ত্রণার শান্তি হ'চ্চে। মহাপুরুষ! আপনি আজ হ'তে আমার পিতা।

গোরক্ষনাথ। বালক! আমারও পুত্রাদি ব'ল্‌তে আমার স্নেহ-রাজ্যের অধীশ্বর কেহই নাই; আজ হ'তে তুমিই আমার সে স্থান অধিকার ক'র্‌লে। আজ আমি তোমাকে পুত্রভাবেই গ্রহণ ক'র্‌লাম।

জ্ঞানানন্দ। ধন্য গোরক্ষনাথ! ধন্য তোমার মহদাত্মা! সংসারে আর সাধু কে ভাই,—মহাত্মা কে ভাই?

গীত।

সাধু ব'লে আর কারে সংসারে।
ও যার পরের দুঃখে হৃদয় গলে, পরকে করে আপন কোলে,
পরের তরে আপন প্রাণে কাঁদে হাহাকারে॥
পর নিয়ে যার আপন ঘর, ভেদ নাই যার পরস্পর,
সেই ত সাধু পুরুষবর, আত্মবৎ সর্ব্বভূত যার অন্তরে।
হয় না সাধু মুদলে আঁখি, পদ্মাসনে ব'সে থাকি,
সাধু করম কর্ম্মে দেখি সাজে সাধু অনেক দূরে॥

করঙ্গনাথ। দাদা, পরমধার্ম্মিক রুক্মাসুরের ঔরসে এমন বংশ-ভস্ম জন্মগ্রহণ ক'রেচে! বালক! তোমার পিতামাতা দুর্গা-সুরের নিকট কি জন্য অপরাধী?

(গোরক্ষনাথের মুখের প্রতি করঙ্গনাথের দৃষ্টি)

গোরক্ষনাথ ভাই করঙ্গনাথ! বালককে সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ কেন? পাপাত্মা দুর্গাসুর কারও কোন অপরাধ গ্রহণ ক'রে কি তার দণ্ডের ব্যবস্থা করে? সে দুরাত্মা ধনলোভী, ঐশ্বর্য্যলোভী, রূপলোভী পিশাচ। আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে—এই অনাথবালকের মাত্র পিতামাতা যখন দুর্গাসুর কর্ত্তৃক হত হ'য়েচে, তখন দুর্গাসুর নিশ্চয়ই বালকের মাতার রূপান্ধ হ'য়েই এ দুষ্কর্ম্ম সাধন ক'র্‌চে! এই আমার অভ্রান্ত অনুমান, কেমন বালক?

অনঙ্গনাথ। আপনি অন্তর্য্যামী, আপনি স্বয়ং ঈশ্বর! সব ব'ল্‌তে পারেন, আপনার অভ্রান্ত অনুমান কখন ভ্রান্তিমূলক হ'তে পারে না।

করঙ্গনাথ। দাদা! তাহ'লে কি ভীষণ লোমহর্ষণ ঘটনাই সংসাধিত হ'য়েচে! উঃ, কি ভীষণ অত্যাচার! মা ব্রহ্মময়ি! হাঁমা এও সব ব'সে দেখ্‌চিস্! লীলাময়ি! এ আবার তোর কি লীলা মা! বালক! মহদাশ্রম পেয়েচ, মহাত্মার হৃদয়রূপ মহাদুর্গে আশ্রয় লাভ ক'রেচ, আর কোন চিন্তা নাই। ভয়শূন্যহৃদয়ে অবস্থান কর, একদিন এমন দিন আস্‌বে যে, এ

প্রতিহিংসা ঈশ্বরনিয়মেই সাধিত হবে। বালক, এক্ষণে তোমার পিতৃ-পরিচয় দিতে কোন আপত্তি আছে কি ?

অনঙ্গনাথ। পিতা, পিতার পরিচয়—(চক্ষু ছল ছল হওন)

গোরক্ষনাথ। থাক্ করঙ্গনাথ! সময়ে পরিচয় গ্রহণ ক'র্‌ব। ভাই! ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিদর্শনেই ত যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্চে!

দ্রুতপদে সুকাম্যের প্রবেশ।

সুকাম্য। (অভিবাদনপূর্ব্বক) প্রভুর প্রভু মহারাজরাজেশ্বর সম্রাট্ সার্ব্বভৌমের জয় হোক্!

গোরক্ষনাথ। আসুন, দূতবর! আপনি এত শীঘ্র মান্দাররাজ্য হ'তে প্রত্যাবৃত্ত হয়েচেন ? আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত।

সুকাম্য। যাত্রাকালে যে মহাপুরুষের চরণ দর্শন ক'রে, মান্দার যাত্রা ক'রেছিলেম,তাঁর আশীর্ব্বাদে অকুশল কি হ'তে পারে ? দাসের সর্ব্বাঙ্গীণই কুশল! আর দাস প্রভুর যে আজ্ঞা মস্তকে বহন ক'রে মান্দারযাত্রা ক'রেছিল, দাস সে আজ্ঞাও প্রতিপালন ক'রে এসেছে।

গোরক্ষনাথ। দূতবর! সুরজাদেবীর অভিপ্রায় কি ?

সুকাম্য। দেবী মা সুরজা প্রভুর কথা শুনে তখন হ'তেই আপনার শ্রীপাদপদ্মের দাসী হ'য়েচেন; তিনিও মান্দার হ'তে গত কল্য কাঙ্গোড় যাত্রা ক'রেচেন।

গোরক্ষনাথ। দূতবর! দরিদ্রের এমন কিছু ধনঅর্থ নাই যে,

তোমায় তাই দিয়ে তোমার তৃপ্তিসাধন ক'র্‌ব; তবে পিতা সোমনাথের এবং আমার আশীর্ব্বাদনির্ম্মাল্য গ্রহণ কর।

সুকাম্য। পরম সৌভাগ্য, প্রভুর প্রভুর অযাচিত মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ লাভ কর্‌লেম। এক্ষণে প্রণাম করি। (প্রণাম) আমাকে শীঘ্র পাতালযাত্রা ক'র্‌তে হবে, আমার প্রভু বোধ হয়, আমার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন আছেন। দেখ্‌বেন প্রভু, যেন অধীন চিরদিনই আপনাদের এরূপ স্নেহাশীর্ব্বাদলাভে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

[প্রস্থান।

করঙ্গনাথ। দাদা, দেবী কি স্বয়ং এইস্থানে আস্‌চেন?

গোরক্ষনাথ। দূতবর ত সেই কথা ব'ল্‌লেন ভাই!

করঙ্গনাথ। আর্য্য! দেবীর এ শুভযাত্রায় কাঙ্গোড়রাজ্যের পরম সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে, কিন্তু এ সৌভাগ্য-যবনিকার অভ্যন্তরে যেন একটী ঘন কৃষ্ণ মেঘচ্ছায়াও দৃষ্টিভূত হয়।

রঘুনাথ। বৎস করঙ্গনাথ! আমরা এর কোন বিবরণই অবগত নই, ব্যাপার কি?

করঙ্গনাথ। প্রভু রঘুনাথ জি! আমরা গত কল্য আপনাদের আশ্রম হ'তে যখন প্রত্যাবৃত্ত হই, তখন পথিমধ্যে পাতালরাজ রুগ্মাসুরের পুত্র দুর্গাসুরের মান্দাররাজ্যাভিমুখী এই দূতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। কথার প্রসঙ্গে জানা গেল, দূত দুর্গাসুরের বিবাহসম্বন্ধের জন্য দুর্গাসুরের ধনৈশ্বর্য্য, রূপের

প্রলোভন ল'য়ে মান্দাররাজতনয়ার নিকট গমন ক'র্‌চে। আর্য্যও সেই প্রসঙ্গে রহস্যচ্ছলে ব'ল্‌লেন, দূত, আমার ত ধনৈশ্বর্য্য নাই, তবে যদি মান্দাররাজকন্যা পারলৌকিক সম্পদ্‌-লাভের বাঞ্ছা করেন, তাহ'লে তিনি আমাকে পতিত্বে বরণ ক'র্‌লে, আমি পরম সুখী হই। দূত সে সংবাদ ল'য়ে মান্দার-রাজতনয়ার নিকট গিয়েছিলেন, তাতে মান্দাররাজকুমারী আর্য্যের দাসী হ'তে স্বীকৃতা হ'য়ে, গতকল্য কাঙ্গোড়যাত্রা ক'রেচেন, দূতের মুখে ইহা প্রকাশ। তাতেই ব'ল্‌ছিলাম, যদি এই ঘটনা সত্য হয়, তাহ'লে ক্রূরহৃদয় দুর্গাসুর কখনই আমাদের প্রতি ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার ক'র্‌বে না।

রঘুনাথ। বৎস করঙ্গনাথ! তুমি যথার্থই অনুমান ক'রেচ। কিন্তু এখন তার উপায় কি ?

শ্যামলাল। ঈশ্বরের যা অভিপ্রেত, তাই হবে! যদি ঘটনা সত্য হয়, তাহ'লে ইহা অলৌকিক, নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক। সুতরাং তদ্বিষয়ে তোমার আমার ইষ্টানিষ্টের বিষয় দেখ্‌বার কোন অধিকার নাই।

গোরক্ষনাথ। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আপনি কে ?

ভিক্ষুকবেশে মান্দাররাজের প্রবেশ।

মান্দাররাজ। ভিক্ষুক।

গোরক্ষনাথ। কি উদ্দেশ্যে আগমন ক'রেচেন ভিক্ষুক ?

মান্দাররাজ। ভিক্ষুক একটী দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেচে।

করঙ্গনাথ। ভিক্ষুক, তুমি যে বড় হাসালে, ভিক্ষুকের আবার দানযজ্ঞ ?

মান্দাররাজ। তাতে কি ভিক্ষুক অপরাধী ?

গোরক্ষনাথ। না, না ভিক্ষুক, তবে কি না জানেন, রাজরাজেন্দ্রেই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন।

মান্দাররাজ। বোধ হয়, রাজরাজেন্দ্রগণ সে যজ্ঞাদির মহাতৃপ্তি উপভোগ ক'র্‌তে পারেন না।

করঙ্গনাথ। সে মহাতৃপ্তি ভিক্ষুক কি উপলব্ধি ক'র্‌বে ভিক্ষুক !

মান্দাররাজ। একদিন এ ভিক্ষুকও রাজরাজেন্দ্রের ন্যায় বহু যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কাতর হয় নি ; তাই ব'ল্‌চি।

গোরক্ষনাথ। আপনি রাজা ছিলেন ? তবে ভিক্ষুকবেশে কেন মহাত্মন্ ?

মান্দাররাজ। তৃপ্তির জন্য। এতেই যেন আমার মহাতৃপ্তি ব'লে বোধ হয়।

করঙ্গনাথ। আপনি মহাত্মা ! মহাভাগ ! যদি মহাযজ্ঞে আপনি পূর্ব্বে সুখশান্তি না পেয়ে থাকেন, তাহ'লে ত আপনি এখন দরিদ্র, এ অবস্থায় আপনার সম্পূর্ণ অর্থাভাব। মহাপুরুষ, তবে এ যজ্ঞ আপনার পূর্ণ হবে কিরূপে ? আবার দানযজ্ঞ !

মান্দাররাজ। মহারাজ ! দানযজ্ঞ ব'লেই ভিক্ষুকের সাহস, নতুবা অন্য যজ্ঞ হ'লে আমি ভরসা ক'র্‌তে পার্‌তাম না।

গোরক্ষনাথ। আপনি দানযজ্ঞে কি দান ক'র্‌বেন ?

মান্দাররাজ। আমার রাজরাজেন্দ্রের অবস্থাতেই আমি একটী রত্ন

প্রাপ্ত হই। সেই রত্নটীর এত মূল্য যে, তৎকালে আমার রাজ-কোষ বিনিময় ক'র্‌লেও সে দুর্লভরত্নের মূল্য হ'ত না। রত্নটী মহামূল্য বিবেচনা ক'রে, আপনার নিকটেই অতি যত্নে রক্ষা করি। ক্রমে রত্নটী রক্ষণাবেক্ষণে বুঝ্‌লাম যে, আমার রাজ্য ত অতি তুচ্ছ, আমার নিজের জীবন বিনিময় ক'র্‌লেও সে রত্নের সদৃশ হ'তে পারে না। তাই মহারাজ, এ ভিক্ষুক অবস্থাতেও সেই রত্নটীকে এখন ত্যাগ ক'র্‌তে পারি নাই। রত্নটীকে বুকের মধ্যে রেখে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রেচি। এখন বিবেচনা ক'র্‌চি, মানবজীবন অস্থায়ী, সুতরাং আজ দানযজ্ঞের অনুষ্ঠানে আমার সেই অমূল্য জীবনাদপি শ্রেষ্ঠ রত্নটীকে কোন যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান ক'র্‌ব। তাই আপনার নিকট এসেচি মহারাজ!

গোরক্ষনাথ। আপনার সে দানযজ্ঞের অভাব কি মহাপুরুষ!

মান্দাররাজ। কোন অভাব নাই, কেবল একটী অভাবের জন্যই আপনার দ্বারস্থ হ'য়েছি। সেই অভাবটী পূর্ণ হ'লেই ভিক্ষুকের চিরবাঞ্ছিত দানযজ্ঞটী সম্পূর্ণ হয়

গোরক্ষনাথ। স্বীকার ক'র্‌লাম, আপনার সে অভাব প্রাণ দিয়েও পূর্ণ ক'র্‌ব।

মান্দাররাজ। ধীমান্! আমার এ দানযজ্ঞে সুযোগ্য দানগৃহীতারই অভাব। আপনি এখন আমার সেই অভাব পূর্ণ ক'র্‌লেন। মহারাজ! এক্ষণে আপনার জয় হ'ক্। আপনার রাজশ্রী অচলা থাকুক। এস মা ভিক্ষুকের চিররক্ষিত রত্ন!

আজীবন যার স্নেহরাজ্যের রাণী থেকে, চির-গরবিনী আমোদিনী হ'য়ে কালাতিপাত ক'রেচ, (রাজসভার বাহিরে গমন ও সুরজাকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ) এস মা! তার আজ পার্থিব দানযজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌বে এস। ধর্ম্মদেব! পুরোহিতরূপে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হ'ন! আজ আমি যোগ্য দানগৃহীতায় লাভ ক'রেচি। আজ তোমার সম্মুখে আমার শোণিত-অস্থিরূপিণী কল্যাণীনন্দিনী মাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান ক'রে, মানবজীবনের মহাতৃপ্তি লাভ ক'র্‌ব। এস কুমার, সোমনাথবংশের বংশধর গুণধর মহাপুরুষ! এই লও, ভিক্ষুকের চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী অতি যত্নের অমূল্য দুর্লভ রত্নটী তোমায় সম্প্রদান ক'রে, আমার অতি সাধের দানযজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'র্‌লাম। (কন্যাদান) আজ হ'তে এ রত্ন আমার নয়, তোমার। দেখ' মহাপুরুষ! ভিক্ষুকের অতি সাধের রত্নটীর যেন কখন অনাদর ক'র না; এই ভিক্ষুকের নিবেদন। তুমি এর সুখদুঃখের চিরসহচররূপে পাপপুণ্যের সহযোগী হ'য়ো। থাক মা! ভিক্ষুকের বহু আদরের আদরিণী জননি, থাক মা, সহকারে ব্রততীর ন্যায়, দেহগত ছায়ার ন্যায়, সততই কুমারের অনুবর্ত্তিনী থেক'। কুমারের সুখদুঃখে আত্মানুগত মহাযাতনা অনুভব ক'র। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সীমন্তের সিন্দুরবিন্দু অনন্তব্রহ্মাণ্ডের স্থায়িত্বকালব্যাপী অক্ষতভাবে রক্ষিত হউক। আসি মা! স্নেহের কনকপ্রতিমা, এতদিন ভিক্ষুকের গৃহে স্নেহভালবাসার ক্ষুদ্র পূজায় তৃপ্তিময়ী ছিলে, আজ হ'তে রাজরাজ্যেশ্বরের রাজ-

অট্টালিকায় মহতী ভালবাসার মহাপূজা ল'য়ে, আমোদিনী হ'য়ে বিরাজ কর। আমি মা, বিসর্জ্জনের শোকাশ্রু ল'য়ে, সেই প্রতিমাশূন্য ভগ্ন কুটীর দর্শন করি গে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

সন্ন্যাসিগণ। মরি কি সুন্দর দৃশ্য! চকিতে যেন এক অমানুষিক ব্যাপার সংঘটিত হ'য়ে গেল!

রঘুনাথ। বৎস গোরক্ষনাথ! আজ আমাদের কাঙ্গোড়ে বৈকুণ্ঠ-বাসিনী লক্ষ্মীর আগমন হ'য়েচে। শীঘ্র মাকে অন্তঃপুরে ল'য়ে যাও। ইনিই সেই মান্দাররাজকন্যা মা সুরজাদেবী।

করঙ্গনাথ। নিশ্চয়ই তাই, মান্দাররাজ ভিক্ষুকের বেশে আজ কন্যাদানযজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌লেন।

গোরক্ষনাথ। দেবি! আমাদের অনুমান সত্য ত?

সুরজা। প্রভু! উনিই আমার পিতা মান্দাররাজ।

গোরক্ষনাথ। অহো! আজ আমার কি সুপ্রভাত! ঈশ্বরানুগ্রহে আজ আমি দুইটী রত্ন প্রাপ্ত হ'লাম! দেবি! মহাত্মা মান্দার-রাজের আদেশক্রমে তুমি আমার কখন অনাদরের পাত্রী হবে না। চিরদিনই কাঙ্গোড়রাজের স্নেহভালবাসার একখানি দেবীপ্রতিমারূপে আদরঅভ্যর্থনার চির অধি-কারিণী হ'য়ে থাক্‌বে। বৎস অনঙ্গনাথ! তুমি আজ মাতৃ-শোকে কাতর হ'য়ে, অতিশয় রোদন ক'রেচ! লও বৎস! সেই মর্ম্মান্তিক বিষাদের শেষ সমাপ্তির একখানি হর্ষপ্রফুল্ল-তার কোমল শয্যা! সেই কোমল শয্যায় শয়ন ক'রে,

অনন্তকাল ক্রীড়া কর গে। বালক! যে স্নেহময়ী জননীর জন্য তুমি কাতর; আশা করি, দৈবানুকূলে তুমিও আজ সেই করুণাময়ী জননী প্রাপ্ত হ'লে। দেবি! তুমি কুমারকে পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্ন ক'র'। এই অনাথ পিতৃমাতৃহীন বালক আমার আশ্রিত, আমি পুত্রভাবে বালককে গ্রহণ ক'রেছি, তুমিও আজ পুত্রভাবে গ্রহণ কর।

অনঙ্গনাথ। পিতা! মা ত মানবী নয়! মা যে দেবী। দেবী-মা, আমি মায়ের স্নেহ পেলেম না, তবে তোমার স্নেহ কেমন ক'রে পাব মা!

সুরজা। কুমার, যেমন ক'রে জগতের মা বুকে ক'রে ছেলেকে স্নেহ করেন, আমিও তোমায় তেমনি বুকে ক'রে স্নেহ ক'র্‌ব।

অনঙ্গনাথ। তুই আমায় মায়ের মত ভালবাস্‌বি কি মা?

সুরজা। তার চেয়েও ভালবাস্‌ব; কুমার, তোমার মা তোমায় দশমাস দশদিন পেটে ধ'রে, বহু যাতনা ভোগ ক'রে যে ভালবাসা দেখিয়েছেন, আমি তোমায় বিনা কষ্টে লাভ ক'রে, কেন তার চেয়েও ভালবাসা দেখাতে পার্‌ব না চাঁদ!

অনঙ্গনাথ। মা, কষ্টের ধনকেই ত লোকে অধিক যত্ন করে।

সুরজা। ভুল কুমার, কষ্টের ধনে চিরকালই মনে কষ্ট থাকে। তুমি যে আমার বিনা আয়াসের ধন। মহাপুরুষগণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি অপেক্ষাও অতিথির সম্মান অগ্রে রক্ষা করেন, কুমার! তেমনি তুমি আমার অযাচিত মাণিক।

অনঙ্গনাথ। মা, তবে তুমি আমায় একবার কোলে লও। আমি একবার তোমার কোলে গিয়ে ঘুমোব।

সুরজা। এস মাণিক, আমিও তোমায় কোলে ল'য়ে, আমার নারীজন্ম সার্থক করি বাবা! (ক্রোড়ে গ্রহণ)

কৃত্তিকা ও বান্ধুলির প্রবেশ।

বান্ধুলি। গীত।

ঐ মা ঐ দেখ্ গো চেয়ে।
ফুটন্ত মল্লিকার মত ছেলে কোলে কাদের মেয়ে॥
পা নয় ত রক্তজবা, নখরে শশীর আভা,
মধুর গঠন কিবা, যেন গোটা গায়ে মধু গেছে ছেয়ে॥
চাঁচর কুন্তলরাশি, চরণে লুঠিছে আসি,
মুখখানি হাসি হাসি, যেন জোছনার জলে এল নেয়ে॥

কৃত্তিকা। মা বান্ধুলি! যা ব'লেছিলি, তাই মা! মা কমলাই ত বটেন! রূপে যে রাজসভা আলো হ'য়ে গেচে! মরি রে! দেবীর কি লাবণ্যপ্রতিভা! (অগ্রসর হইয়া) প্রভু! বান্ধুলি বালিকা, বালিকা অন্তঃপুরে গিয়ে ব'ল্‌লে, "জেঠাইমা! আজ রাজসভায় বৈকুণ্ঠ হ'তে মা লক্ষ্মী এসেচেন।" তাই অন্তঃপুর হ'তে ছুটে এলাম। প্রভু!—ইনিই কি সেই বৈকুণ্ঠ-বাসিনী হরিপ্রিয়া রমা?

রঘুনাথ। না মা, বালিকার ব'ল্‌তে ভুল হ'য়েচে। উনি বৈকুণ্ঠ-বাসিনী ক্ষিরোদনন্দিনী কমলা নন; উনি হিমগিরিকুমারী

স্বয়ং মা গৌরী, আজ পিত্রালয় হিমালয় ত্যাগ ক'রে, কৈলাসে প্রভু গোরক্ষনাথের বাম অঙ্কে পরিশোভিতা হ'য়েছেন। আর দেখ্ মা, স্বয়ং কুমারও মায়ের কোলে শোভা পাচ্চে! তুমি মা জহ্নুকুমারী সুরধুনী! এখন উভয়ে কাঙ্গোড়রূপ কৈলাস-রাজ্যের রাজরাণী হ'য়ে, আমাদের কাঙ্গোড়রাজ্যকে পবিত্র ক'র্‌তে থাক।

গোরক্ষনাথ। দেবি! ইনিই সেই মান্দাররাজকুমারী সুরজাদেবী। আমাকে পতিত্বে বরণ ক'রেচেন। আর এই অপরিচিত পিতৃমাতৃহীন ক্ষত্রিয়কুমারকে আমি পুত্রভাবে গ্রহণ ক'রেচি। (সুরজার প্রতি) আর দেবি! তুমিও শুন, ইনি আমার পূর্ব্বপত্নী মহাসতী কৃত্তিকা দেবী।

সুরজা। দেবি! আমি আপনাকে প্রণাম করি। (প্রণাম)

কৃত্তিকা। (মুখচুম্বনপূর্ব্বক) না দেবি! তুমি আমাকে প্রণাম ক'র না; তুমি কাঙ্গোড়ে সাক্ষাৎ গৌরী এসেচ।

সুরজা। না দেবি! আমি আপনাদের দাসী এসেচি। আপনাদের পদসেবার মাত্র এক পরিচারিকা এসেচি। আপনাদের পদসেবা ভিন্ন এ দাসীর আর এ কাঙ্গোড়ে কোন অধিকার নাই।

কৃত্তিকা। ছিঃ ছিঃ পাগলিনি, একথা কি ব'ল্‌তে আছে? তুমি দাসী হবে কেন,—তুমি আমার ভগিনী। এতদিন আমি একাকিনী প্রভুর পদসেবা ক'র্‌তাম; তাতে ক্রটী অনুভব ক'রে, মনে মনে অসুখিনী হ'তাম, আজ হ'তে ভগিনী, তোমায় লাভ

ক'রে, সে মনের অসুখ দূর ক'র্‌তে পার্‌ব। দুই ভগিনী মিলে প্রভুর পদসেবা ক'রে, প্রভুর সন্তোষবিধান ক'র্‌তে পার্‌ব। এস ভগিনি! আমার কোলে এস! এস কুমার! তোমাকেও আমি বুকে ক'রে নি এস! (ক্রোড়ে গ্রহণ)

বান্ধুলি। জেঠাই মা, তাহ'লে গৌরী-মা এখন হ'তে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে ত?

কৃত্তিকা। মা, তোমার গৌরী-মা, তোমার জেঠাই মা হ'লেন!

বান্ধুলি। জেঠাই মা! আর এ—

কৃত্তিকা। তোমার দাদা—

বান্ধুলি। ছিঃ, না, ওকে আমি দাদা ব'ল্‌ব না!

কৃত্তিকা। কি ব'ল্‌তে চাও মা?

বান্ধুলি। যা হয় একটা কিছু ব'ল্‌ব,—ভাই ব'লেই নয় ডাক্‌ব! ভাই, খেল্‌তে যাবে? চল না ভাই।

অনঙ্গনাথ। মা, যাব কি?

সুরজা। এস বাবা! (ক্রোড় হইতে অনঙ্গনাথের অবতরণ)

বান্ধুলি। তোমায় আগে আমি আমার সব খেলাঘরগুলি দেখাব চল।

[অনঙ্গনাথ সহ প্রস্থান।

কৃত্তিকা। প্রভু! তবে আমরা অন্তঃপুরে যাই?

ক্ষরঙ্গলাথ। যান দেবি! আর কেন? এ দিকে সভাভঙ্গেরও সময় অতিবাহিত হ'য়েছে। আর্য্য! সভাভঙ্গের আর বিলম্ব কেন?

গোরক্ষনাথ। না, আর বিলম্ব কি ভাই? আগে প্রভুদিগে ল'য়ে অতিথিশালায় যাই চল। আসুন।

শ্যামলাল। চলুন, আজ যেন কাঙ্গোড়রাজ্যে এক যুগান্তর হ'য়ে গেল! সব ঈশ্বরিক লীলা! সব অমাণুষিক খেলা! চিত্রপটের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখে গেলাম। সিদ্ধান্তে কিছুই আন্‌তে পার্‌লাম না। এক্ষণে চলুন—জয়—

সকলে। জয় সোমনাথজী কি জয়! জয় প্রভু সোমনাথজী কি জয়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[বনপথ]

ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রবেশ।

ব্যঞ্জনেশ্বর। সারা রাতটাই বাবা রূপসীর জন্য মশা চাপ্‌ড়ে কেটে গেল! গোরুচোর বেটা এখন ত আস্‌চে না! সট্‌কাল না কি? এত সরু আওয়াজে বিনয় ক'রে আমার কথাটা পায়ে ক'রে নিয়ে যাও ব'লে—বেটাকে তোষামোদ ক'র্‌লাম, বেটা-এত নিমক্‌হারামি ক'র্‌বে? একবার ব'লেও যাবে না? কি নিমক্‌হারাম, বেটা কি নিমক্‌হারাম! তাইত গা, বেলাও ত ঢের হ'ল! মান্দাররাজ্য আর কয় ঘণ্টার পথ? প্রভাতে

বাহির হ'লে ত এতক্ষণ এসে প'ড়্ত! ভাব ত কিছু বুঝ্তে পার্‌চি না। বেটা যে রকমের লোক, শেষে নিজেই না সে কর্ম্ম সেরে আসে; তাই ভাব্‌চি! তাহ'লে কি ক'র্‌ব! বেটার মুণ্ডু এক চাপড়েই এখানে গুঁড়ো ক'র্‌ব? আর যদি দুর্গাসুরকেই সে রমণী আপনার রূপযৌবন দান করে, তাহ'লে? তাহ'লেই গোলযোগ। কিন্তু বাবা, আমি ব্যঞ্জনেশ্বর! আমি পাঁচটা নিয়ে একটা মেওয়া বাবা! আমি বাবা কারো তোয়াক্কা রাখি না; সহজে যে দুর্গাসুরকে ছেড়ে দোব, তা হবে না। যেমন তেমন ক'রে সে রূপসীকে আমার চ ই! তাকে পান সাজাবই সাজাব! আচ্ছা, মনে কর মান্দাররাজের মেয়ে আমার পরিবার হ'ল—আমি তার পরমগতি প্রাণপতি হ'লাম, তাহ'লে—তাহ'লে ব্যঞ্জনেশ্বর, "উহুঁ-হু তা নে নে না" হরগৌরী মিলন! দেখাই যাক্! আর জঙ্গলীবেটা গোরক্ষনাথ—তার কথা ত আমার রূপকথাই ব'লে বোধ হয়। বেটা বলে কি না, আমি ঐহিকের সুখ দিতে পার্‌ব না, পরকালের সুখ দোব। একবারেই গঙ্গাজল! রূপসীর মন একেবারে ট'লে গেল আর কি! যাক্, তার জন্য কিছু নয়—তবে—দুর্গাসুর—ঐটেই যা একটু ভয়! দেখি মা দক্ষিণেশ্বর পঞ্চানন্দ কি করেন! তা আমার রূপৈশ্বর্য্যের কথায় রূপসীর মনটা ট'ল্‌তেও পারে, এত একটা বেশ মগজে আস্‌চে! কিন্তু এ বেটা গরুচোর ক'র্‌লে কি? একবার খপরটা দিয়েও গেল না! ঐ না—বেটা চ'লেচে! সে বেটাই ত! চল্‌চে দেখনা, যেন

একেবারে তীর! ওরে বেটা তীরন্দাজের বেটা তীরন্দাজ! আজ মেজাজ যে ভারি গরম রে বেটা! একবারে কোন খোঁজখবর নাই, চ'লে যাচ্চিস্ যে?

স্থকাম্যের প্রবেশ।

স্থকাম্য। কেও—মহাপুরুষ না কি? ভুল হ'য়েছিল দাদা! যাক্, তাহ'লে এখন আসি?

ব্যঞ্জনেশ্বর। আসি কি রে নচ্ছার—

স্থকাম্য। কেন সংবাদ ত পেয়েচ চাঁদ?

ব্যঞ্জনেশ্বর। বেট্টা উন্মাদ না কি?

স্থকাম্য। এ বেটা উন্মাদ না কি!

ব্যঞ্জনেশ্বর। খবরদার, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স।

স্থকাম্য। সাবধান, আমি রাজদূত, আমার অপমানে রাজশাস্তি আছে।

ব্যঞ্জনেশ্বর। এ বেটা আচ্ছা লোক ত?

স্থকাম্য। তুমি বেশ ভদ্রসন্তান ত!

ব্যঞ্জনেশ্বর। (স্বগতঃ) না—গরমে কাজ পাওয়া যাবে না, নরমেই যাই। (প্রকাশ্যে) ভায়া, রাগ ক'র্‌লে না কি?

স্থকাম্য। না মাণিক, বন্ধুত্ব ক'র্‌চি।

ব্যঞ্জনেশ্বর। তা বন্ধু, কিছু মনে ক'রো না; তবে কি জান্‌লে দাদা, সেই রূপসীর জন্য প্রাণটা বড় উদ্বিগ্ন আছে কি না, জান্‌লে! তা জান্‌লে ভাই, তাই পায়ে করে যে কথাটা নিয়ে

যেতে ব'লেছিলাম, সেই কথাটা জান্‌লে,—তার কি হ'ল দাদামণি।

সুকাম্য। তুমি এত আহাম্মক হে, এততেও বুঝ্‌তে পার্‌চ না?

ব্যঞ্জনেশ্বর। না বন্ধু! আমি যেন গোলোকধাঁধায় ঘুর্‌চি। স্বজনি রে, প্রকাশ ক'রে বল?

সুকাম্য। না আর বিলম্ব করা হবে না, প্রভু আমার বড় উদ্বিগ্ন আছেন। তা বন্ধু! সে আশা ত্যাগ কর, মান্দাররাজকন্যা প্রভু গোরক্ষনাথকেই পতিত্বে বরণ ক'রেচেন! বোধ হয়, মা আমার এতক্ষণে কাঙ্গোড়রাজ্যে এসে উপস্থিত হ'য়েচেন। এখন সে আশা ত্যাগ ক'রে, গৃহে ফিরে যাও। আমি চ'ল্‌লাম।

[প্রস্থান।

ব্যঞ্জনেশ্বর। অঁ্যা—অঁ্যা! (কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া) ছুঁড়ি নিশ্চয়ই বেইমান! ক'র্‌লে কি গা! গেল এলতলা বেলতলা, শেষ ক'র্‌লে কি না শেওড়াতলা! অঁ্যা অঁ্যা! ছুঁড়ি পরকালের ধাঁজে প'ড়ে, সর্ব্বস্বটা খোয়ালে গা! উহু উহু—বড় কাঁটা বিঁধ্‌লে রে—বড় কাঁটা। কন্‌কনানির চোটে প্রাণ অস্থির বাবা! পোড়াকপালে জঙ্গলী বান্দরে গোরক্ষনাথের কপালে জুট্‌লো অমন সোনার চাঁপা, আর আমরা সব চুষ্‌লাম কলাচোপা! না—না—না—সহ্য হবে না—বিষ খাব, গরল খাব, আগুন খাব, জলে ঝাঁপ দোব, নিয়ে এস দড়ি—গলায় দড়ি দোব; প্রাণ চাই না। এ প্রাণের সিকিপয়সাও দাম নেই!

গোরক্ষনাথ—কাজ ভাল ক'র্‌লে না। আমার মুখের গ্রাস তুমি কেড়ে খেয়েচ! আমার জীবনের রক্ত তুমি শোষণ ক'রেচ। আমি তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে খাব! আমি তোমার বুকের রক্ত শোষণ ক'র্‌ব, তবে আমার নাম ব্যঞ্জনেশ্বর। যাই হ'ক্, দুর্গাসুর যখন সে রমণীলাভে বঞ্চিত, তখন গোরক্ষনাথের প্রতিহিংসাসাধনের এই আমার মাহেন্দ্রযোগ। দেখি জঙ্গলি—তুমি মানুষের হাতে প'ড়ে কেমন শিক্ষা না পাও? ওকি—কিসের কোলাহল শোনা যাচ্চে—যেন সৈন্যের জয়ডঙ্কা। যাক্, এখানে আর থাকা হ'চ্চে না, এই মুহূর্ত্তেই আমি পাতালে দুর্গাসুরের আশ্রয় নিতে চ'ল্‌লাম! উহু, বড় কাঁটা, বুকে বড় কাঁটা রে।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে—জয় দানবরাজ দুর্গাসুরের জয়, জয় দানবেশ্বর দুর্গাসুরের জয়!)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[অমরাবতী—অন্তঃপুর]

উদ্‌ভ্রান্তভাবে শচীর প্রবেশ।

শচী। নিশ্চয়ই আমার ভাগ্যের পরিণতি অতিশয় শোচনীয় হ'য়ে প'ড়েচে। ঐ যে দানবের বিজয়দুন্দুভি মুহুর্মুহু আকাশ-

প্রদেশ ভেদ ক'র্‌চে! ঐ যে দানবসৈন্যের হলহলা ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হ'চ্চে! তবে আর দেবতাদের্ জয়ের আশা কোথায়? বোধ হয়, সে আশা আর নাই! তাই ত! কি হবে? আহা, না জানি কুমার জয়ন্ত আমার এ অসহায় অবস্থায় কত ক্লেশ উপভোগ ক'র্‌চে। বাছার গাত্র না জানি কতই ক্ষতবিক্ষত হ'য়েচে! কে আর সেখানে আছে যে, বাছাকে দেখ্‌চে,—বাছার সে অবস্থায় সেবাশুশ্রূষা ক'র্‌চে। অহো—ভাগ্য রে—না জানি দেবরাজই বা এ অবস্থায় কি ক'র্‌চেন! আমার যে প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে! আর যে আমি স্থির হ'তে পার্‌চি নে! ওরে, তোরা কে আছিস্, অতি শীঘ্র আমায় যুদ্ধসংবাদ এনে দে। নয় বল, আমি তোদের রাণী হ'য়েও সে যুদ্ধস্থলে ছুটে যাই। আমার বাছাকে দেখে আসি, দেবরাজের সেবাশুশ্রূষা ক'রে আসি।

(নেপথ্যে) ইন্দ্র। কৈ পুলোমনন্দিনি! শীঘ্র বাহিরে এস! শীঘ্র কুমারকে ধর।

শচী। অ্যাঁ—দেবরাজের কণ্ঠস্বর নয়! কুমারকে ধর ব'লে আহ্বান ক'র্‌লেন নয়? দেবরাজ—

(নেপথ্যে) ইন্দ্র। হাঁ দেবি! শীঘ্র এস—আমি একা কুমারকে ধ'র্‌তে পার্‌চি না।

শচী। কৈ, কোথায় আপনি? কৈ আমার কুমার জয়ন্ত?

জয়ন্তের ক্ষতবক্ষধারণ ও রক্ষণপূর্ব্বক ইন্দ্রের প্রবেশ।

শচী। কৈ—এই যে কুমার! বাপ জয়ন্ত আমার! বাপ রে—একি রে! (ধারণ)

ইন্দ্র। দেবি! এই ইন্দ্রত্বের পরিণাম! রাজভোগৈশ্বর্য্য-বিলাসের এই অপরিহার্য্য তৃপ্তি! সুখলিপ্সার এই অন্তিম দৃশ্য! তুচ্ছ ইন্দ্রত্বের আকাঙ্ক্ষায় আজ পিতা হ'য়ে প্রাণাধিক পুত্রের এই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা দেখ্‌তে হ'চ্চে। প্রিয়ে! উভয়ে ইন্দ্রত্বের গৌরবরত্নে যেমন পরমসুখ অনুভব ক'রেছিলাম, আজও তেমনি উভয়কে সেই ইন্দ্রত্বের পাশবযন্ত্রণা বুক পেতে সহ্য ক'র্‌তে হ'য়েচে। মৃত্যু এর অপেক্ষা অনেক গৌরবের বস্তু ছিল। কিন্তু হায়! ভগবানের লীলারাজ্যে এ অভাগাদের মৃত্যুও নাই! হায়! কুমার অনেক দানবযুদ্ধে আহত হ'য়েচে সত্য, কিন্তু আজ দুর্গাসুররণের ন্যায় কোন যুদ্ধে এত তীব্র আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই! কুমারের এখনও চৈতন্য হ'চ্চে না! কিন্তু আমিও আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌চি না! দেবি! তুমি কুমারের শুশ্রূষা কর, ক্রমেই দানবসৈন্য নিকটবর্ত্তী হ'চ্চে, আমি একবার আসি। (গমনোদ্যত)

শচী। এ অবস্থায় আপনি আবার কোথায় যাবেন?

ইন্দ্র। রণশ্রান্ত দেবকুল বিপন্ন হ'য়ে পলায়ন ক'রেচে! রণক্ষেত্রে মাত্র একটী দেবতাও নাই, দানবসৈন্য পুরী আক্রমণ ক'র্‌তে

আস্‌চে—তাই যাব, দুর্বৃত্ত দানবদিগে প্রতিনিবৃত্ত ক'র্‌তে তাই যাব! নতুবা দেবি! ইন্দ্রত্বের সহিত দেবের মানসম্ভ্রম সব যাবে।

জয়ন্ত। মা, আমায় একটু বাতাস কর।

শচী। দেবেন্দ্র! কুমারের চৈতন্য হ'য়েচে।

ইন্দ্র। তুমি কুমারকে শুশ্রূষা ও রক্ষা কর, আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পার্‌চি না। শত্রুসৈন্য অতি নিকট।

জয়ন্ত। পিতঃ! আমিও যাব।

ইন্দ্র। কুমার! তুমি এখন ক্লান্ত আছ, দুর্দ্ধর্য দানব এখন রণমত্ত। তোমার এ অবস্থায় পুনর্ব্বার রণযাত্রা সম্ভব নয়। আমি আসি বৎস—

জয়ন্ত। না পিতঃ! আপনিও ত রণক্লান্ত আছেন, আমি বিশ্রাম-লাভ ক'রেচি, আপনি একটু রণক্লান্তি দূর করুন।

ইন্দ্র। কুমার! ইন্দ্রত্ব বিলাসিতার কৈশোর আনন্দ নয়,—সুখ-শান্তির বিচ্ছিন্ন নির্য্যাতন মাত্র। কঠোর সাধনায় এই ইন্দ্রত্ব-পদ লাভ, আবার কঠোর পরিশ্রমে এই ইন্দ্রত্বপদ রক্ষা, উভয়েই কষ্টের। সুখের জন্য এই ইন্দ্রত্বপদের সৃষ্টি হয় নাই। কুমার! শান্ত হও, আর আমি বিলম্ব ক'র্‌তে পার্‌চি না; ঐ সৈন্যের পদশব্দ শ্রুত হ'চ্চে—(গমনোদ্যত)

বেগে পবনের প্রবেশ।

পবন। দেবরাজ! আর নয়, আর আশা নাই। রণক্ষেত্রে জনপ্রাণীও নাই, সকলেই অন্তর্দ্ধান হ'য়েচে! দানবসৈন্য

অমরাবতীর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ কর্‌বার উপক্রম ক'রেচে।

ইন্দ্র। যম, বরুণ, কুবের, চন্দ্র, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি এঁরা কোথায়?

পবন। এঁরা সকলেই কাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি হ'য়েচেন, অস্ত্র ত্যাগ ক'রেচেন, পলায়ন ক'রেচেন! আপনাকে কুমার ও ইন্দ্রাণীকে ল'য়ে পলায়ন ক'র্‌তে আদেশ দিয়েচেন!

ইন্দ্র। যাঁরা চিরদিনই ইন্দ্রকে সংসারচক্ষে কাপুরুষউপাধি প্রদান করেন, তাঁরা এ ক্ষেত্রে যে ইন্দ্রকে পুনর্ব্বার কাপুরুষতার পরিচয় দিতে অনুজ্ঞা প্রকাশ ক'র্‌বেন, তার আর বিচিত্র কি? না পবন! ইন্দ্রের আর ইন্দ্রত্বের প্রলোভন নাই। ছার ইন্দ্রত্ব যায় যাক্, কিন্তু আর কাপুরুষ হ'তে পার্‌ব না! দেবতার জন্য চিরদিনই নিজের পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌চি, ইন্দ্রনাম একটা কলঙ্কের কালি ক'রে রেখেচি! তবুও যাঁদের সুখবিলাসের পরিতৃপ্তি নাই, আজ তাঁদের জন্য ইন্দ্র ক্ষণমুহূর্ত্ত চিন্তা ক'র্‌বে না। পার, তুমি আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর, না পার অনুরোধ নাই, যেতে পার। কুমার! বিশ্রামলাভ কর, আমি চ'ল্‌লাম। (গমনোদ্যত)।

পবন। (বিনয়সহকারে) দেবরাজ! অনুগত পবনের অনুরোধ রক্ষা করুন। আর যুদ্ধে কোন ফল নাই, বরং বিষোৎপত্তির-হেতু আছে। কেবল নিজদেহের নির্য্যাতনমাত্র।

ইন্দ্র। তাহ'লেও ইন্দ্রের গৌরব! বীরনামের গৌরব!

দেবনামের গৌরব! সম্মুখযুদ্ধে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দূর হ'লেও ইন্দ্রের চরিত্রগত কলঙ্কের আরোপ হবে না।

শচী। তাহ'লেও, যশোখ্যাতির প্রলোভনে নিজের আত্মাকে কষ্ট দেওয়া কোন্ মহানুভবের কর্ত্তব্য দেবরাজ! যদি যুদ্ধ ক'রেও ইন্দ্রত্বের আশা না থাকে,—আমাদের পরাজয়ই অবশ্য-ম্ভাবী হয়, তাহ'লে সে বীরকীর্ত্তিগৌরবে লাভ কি আছে নাথ!

পবন। দেবি! দানবসৈন্যে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত! কিছুতেই সে দানবব্যূহে কেহই প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ইন্দ্র। তা হ'তে পারে, কিন্তু তা ব'লে নারীর ন্যায় অন্তঃপুরে অবস্থান ক'রে, চিরসম্মান বিসর্জ্জন দিতে পারি না।

জয়ন্ত। পিতঃ! তা কি হ'তে পারে? চলুন, আমি বেশ বিশ্রাম-লাভ ক'রেচি, আর আমার কোন কষ্ট নাই। কোথায় দুর্ব্বৃত্তগণ! কোন্ স্থানে পবনদেব!

ইন্দ্র। কুমার! আত্মত্যাগই বীরপুরুষের মহালক্ষণ! বিলাসিতা-সুখশান্তি বীরের নয়, ভীরু কাপুরুষের চিরভূষণ। দেবি! নির্ভীকহৃদয়ে অবস্থান কর; এ দুর্দ্দৈবের সময় কুমারই আমার অনুসঙ্গী হ'ল। (গমনোদ্যত)

জয়ন্ত। থাক মা, অমরাবতীর জয়লক্ষ্মি, সুস্থমনে থাক; আমরা এখনি আবার ফিরে আস্‌চি। (গমনোদ্যত)

দ্রুতপদে দূতের প্রবেশ।

দূত। দেবরাজ! ঘোর সর্ব্বনাশ উপস্থিত! দানবগণ অমরাবতীর ধনাগার লুণ্ঠন ক'র্‌চে! ধনরক্ষক আত্মভয়ে কোষাগারদ্বার

উন্মুক্ত ক'রেচে। কাতারে কাতারে দানবসৈন্য অন্তঃপুর-দ্বার হ'তে কোষাগার পর্য্যন্ত ছেয়ে ফেলেচে! কিছুতেই আর কোষাগার রক্ষা ক'র্‌তে পারা যাবে না।

জয়ন্ত। চল দূত! রক্ষার উপায় নাই? কিন্তু রক্ষা ক'র্‌তে হবে। অগ্রসর হও—

[দূতের অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান।

ইন্দ্র। এস কুমার! আর অপেক্ষা ক'র না—(গমনোদ্যত)

শচী। (পদধারণপূর্ব্বক) কোথায় যাবেন নাথ! রক্ষা করুন! দাসীর কথা শুনুন! কুমার! দেবরাজকে আর উৎসাহ দিস্‌ নে! ছার ইন্দ্রত্বের জন্য কুসুমকোমল শরীরে আর ব্যথা নিস্‌ নে।

পবন। মা! শুন্‌তে পাচ্চেন ত? দানবসৈন্যের কোলাহল! তারা অন্তঃপুরমধ্যে নিশ্চয়ই প্রবেশ ক'র্‌চে! মা, আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না; কুমার আর দেবরাজকে ল'য়ে গুপ্তদ্বার দিয়ে শীঘ্র পলায়ন করুন! আমি এখন আসি, দেববালাগণকে ল'য়ে দানবাত্যাচার হ'তে রক্ষা করি গে।

[প্রস্থান।

শচী। নাথ! তাই ত, আর ত থাকা যায় না। বিপুল দানব-অনীকিনীমধ্যে আমাকে কিরূপে রক্ষা ক'র্‌বেন? বীরকীর্ত্তির অনুরোধে শেষে আবার অভাগিনীকে হয়ত দানবগৃহে বন্দিনী থাক্‌তে হবে। দেবরাজ! এ বীরখ্যাতির অনুরোধ ত্যাগ

করুন! পায়ে ধরি, দাসীর কথা শুনুন, এখন যাতে রমণীর সম্মান থাকে, তাই করুন! শীঘ্র পলায়ন করি আসুন! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

ইন্দ্র। দেবি! উদ্গ্রীব হ'য়ো না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। হা বিশ্বাসঘাতক দেবগণ! আজও ইন্দ্রকে তোরা সংসারচক্ষে এত ঘৃণিত ক'র্লি! চিরকলঙ্কিত ইন্দ্রনাম আর সংসার হ'তে যাবে না! পলায়নই ইন্দ্রের কার্য্য! কাপুরুষতাই ইন্দ্রের কর্ম্ম! ধিক্ ইন্দ্রত্বে! ধিক্ রাজত্বে! সংসারে কোন বীর আর যেন রাজা না হয়। যার বীরত্ব ধীরত্ব গাম্ভীর্য্য সকলই সৈন্য ও প্রজার প্রতি নির্ভর, সেই পরমুখাপেক্ষী অধমের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? কুমার! যেমন কাপুরুষের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেচ, সেইরূপ কাপুরুষত্ব শিক্ষা কর। এক্ষণে বীরভূষণ ত্যাগ কর, গৈরিকবসন পরিধান ক'রে চল কুমার, অরণ্যবাসী ঋষিতপস্বী আদি জীবজন্তুকে ইন্দ্রত্বের পরিণাম প্রদর্শন করাই গে! এই রাজত্বের এই সুখ, এই ইন্দ্রত্বের এই অন্তিম, এই সুখশান্তিবিলাসিতার এই পরিণাম! কিন্তু হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা কর, এই ইন্দ্রত্বের অভিলাষযজ্ঞ আর দেবতার দ্বারা পূর্ণ ক'র্ব না। যদি নরলোকে গিয়ে নরের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়, তাও শ্রেয়ঃ, তথাপি ভীরু দেবতার সাহায্য লব না। সাধনাতপস্যায় যুগযুগান্তর অতিবাহিত ক'রেও যদি ইন্দ্রত্বপদ লাভ না হয়, তাহ'লেও আর দেবতার সাহায্য গ্রহণ ক'র্ব না।

শচী। নাথ! ঐ যে দানবগণের বিজয়পতাকার শীর্ষদেশ দেখা যাচ্চে।

ইন্দ্র। কুমার! দেবীকে ল'য়ে অগ্রবর্ত্তী হও, আমি কাষায়বসন সংগ্রহ ক'রে, শীঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হ'চ্চি।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। ধিক্ দেবতায়! আত্মসুখে সুখী অধম প্রাণি! তোমাতে আর পশুতে কোন প্রভেদ আছে কি?

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[কৈলাস—বিল্বতলবেদিকা]

যোগিনীগণ ও ভগবতীর প্রবেশ।

যোগিনীগণ। গীত।

মা জেগেছে মা জেগেচে আজ আমাদের জাগরণ।
ঘুম ভেঙেছে, মোহ গিয়েচে, চিনেছি গো কে কেমন॥
কারো চোখ-রাঙানি শুনব না, থাক্‌ব না আর কারো কেনা,
বুঝে নোব কষ্টি ঘ'সে রাঙ্‌তা কি খাঁটীসোনা,
কেউ কইলে এক কথা, শুনিয়ে দোব দশ কথা,
সার আমাদের মার চরণ,
ভরসা মোদের মার চরণ,
আশা মোদের মার চরণ॥

মা ঘুমিয়ে ছিল ব'লে, ব'লত লোকে মা-মরা ছেলে,
তাই স'য়েচি দশের কথা, কইনি কথা কেউ মেলে,
এখন মার কোল পেয়েচি, আর কারেও ভয় করি কি,
যার নামে ভয় পায় শমন,
যায় পালায়ে ভয় পেয়ে শমন ;
জয় কালীনামে ভয় পায় শমন ॥

ভগবতী। আমায় জাগিয়ে তোদের যে কি আনন্দ মা, তা তোরাই জানিস্। একটু ঘুমাতে দিলি না! সদাই "জাগ মা জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী" ব'লে আমায় অস্থির ক'রে তুলেচিস্! জেগে কি হ'ল মা। আমায় জাগালি, কিন্তু তোরা নিজে জাগ্‌লি কোথা? তোরা যে ঘুমের ঘোরে এখনও হতচেতন! তবে আমায় শুধু জাগিয়ে তোদের কি হ'ল মা! ঘুমিয়েছিলাম, কিছুই দেখ্‌তাম না, এখন জেগে মা; বড়ই প্রাণ কাঁদ্‌চে! তোদের ভাব দেখে আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হ'য়েচে! আমি জাগ্‌লাম, তোরা যদি ঘুমিয়ে থাক্‌বি, তাহ'লে আমার জাগরণের কি সুখ হ'ল? আমি জেগেচি, তোরাও জেগে হেসেখেলে বেড়া, তাহ'লে ত আমার জাগরণের সুখ হয়। তা না হ'য়ে আমি জাগ্‌লাম, আমার ছেলে সব ঘুমিয়ে রৈল! মা, ঘুমের আর একটী নাম মৃত্যু! সন্তানের সে অবস্থায় মায়ের প্রাণে যে কি কষ্ট হয়, তা তোরা বুঝ্‌বি কি ক'রে? জেগেচি মা, আজ বিশ্ব জাগুক্! জেগেচি মা, আজ ছেলে সব জেগে উঠুক। তা না হ'লে এ জাগার সুখ কিছুই নাই। যাও মা, আজ এই জাগরণে

বিশ্বের মহাজাগরণ হ'ক্! নিদ্রিতসন্তান জাগ্রত হ'য়ে, মায়ের কোলে ব'সে মহাশান্তি লাভ করুক্।

[যোগিনীগণের প্রস্থান।

জাগরণে কত আনন্দ, তা সন্তানে কতদিনে বুঝ্‌বে? আমি মা থাক্‌তে তবু সন্তান এত ঘুমায় কেন? আমি মা হ'য়ে তাদের জন্য ভাবি, তবু মোহান্ধ সন্তান কোন্ কুহকে মা ভুলে নিজেদের সর্ব্বস্ব হারায়, তা বুঝ্‌তে পারি নে। আমি শুধু ভেবে মরি। মা আর ছেলেয় কত প্রভেদ! ছেলের প্রাণ যদি এমনি মায়ের জন্য ভাব্‌ত, তাহ'লে এই বিষেপোরা মোহের সংসার, সুধায় গড়া সোনার সংসার হ'য়ে দাঁড়াত! এই যে, সদানন্দ আস্‌চেন!

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। না এসে আর থাক্‌তে পারি কৈ মহাশক্তি,—থাক্‌তে পারি কৈ? তাই শ্রদ্ধা কর আর না কর, আস্‌তেই হয়। নির্জ্জনে ত পাবার উপায় নাই। সুতরাং প্রাণের কথা আর প্রকাশ করা হয় না! সকল কথাই চেপে রেখে, মুখের কথা প্রকাশ ক'রে চ'লে যেতে হয়; তাই আজ একটুকু নির্জ্জন দেখে এলাম!

ভগবতী। নির্জ্জনে এত আনন্দ কেন সদানন্দ!

মহাদেব। নির্জ্জনে প্রাণের কপাট খুলে যায়। প্রাণের আবরণ খুল্‌লেই আনন্দ, আনন্দময়ি!

ভগবতী। আবরণ খুলে গেলে আনন্দ হয় না কি ?

মহাদেব। যে কারণে দেহের আবরণ খুলে উলঙ্গিনী হ'য়ে র'য়েচ, তার আনন্দ কি বুঝ নাই মহাদেবি !

ভগবতী। আমি তোমার আধ্যাত্মিক কথা বড় ভালবাসি না সদানন্দ ! সরলভাবে—তুমি স্বামী আমি স্ত্রী, তারই নির্জ্জন আনন্দের কথা ব'ল্‌লেই সকল আপদ্‌বালাই চুকে যায়। যাক্, আজ এখন কি প্রাণের কথা ব'ল্‌বে বল সদানন্দ !

মহাদেব। ব'ল্‌ব. হৃদয়ের কথা ব'ল্‌ব—তবে বলি, খেলায় আর কত জাগ্‌বে মহাদেবি !

ভগবতী। কি ক'র্‌ব ?

মহাদেব। চল না একটুকু ঘুমিয়ে পড়ি।

ভগবতী। (পদধারণ) পায়ে ধরি সদানন্দ ! আর একটুকু জেগে থাকি, আর ঘুমাতে পারি না, তুমি কতদিন আমায় ঘুমায়ে রেখেছিলে ভাব দেখি ? জেগে আমি বড় আনন্দ পাচ্চি, সদানন্দ ! ঘুমানার চেয়ে জাগাই ভাল।

মহাদেব। পাষাণি ! সাধের ঘুম ছেড়ে জাগরণে এত শান্তি পাও ? সত্যই তুমি পাষাণী। ভাবুক কবি তাই তোমায় পাষাণতনয়া ব'লে বলে।

ভগবতী। কেন, পাষাণতনয়া ব'লে কি তোমার সঙ্গে কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রেচি ?

মহাদেব। ক'রেচ কি না, একটু ভেবে দেখ্‌লেই ত সবই দেখ্‌তে পাবে ভাবময়ি !

ভগবতী। মনে ত কিছু আসে না! তুমি বরং আমার সহিত অনেক নির্দ্দয় ব্যবহার ক'রেচ; আমার জাগরণে তোমার কষ্ট হয়, আমার হাসিতে তোমার ক্রোধ হয়, আমার আনন্দে তোমার দুঃখ হয়, কৈ আমি তোমায় কখন তেমন ক'রেচি?

মহাদেব। সে অনেক দূরের কথা ভবরাণি! ক'রেচ কি না ক'রেচ, তা কি জান না? এক সদানন্দের প্রতি ক্রোধ ক'রেই ত একদিন কুসুমনির্ম্মলহাসিনী করুণাময়ী লীলা-বিলাসিনী তুমি, ক্রোধস্ফুরিতাধরা কঠোর জগদ্ভীতিদায়িনী মদবিহ্বলিতাঙ্গী দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ ক'রেছিলে? মনে হয় না কি? এই দুর্ভাগ্য শিবের প্রতি ক্রোধ ক'রেই ত শুম্ভরণে শ্রীপদে কোটী কোটী বিশ্বের সৃষ্টি ক'রেছিলে? এগুলো কি পাষাণীর কার্য্য নয় পাষাণি? যাক্, আর সমুদ্র মন্থনে প্রয়োজন নাই, এখন জিজ্ঞাসা করি, আর কতদিন জাগ্‌বে দেবি!

ভগবতী। কেন সদানন্দ! আমার জাগরণে তোমার এত কষ্ট কেন?

মহাদেব। আর পারি না দেবি! তোমার জাগরণে খেলা, সে খেলায় বিশ্ব ত্রাসিতকম্পিত। তাই তারিণি! তোমায় আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, জেগে খেলায় এ পুতুলগড়াই বা কেন, আবার সে পুতুল ভাঙ্গাই বা কেন?

ভগবতী। (সহাস্যে) তা বৈকি, তার চেয়ে ঘুমিয়েই থাকি।

মহাদেব। জেগেই বা কি হ'ল?

ভগবতী। কেন সদানন্দ! জাগরণে না হ'ল কি? বাপ হ'ল, মা হ'ল, ছেলে হ'ল, মেয়ে হ'ল, প্রাণে স্বাধীনতা এলো; আর তোমার সঙ্গে ঘুমিয়ে থাক্‌লে আমার কি হ'ত? এমন সাধের খেলার সুখ কি আমি পেতাম?

মহাদেব। লীলাচঞ্চলে! এই তোমার সুখ? যে সুখজলধির বেলাভূমি দুঃখতাপের ঘোর অরণ্যানী, যে হাসির শেষে দিগন্তহারা রোদনের ধ্বনি, যে আনন্দের হাটে হতাশ হাহাকারের ঔদাস্যময়ী বিপণি, যে সুজল সুফল শ্যামল প্রান্তরে ভীমা ভীষণ মরীচিকা কুহকিনী, সেই খানেই তোমার সুখ?

ভগবতী। ওটা নয় দুঃখই হ'ল, কিন্তু সুখ কি কোথাও দেখ্‌তে পাও না সদানন্দ! যখন গৌরীমূর্ত্তিতে "মা মা" ব'লে স্নেহময়ী জননীর কোমল অঙ্কে উঠি, যখন কিশোরী হ'য়ে রসপ্রবণ যুবকের রসরঙ্গিণী অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে জীবনসঙ্গিনী হই, যখন আবার প্রৌঢ়ে পুত্রের মাতা হ'য়ে, স্নেহভালবাসার একখানি জাগ্রত প্রতিমারূপে সংসারে অবস্থান করি, বল দেখি সদানন্দ, তখন সুখের না দুঃখের? তখন তোমার স্থূল দৃষ্টি কোথায় থাকে? তখন বুঝি চোখ দুটো বুজিয়ে ঘুমোতে থাক?

মহাদেব। না, না দেবি! যে ঘুম তুমি ভাঙ্গিয়ে দিয়েচ, সে ঘুম কি আর তোমায় ত্যাগ ক'রে ঘুমাতে পারি? লীলাবতি! আমার সাধের ঘুম যে তোমা বিনা হয় না! তোমায় ত্যাগ

ক'রে যখন আমি ঘুমাতে চেষ্টা করি, তখনই যে সব নিরাশ হতাশার শূন্যময়ী ছবি দেখি! আর আশ্রয় পাই না শক্তি, আর কূল পাই না শক্তি, সাহস পাই না শক্তি। সব, যেন হারিয়ে ফেলি। সব যেন আমার পক্ষে খড়্গাকর হয়।—আর আমার সে সাধের ঘুম কোথায় চ'লে যায়! সর্ব্বনাশী স্মৃতি আসে—আর আমায় জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে।

ভগবতী। কেন সদানন্দ! আমি নৈলে কি তোমার সাধের ঘুমে এত ব্যাঘাত ঘটে?

মহাদেব। আদ্যাশক্তি! তুমি আমার শয্যা, আমি তোমায় শায়িত; আমি বারি, তুমি আমার আধার! এখন বোঝ দেবি, তুমি নৈলে আমি কে?

ভগবতী। প্রভু! প্রভু! তবে আমি কে?

মহাদেব। তুমি ধ্যানময়ী, জ্ঞানময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, যোগময়ী যোগেশ্বরী।

ভগবতী। যোগীশ্বর! চিন্তামণি! সদানন্দ! কেন বাড়াচ্চ?

মহাদেব। তুমি নিজের মহিমায় মহিমাময়ী, আলোকময়ী, তেজোময়ী। আমি ক্ষুদ্র কণা, তুমি বিরাটরূপিণী। তুমি নৈলে আমার পূর্ণতা কি?

ভগবতী। আমি দাসী, তুমি প্রভু! প্রভু! আমি শ্রীচরণের দাসী। (প্রণাম)

মহাদেব। আমি শঙ্কর তোমার শ্রীপদের কিঙ্কর। (প্রণাম)

নারদের প্রবেশ।

নারদ। গীত।

মা, কি খেলা গো আপন ভাবে।
ওমা কে কার দাস, কে কার দাসী, আমি ভেবে পাই না কোন ভাবে ॥
ওমা দাস ব'লে ঘুমাই গে চল, দাসী ব'লে থাক্‌ব জেগে,
আবার কখন দাসী ঘুমালে মা, দাস ডাকে জাগ জাগ রবে ॥
তোদের ঘুমান জাগরি ভাব মা পায় না যোগী আপন যোগে,
আবার এখন দেখি তোরাও আকুল, তোদের কোথায় যে কূল বল্ মা তবে ॥
দাসের কথা শোন্ মা শ্যামা, জাগিস্ না মা ঘুমা এবে,
ওমা তুইও ঘুমা আমরাও ঘুমাই, যেন ঘুমের কামাই হয় না ভবে ॥

ভগবতী। কে বাবা, নারদ এসেচ ?

মহাদেব। কেন নারদ, আজ অকস্মাৎ কৈলাসে আসার কি প্রয়োজন হ'ল ?

ভগবতী। কেন নারদ, মুখখানি এত কালিমাময় বিষাদমাখা ? কেন বাবা, কি হ'য়েচে ?

নারদ। গীত।

কি আর হবে মা শ্যামা। (ওমা ইচ্ছাময়ী ব্রহ্মময়ী গো)
তোর ইচ্ছাবীজের সাধের তরু, আজ বুঝি হ'ল অকালে ধূলিসাৎ ওমা ॥

ভগবতী। নারদ ! আমার ইচ্ছাবীজের সাধের তরু কে অকালে ধূলিসাৎ ক'র্‌চে ? ব্যাপ্ রে ! তা কি কখন হ'য়ে থাকে ? আমার ইচ্ছার গতিরোধ ক'র্‌তে পারে, এমন ত কখন দেখি না নারদ !

নারদ। গীত

ওমা ত্যজ ছলনা ছলনাময়ি, কার সনে মা ছলনা গো।
ওমা যে ছলনায় জগৎখানায়, গ'ড়েচ মা বল না গো॥
(ওমা তোর যে আদরের আদরনিধি,
যাদের তুই প্রাণ দিতে মা হ'স্ না কাতর,
যাদের শত অপরাধেও করিস্ না অপরাধী,
তোর সেই প্রাণের প্রাণ প্রাণপুত্র মা)
তোর সাধের ধরা দিলে রসাতলে মা॥

ভগবতী। বাপ নারদ! আমার পুত্রগণের দ্বারা আমার সাধের বিশ্ব রসাতল যেতে ব'সেচে? কেন নারদ, কিসে কি হ'ল? কেন তুমি আজ আমায় এমন কথা ব'ল্‌চ? তা কি কখন হয়? আমি তাদের মা, মায়ের সাধের জিনিষ পুত্রে নষ্ট ক'র্‌চে কেন বাবা! তুমি কি কারণে আজ এমন কথা ব'ল্‌চ?

মহাদেব। তবে সুযোগই বা ত্যাগ করি কেন? ভবসুন্দরি! খেলায় যেমন খেলিয়েচ, তাই নারদ সেই কথা ব'ল্‌চে।

ভগবতী। ভবনাথ! ব্যঙ্গ ভিন্ন কি থাক্‌তে পার না? আমি কি খেলায় খেল্‌নার পুতুল নষ্ট করি? স্থূলবুদ্ধি! তাহ'লে আমি খেল্‌ব কি ল'য়ে?

মহাদেব। খেলা ত তোমার পুতুল নয়, খেলা তোমার ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাটুকু ত নষ্ট কর না যে, আর সাধের খেলা খেল্‌তে পার্‌বে না! হাঁ নারদ, যা দেখেচ, তাই তোমার গর্ভ-

ধারিণীকে বিশদরূপে ব্যাখ্যা কর। নৈলে তুমি পরীক্ষায় ত উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বে না।

ভগবতী। হাঁ বাপ নারদ! তুমি কি দেখেচ বল?

নারদ। গীত।

দেখিনু মা হৈমবতী, শূন্য অমরাবতী—ইন্দ্রশূন্য ইন্দ্রালয়।
স্মরিলে জননি, ভীষণ কাহিনী, এখনো মা বক্ষ বিদরয় ॥
(ওমা শ্মশান এখন ইন্দ্রভবন,
সে সাধের নন্দন বিজনকানন হ'য়েছে মা)
ওমা তোর এক সন্তান, দুর্গাসুর নাম, দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়,
ঐশ্বর্য্যকুহকছলে, ভ্রাতৃভাব ভুলে, সুধাকূপে বিষ উগরয় ॥
(ওমা দেখ্ মা চেয়ে, আজ তোর সাধের ইন্দ্রের কি হ'য়েচে,
সে যে পত্নীপুত্র সনে, ফিরে বনে বনে,
তার দুঃখ দেখে মা পশুপাখী কাঁদে,
আমাদের যোগীর প্রাণও মা কেঁদে উঠে)
বল্ বল্ একি খেলা মা হরমনোরমা ॥

ভগবতী। হাঁ নারদ! এর জন্য তুমি এত কাতর হ'য়েচ?

মহাদেব। হাঁ নারদ, এখন ত প্রলয় হয় নি, এখন ত ইন্দ্র প্রাণত্যাগ করেনি, এখন ত শচীর সতীত্ব নষ্ট হয়নি, এখন ত দেবকুল দুর্গের পদসেবায় নিযুক্ত হয়নি, তাহ'লে আর হ'য়েচে কি? এর জন্য তুমি এত কাতর হ'য়েচ?

ভগবতী। ভবনাথ! এত ব্যঙ্গ কেন? সকল পুত্রই কি মায়ের সমান হয়? না হয় দুর্গ আমার একটু অর্থলোভী অত্যাচারী, তা আর হ'য়েচে কি? আমি তার মা, আমি তাকে ব'লে

ক'রে দোব এখন, সে আর এমন কাজ ক'র্বে না। তাতে আর ব্যঙ্গ কিসের? ছেলে দুষ্ট হয়, তা তার শাসনও ত আছে। আমি তাকে শাসন ক'রে দোব, তাতে তোমাদের এত বিদ্রূপ কেন? তোমার উপহাস আমার ভাল লাগে না। কেন, দুর্গ আমার মন্দ ছেলে কি? সে আমার স্বাবলম্বনপুরুষ-কার। নারদ! তুমি তাতে চিন্তা ক'র না; আমার ছেলে কখন মন্দ হবে না। তবে যে সে এ সব অত্যাচার ক'রে, বিশ্বের অশান্তি স্থাপন ক'রেচে, সে তার রক্তের তারল্যে,— বুদ্ধির দোষে। চিরদিন এ রক্ততারল্য থাক্‌বে না, আর বুদ্ধির দোষও থাক্‌বে না; সময়ে সব হবে। তার জন্য ভাবনা কি? এস বাবা নারদ! আজ তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে; নির্জ্জনে ব'সে ব'ল্‌ব। ও বামদেবের ব্যঙ্গই চিরকাল! সব ছেলেই কি আর সমান হয়?

[নারদের হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান।

মহাদেব। দেবি! ধন্য তুমি মা, আর ধন্য তোমার ছেলে! এই মা ছেলে নিয়ে, অখিলবিশ্বের মহাখেলার আর নিবৃত্তি নাই। ভালবাসার মহাকেন্দ্রের আকর্ষণে এই অনন্ত পরিধিময় অখণ্ড সৌরব্রহ্মাণ্ড নিয়তই ভ্রাম্যমাণ। দেবি! তুমি তার নিয়ন্ত্রী, তাই তোমায় বারম্বার নমস্কার করি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাতাল—রাজসভা।

সুকাম্যকে বন্ধনপূর্ব্বক দনুকেতন ও
দুর্গাসুরের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। দনুকেতন! তুমিই এই প্রতারক বিশ্বাসঘাতক দূত সুকাম্যের দণ্ডনীতির ব্যবস্থা করন আমি এরূপ নীতিহীন কৃতঘ্নের বিচারভার গ্রহণ ক'র্‌তেও আপনাকে ঘৃণা বোধ করি।

সুকাম্য। কুমার! আমার কোন অপরাধ নাই, কেবল আপনার পিতার প্রভুপুত্র ব'লেই তাঁর আজ্ঞা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বহন ক'রে গিয়েছিলাম এবং আপনার কথা অগ্রেই মা সুরজায়েদীকে ব্যক্ত করি। মা এ বিবাহে অসম্মত হ'লে তারপর আপনার প্রভুপুত্রের কথা উল্লেখ করি।

দুর্গাসুর। শুন্‌চ দনুকেতন! এখনও এর নির্য্যাতন ক'র্‌লে না? শুন্‌চ? আমার প্রভুপুত্র কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকের কথা শুন্‌চ? নরাধম! এখনও রসনাকে নিজ আয়ত্তে রেখে বাক্য নিঃসরণ করিস্‌! আমার প্রভুপুত্র সেই অরণ্যজাত বনমনুষ্য—গোরক্ষ-নাথ আর করঙ্গনাথ! কেমন? আমার প্রভু সেই সাঁওতাল অসভ্য ভণ্ড সোমনাথ! কেমন? কি ব'ল্‌ব, তুই পিতার অতি প্রিয়পাত্র, তা নৈলে এতক্ষণ দেখ্‌তিস্‌ যে, দুর্গাসুর কিরূপে বিশ্বাসঘাতক প্রতারক কৃতঘ্ন চণ্ডালের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দান করে। দনুকেতন! আমার আর কোন বক্তব্য নাই, শীঘ্র পাপাত্মার দণ্ডের ব্যবস্থা কর।

দনুকেতন। কুমার! পাপাত্মা সুকাম্য যেরূপ গর্হিত আচরণ ক'রেচে, তাতে এর প্রাণদণ্ডেরই ব্যবস্থা! কিন্তু বৃদ্ধ মহারাজ এ কথা শুন্‌লে আমাদের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হবেন।

দুর্গাসুর। তাঁর সে অসন্তুষ্টির আমি কোন ভয় রাখি না। দুর্গাসুর কারও অনুগ্রহের ভিখারী নয়। দনুকেতন! তুমি বল কি, পাপাত্মা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার ক'রেচে, তাতে এর প্রাণদণ্ডের বিধান ক'র্‌লেও আমার গাত্রজ্বালার তবুও উপশম হবে না। ইচ্ছা হয়, শিকারী কুক্কুর দ্বারা এর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ক'রে লবণের ছিটা প্রদান করি; অথবা কোন শিকারী পক্ষীর চঞ্চুতে এর সর্ব্বগাত্রের সমুদায় মাংস স্খলিত ক'রে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রাখি! উঃ! দনুকেতন! আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পারি না! তুমি পাপাত্মাকে ত্যাগ কর।

আমি এই দণ্ডেই পাপাত্মার সেই দণ্ডের ব্যবস্থা প্রদান করি দাও। (ধারণপূর্ব্বক) আরে নরককৃমি বিশ্বাসহন্তা! পিতা তোকে কি এই জন্য মান্দাররাজকন্যার নিকট প্রেরণ ক'রেছিলেন? (পদাঘাত)

সুকাম্য। কুমার! ক্রোধ ত্যাগ করুন। রাজনীতির গাম্ভীর্য্য ধারণ করুন। এখনও আমায় বিশ্বাস করুন। নিতান্ত তরলপ্রকৃতির বশবর্ত্তী হ'য়ে, বিমল রাজধর্ম্মের শীর্ষদেশে পদাঘাত ক'র্‌বেন না! এ পদাঘাত আমাকে নয়, এ পদাঘাত আপনাদের রাজধর্ম্মে,—এ পদাঘাত আপনাদের পবিত্র পিতৃ-পুরুষগণের অকলঙ্ক সম্মানে। এখনও সাবধান হ'ন।

দনুকেতন। দেখ সুকাম্য! তুমি স্বয়ং সাবধানে থাক। তুমি বয়োবৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ মহারাজের অতি প্রিয়পাত্র, তাই এখনও রাজকুমারের নিকট রক্ষা পেয়েচ; নতুবা তোমাকে এই মুহূর্ত্তে তোমার আত্মীয়পজিনকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে, ইহলোক ত্যাগ ক'র্‌তে হ'ত, তা জান?

সুকাম্য। দনুকেতন! তোমার রাজকুমার ত আমাকে পদাঘাত ক'রে, সে সকলেরই সম্মান রক্ষা ক'রেচেন।

দনুকেতন। তথাপি বাক্যপ্রয়োগ ক'র্‌তে তোমার লজ্জা হ'চ্চে না?

সুকাম্য। প্রভুর অন্নগ্রহণে যে সে লজ্জা অনেকদিন হ'তেই সুকাম্য বিসর্জ্জন দিয়েচে! আর লজ্জা দূর করি নাই, দনুকেতন! যেদিন এ মস্তক প্রভু রুদ্রাসুরের নিকট নত

হ'য়েচে, যেদিন তাঁর অন্ন এই দগ্ধ উদরে স্থান দিয়েচি, সেই দিন হ'তে লজ্জা কেন, মান, সম্ভ্রম, অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত এই দানববংশরূপ কালসাগরে সকলই বিসর্জ্জন দিয়েচি। নতুবা—

দনুকেতন। অতি স্পর্দ্ধা তোমার সুকাম্য—নতুবা তুমি কি ক'র্‌তে?

সুকাম্য। কি ক'র্‌তাম—তা তোমার ন্যায় চাটুপ্রিয় নীচ ঘৃণ্য শৃগালের নিকট তা আমার বক্তব্য নয়। তুমি স্থির হ'য়ে থাক।

দুর্গাসুর। (পদাঘাতপূর্ব্বক) তুই নিজে স্থির হ'য়ে থাক্। দনুকেতন! এখনও সহ্য ক'র্‌চ? তোমার রক্তমাংস ভগবান্ কি দিয়ে সৃষ্টি ক'রেচেন? বোধ হয় পুষ্প অপেক্ষাও কোমলতায় সৃষ্ট! নতুবা এ পিশাচের দুর্ব্বাক্য তুমি কিরূপে সহ্য ক'র্‌চ? দনুকেতন! অসি কোষমুক্ত কর! চণ্ডালের মস্তক শীঘ্র ভূমিলুণ্ঠিত কর।

সুকাম্য। কুমার! এখনও ব'ল্‌চি, ধৈর্য্যধারণ করুন। আমি আপনার পিতার অন্নগ্রহণ করি ব'লেই, একবার নয়, দুইবার পদাঘাত সহ্য ক'রে, এখনও হৃদয়কে আকুলিত করি নাই। কিন্তু ক্রমে যেন ধৈর্য্যরাজ্যের বহির্সীমায় এসে প'ড়্‌চি! মা ব্রহ্মময়ি! হৃদয়কে অস্থির করিস্ না মা!

দুর্গাসুর। দুর্নিবার! তা না হ'লে ক্রমে কি ক'র্‌তে পারিস্? দনুকেতন শুন্‌চ?

সুকাম্য। শুধু দনুকেতন কেন, আজ এ সভাভিত্তির অণুপরমাণু পর্য্যন্ত শুনচে! তবে তারা নিদ্রিত। কেউ কোন কথা ব'লচে না! কিন্তু এ ঘুম যখন ভাঙ্‌বে, কুমার! তখন তুমি শুনবে, তাদের সহস্রকোটীবদনে তোমার কিরূপ কোটীসহস্র কুৎসা! তখন তুমি দেখ্‌বে, তারা জলন্ত কৃতান্তের ন্যায় এক একটী দণ্ডায়মান হ'য়ে, তোমার এই কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদানে কিরূপ বদ্ধপরিকর হ'য়েচে! তখন তুমি জান্‌বে, তরলবুদ্ধি ক্রোধপরবশ দুর্নীতিপরায়ণ মূর্খের কি শোচনীয় পরিণাম! কুমার! আজ তোমার এ কদর্য্য ব্যবহার দেখ্‌চে না কে? যাদের হৃদয়ে কিছুমাত্র শক্তি আছে, যাদের হৃদয়ে কণাপরিমাণ ধর্ম্মাংশ আছে, তারাই দেখ্‌চে; আর যারা চাটুপ্রিয়, ক্রূর, পরসুখদ্বেষী, হিংসক দনুকেতন, তারাই আজ অন্ধ! তারাই আজ পরপদপাদুকালেহন-সুখে আত্মবিস্মৃত হ'য়েচে!

দনুকেতন। সুকাম্য! সাবধান হ'তে পার্‌লে না, মৃত্যুই কি তোমার বাঞ্ছনীয়?

সুকাম্য। দূর—শক্তিশূন্য পরপদলেহী চাটুকার! দূর হও। দৃষ্টির বহির্দ্দেশে দূর হও। ধিক্ নররূপী শৃগাল! কি ব'লব, আজ আমার বন্ধনাবস্থা; তা না হ'লে দেখাতাম, সংসারে অর্থলোভী চাটুকারের পরিণাম কি!

দনুকেতন। সুকাম্য! আমিও আজ বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নের পরিণাম কি বিশেষরূপে দেখাতে পার্‌তেম, তবে কি ব'লব—

কুমার এখনও স্বাধীন হন নাই, আর বৃদ্ধ মহারাজের তুই একমাত্র অতি প্রিয়পাত্র।

দুর্গাসুর। ছিঃ দনুকেতন! তুমি তার জন্য এখনও ভীত আছ? ভয় কি? যা হয় কর। পাতালরাজ্যের একটা পশুহত্যায় তুমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা ক'র্‌চ? ধন্য তোমার বিবেচনা! আমি নাই বা স্বাধীন হ'লাম, আর পরাধীনই বা কিসের? পিতা? পিতার ভয়ে তুমি পাপাত্মার বিচারভার হস্তে নিচ্চ না? পিতাকে কিসের ভয়? দুর্গাসুর এখন আর বালক নাই, আজ স্বীয় বাহুবলে পিতৃজয়ী স্বর্গপতি বাসবকে পরাভূত ক'রে এসেচি, তা তুমি জান? পিতাকে সম্মান করি বলেই তাঁর সম্মান, নতুবা দুর্গাসুর কারও কৃপা বা অনুগ্রহপ্রার্থী নয়। যাও, আজই তার ব্যবস্থা ক'র্‌ব। তুমি এখন পাপিষ্ঠকে আমার গুপ্ত অন্ধকূপকারাগারে বন্দী ক'রে রাখ গে! আজই পিতৃভয় নিবারণের ব্যবস্থা ক'রে, পাপাত্মার দণ্ডের ব্যবস্থা ক'র্‌ব। উঃ, কি প্রতারণা! অর্থলোভী পিশাচ সব ক'র্‌তে পারে, এদের অসাধ্য আর কিছুই নাই। যাও—বিলম্ব ক'র্‌চ কেন? দনুকেতন! আজই আমি সকল বিধান ক'র্‌ব! দুর্গাসুর আর কারও বাধ্যবাধকতা স্বীকার ক'র্‌বে না! যাও, যাও—নরপশুকে আমার সম্মুখ হ'তে ল'য়ে যাও। যাও—যাও—পাপাত্মাকে দেখ্‌লে আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে! যাও—যাও—সেই ভীষণ অন্ধকূপে নিয়ে যাও—যে অন্ধকূপ দুর্গাসুরের সৃষ্টি! যা তুমি আমি ভিন্ন ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও অনধিগম্য ; সেই স্থানে ল'য়ে যাও, বন্দী ক'রে রাখ গে! তারপর যা হয় করা যাবে।

দনুকেতন। সুকাম্য! কুমারের আদেশ! আমি আজ্ঞাকারী মাত্র! এক্ষণে চল।

সুকাম্য। আচ্ছা, প্রস্তুত আছি। সুকাম্যের হৃদয় এত ক্ষুদ্র নয় যে, মৃত্যুতে কাতর হবে। তবে কুমার! এ নিশ্চয়ই ব'ল্‌চি, সুকাম্যের এ নির্য্যাতনে একদিন না একদিন প্রলয়-বিষাগ্নি জ্ব'ল্‌বেই জ্ব'ল্‌বে। সে প্রলয়বিষাগ্নিতে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মহারাজের বংশ লোপ হবে! সুকাম্যের এ তপ্তাভিশাপ কখন ব্যর্থ হবে না। চল্‌ দনুকেতন—এ পাপমূর্ত্তি আর চক্ষে না দেখাই ভাল।

[দনুকেতন সহ প্রস্থান।

দুর্গাসুর। দনুকেতন! শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র। আজ তোমার সহিত আরও আমার কতকগুলি গুপ্তমন্ত্রণা আছে। গোরক্ষনাথ! ভুজঙ্গশিরস্থ মণি অপহরণে কি একটুও সঙ্কুচিত হ'লে না? যথার্থই বন্যপশু ব'লে, বন্যপশুর ন্যায় বুদ্ধি! আজ তোমার বিবাহবিলাসোৎসবেই রণযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্‌তে হবে! একদিনের জন্যও সুরজার রূপ-সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্‌তে হবে না। সুরজা মণিমুক্তা, রাজরাজেন্দ্রের গলদেশেই শোভা পায়, বন্যপশুর গলে কখন শোভা পাবে না, এ তুমি নিশ্চয় জেন! আর সুরজা, তুমিও জেন—তোমার অদৃষ্টে বিধাতা কখন সুখ ব'লে পদার্থ প্রদান

করেন নাই। তুমি যেমন রূপগর্ব্বে দুর্গাসুরকে অপমানিত ক'রেচ, তদ্রূপ দেখ্‌বে একদিন তোমাকেই দুর্গাসুরের সেবা-দাসীরূপে তার পরিচর্যাসাধন ক'র্‌তে হবে! যাক্‌, এখন কি করি? আমার সুখপথের কণ্টক একমাত্র পিতা! বৃদ্ধের অনৈতিক উপদেশ আমার যেন তপ্তশলাকার ন্যায় বোধ হয়। উঃ! কি করি? ভগবান্‌ কি বৃদ্ধের মৃত্যুও লিখেন নাই? এত জীবের অকালমৃত্যু হয়, কিন্তু সময়োচিত মৃত্যু কৈ? যার মৃত্যু যে নিজে প্রার্থনা করে,—সাধারণে প্রার্থনা করে; তার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না? উঃ! কি অবিচার? যদি ভগবানের এ অবিচার হয়, তাহ'লে সে অবিচারে জীবের অপরাধ কি? পাপ কি? নিন্দা কি? ঘৃণা কি? সামাজিকতাই বা কি আছে? আর একটু চিন্তার প্রয়োজন! যা হয় আজই ক'র্‌ব! যাক্‌, চণ্ডপ্রচণ্ডকে যে মর্ত্ত্য হ'তে একটী বরাঙ্গিনী আন্‌তে প্রেরণ ক'র্‌লাম, সে চণ্ডপ্রচণ্ড ত আজও ফিরে এল' না! এরই বা কারণ কি? বোধ হয়, বৃদ্ধ পিতা তাকে নিশ্চয়ই নিবারণ ক'রে, অন্য কার্য্যে প্রেরণ ক'রেচে। পাপ-বুদ্ধি পিতাই আমার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী! ওকি—একটী বামা-কণ্ঠ নয়? কে চীৎকার করে?

(নেপথ্যে) মাদলা। ও মিন্‌সে! তু মোরে ছাড়ি দে! মোর জাতি যাবে! তোরে মু পোড় করি! মোর ধরম আছে, মোর বাপের ইজ্জিত আছে! তুই বেইমানি ক'রিস্‌ নি মিন্‌সে!

(নেপথ্যে) চণ্ডপ্রচণ্ড। দেখ সুন্দরি! আমি তোমার ভালই ক'র্‌চি, তোমাকে পাতালের রাজকুমার দুর্গাসুরকে ডালি দোব.! খুব সুখে থাক্‌বে, গা-ভরা গয়না পাবে। এখন ভাল চাও ত চল, আর বেশী দূর নাই, ঐ রাজসভা! (আকর্ষণ)

মাদলা। তুই ত খুম মন্দ রে! এখন হ্যাশে এনে মোরে কড়া কথা কইচিস্! মোদের হ্যাশে ত ইসি ধরম নয়! তুই মোকে ফুলের মালা দিবি ব'লে কোথাকে আন্‌লি বোল্ দেখি? দেখ্, তুই বড় বেইমান!

চণ্ডপ্রচণ্ড। সুন্দরি! দিনকতক আমাদের রাজকুমারের সঙ্গে তুমি প্রণয়ভালবাসা কর, তখন তুমিই দেখ্‌বে কে বেইমান! বেইমান পুরুষ কি স্ত্রী? এখন সহজে চল, মিছে কেন ব'ক্‌চ? তুমি এখন আমাদের কায়দায় এসেচ, কোথাও যেতে পার্‌বে না—তাই ব'ল্‌চি, চল—ঐ দেখ, আমাদের রাজকুমার।

দুর্গাসুর। রাজসভার বহির্দ্দেশে কে?

চণ্ডপ্রচণ্ড ও মাদলার প্রবেশ।

চণ্ডপ্রচণ্ড। প্রভু! অনুগত দাস। (অভিবাদন) এই দেখুন, অধীন কার্য্যসম্পন্ন ক'রে এসেচে।

দুর্গাসুর। চণ্ডপ্রচণ্ড! এর যথোচিত পুরস্কার পাবে। এক্ষণে তুমি যেতে পার।

চণ্ডপ্রচণ্ড। যে আজ্ঞা, অধীন এতেই কৃতার্থ।

[প্রস্থান।

দুর্গাসুর। এস সুন্দরি! নিকটে এস, এত ম্রিয়মাণা কেন? আমি কে জান? পাতালেশ্বর দুর্গাসুর! আমিই সম্প্রতি স্বর্গ জয় ক'রে, ইন্দ্রসিংহাসন লাভ ক'রেচি। আমার ভজনা কর, চিরদিন প্রীতির সহিত পরমসুখে থাক্‌তে পার্‌বে। ভয় ক'র না; ভয় কি?

মাদলা। কেন ভয় ক'র্‌ব রেজা, তোর চেহারা ত বড় মিষ্টি আছে! (একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত)

গীত।

দ্যাশ হ'তে আমু বিদ্যাশে মু কি দ্যাখ্‌নু রে ও সহি।
মোর পরাণ কিনু কিমন কিমন করে, কি যিনু অদল বদল করে সহি॥
আঁখ্‌ মোর জোড় না লাগে, লাজমান মুলুকমে ভাগে,
মোর আদ্দি মোদা প্রেমকল্লিটি, ফুটলো সহি, রৈল না সহি॥
বঁধু যিনু পরশপাথর, দুমড়ে নিলেক হিয়ের পর,
মুই পিছ্‌লে গিনু আছাড় খিনু, মোর বাক্‌ সরে না কিবা কহি॥

দেখ্‌ রেজা, তোরে দেখে মোর ভয় ত হ'চ্চে না।

দুর্গাসুর। ভয় কিসের প্রিয়ে! তুমি যেমন আমায় দেখ্‌বে, আমি তোমায় তার শতগুণ অধিক দেখ্‌ব! দুর্গাসুরের হৃদয়-রাজ্যের তুমি একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী থাক্‌বে। আমি প্রতিদিন তোমার সৌন্দর্য্যের পূজা ক'র্‌ব। এস, তুমি আমার নিকটে এস! (ধারণোদ্যত)

মাদলা। ইঃ, তু মোর হাত ধ'রিস্ নি রেজা, আমি তোকে খুব ভাল দেখেচি, তুইও মোকে ভাল দেখেছিস্। তুই ভদ্দর লোক আছিস্, তুই দেবতা আছিস্! তুই মোর ধরম খোয়স্ নি রেজা। তু মোরে আগে বিয়ে কর্, তারপর মোর হাত ধ'রিস্! দেখ্ রেজা, আমি তোকে মোর সব্বিই দিয়েচি! আর মোর হ্যাশে মা বাপ কিচ্ছুটী মনে প'ড়্চে না। আমি যেন স্বগ্গে এসেছি, তুই যেন রেজা সগ্গের রেজা!

দুর্গাসুর। সুন্দরি! তুমি নিশ্চয়ই মায়াবিনী, এক মুহূর্ত্তমধ্যে আমার হৃদয়কে তুমি একেবারে মোহিত ক'রেচ। তোমার রূপসৌন্দর্য্যের মধুরতা অপেক্ষা তোমার কণ্ঠের মাধুর্য্য আরও অধিক। আমি যেন আপনাকে আপনি হারিয়ে যাচ্চি।

মাদলা। আমি শুনেচি রেজা, পুরুষমানুষে আগে এমনি ক'রে মেয়ামানুষকে ভালবেসে কোঁপায় মাঝে পোরে, তারপরে তাকে আঁখের নোয়ে ভাসায়! দেখিস্ রেজা! তুই ত মোকে তেমনিটি ক'র্বি নি?

দুর্গাসুর। সুন্দরি! আমি ভালবাসার শপথ ক'র্চি, এ জীবনে তোমায় আমায় কখন বিচ্ছিন্ন হবে না।

মাদলা। কবে বিয়ে হবে রেজা!

দুর্গাসুর। এই ত বিবাহ সুন্দরি! গন্ধর্ব্বমতেই নয় বিবাহ হ'ক্ না!

মাদলা। ইঃ ইঃ, তা কি হয় রেজা। এক ঐহিকের সুখের লাগি

পরজনম খোয়াব ? মোর মা-বাপ শুন্‌লে কি ব'ল্‌বে রেজা !
বিয়ে না হ'লে—কি ক'রে ভালবাসা হবে রেজা !

দুর্গাসুর। তবে আজই বিবাহ হবে ! চণ্ডপ্রচণ্ড—

চণ্ডপ্রচণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ডপ্রচণ্ড। আজ্ঞা করুন।

দুর্গাসুর। তুমি এই সুন্দরীকে ল'য়ে, আমার বিলাসকাননের পুষ্প-প্রকোষ্ঠে স্থান দাও গে। আর আজই যাতে বিবাহ হয়, এই প্রস্তাবনা আমার মাতার নিকট ক'র্‌বে। তাহ'লে এস সুন্দরি ! আমি ক্ষণেক পরেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌ব। কোন চিন্তা ক'র না ! দুর্গাসুরের তুমি একমাত্র হৃদয়রাজ্যের রাণী।

মাদলা। তুই তাহ'লে শিগ্‌গির ক'রে আসিস্ রেজা ! তোকে ছেড়ে যেতে যেন মোর মোন সর্‌চে না ! দেখিস্ রেজা ! আসিস্ রেজা ! তোকে দেখ্‌তে না পেলে, মুই টি'ক্‌তে পার্‌ব না।

[মাদলা ও চণ্ডপ্রচণ্ডের প্রস্থান।

দুর্গাসুর। মরি মরি ! বালিকার হৃদয় কি সরল ! পবিত্রতার স্বচ্ছ স্ফটিকও হীনতা স্বীকার করে। তুষারধবল হিমগিরি যেন এই বালিকার পবিত্রতা দর্শনের জন্য সমুন্নতস্কন্ধে দণ্ডায়মান। সৌন্দর্য্য যেন পবিত্রতার সনে আবৃত ! চণ্ডপ্রচণ্ড ! তোমায় আমি বিশেষ পুরস্কৃত ক'র্‌ব, তুমি আমার মনোমত

দুর্লভরত্ন প্রদান ক'রেচ। বোধ হয়, সমস্ত পৃথিবীর মূলে এমন একটী অমূল্য বস্তু মিলে না। ধন্য ভগবন্! আমার উত্তপ্ত জ্বালাময় হৃদয়, আজ যথার্থই শান্তির ত্রিধারায় ধন্য। ভবিষ্যজীবনের একটী শান্তি পেলাম, কিন্তু আরও একটী অশান্তি! সেইটী আমার আশালতার কাণ্ড, আবার তার শাখা আছে। সেই লতার কাণ্ড সোমনাথবংশের নাম, আর তার শাখা বৃদ্ধ পিতার অনৈতিক কথা! এই দুইটীই সমূলে উৎ-টিত না হ'লে, দুর্গাসুরের দুশ্চিন্তা কখন হৃদয় হ'তে যাবে না! কৈ, এখনও ত দনুকেতন আস্চে না! তবে কি দনুকেতন সুকাম্যকে অন্ধকূপে রাখ্তে গিয়ে, পিতার সম্মুখে পতিত হ'য়েচে? না, তা ত হবার কোন সম্ভাবনা নাই; তবে বিলম্ব হ'চ্চে কেন? এই যে দনুকেতন! ও আবার পশ্চাতে কে? একজন বক্রগতি খঞ্জ! এ আবার কোথা হ'তে এল'? দনু-কেতন, তুমি এলে, তোমার পশ্চাতে কে?

দনুকেতন ও ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রবেশ।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর! আমি একজন হাড়গোড়ভাঙ্গা "দ"।

দুর্গাসুর। তা ত দেখ্তেই পাচ্চি।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর! কি দেখ্তে পাচ্চেন?

দুর্গাসুর। তুমি একজন "দ" তাই দেখ্তে পাচ্চি।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর! শুধুই দ-ই দেখ্তে পাচ্চেন। কিন্তু দ-য়ের মধ্যের কি কিছু দেখ্তে পাচ্চেন?

দুর্গাসুর। কি হে মনুকেতন! এ লোকটা কি পাগল না কি?

ব্যঞ্জনেশ্বর। না হুজুর! তবে এবার হব' হব' হ'য়েচি বটে।

মনুকেতন। কুমার! পথিমধ্যে এ ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ! নিজেই যাচকের ন্যায় কুমারের দর্শনবাচ্ঞা ক'র্‌লে! তাই সঙ্গে আনয়ন ক'রেচি; আর এ ব্যক্তি বড়ই বিচক্ষণ! কথা-বার্ত্তায় আমার ত তাই অনুমান হ'য়েচে। তাই কুমারের উপস্থিত কার্য্যের সুবিধার জন্যই—

দুর্গাসুর। তা ত বুঝ্‌তে পার্‌চি, কিন্তু এ ব্যক্তির ত কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। তুমি কি ব'ল্‌চ?

ব্যঞ্জনেশ্বর। আমি ত ব'ল্‌চি—আপনি ত শুন্‌বেন না। বলি, এই দ-য়ের মধ্যে কি কিছু দেখ্‌তে পাচ্চেন?

দুর্গাসুর। মধ্যে আবার কি আছে?

ব্যঞ্জনেশ্বর। দয়ের কুয়োয় আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'ল্‌চে! ভয়ঙ্কর আগুন! সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'চ্চে! উপরে মাংসটা দেখ্‌তে পাচ্চেন, কিন্তু ভিতরের হাড় কয়খানা আর নাই। হুজুর! মা বাপ্‌! সব ক'র্‌তে পারেন, এর বিচারটা আগে করুন। তাই এসেচি!

দুর্গাসুর। এ দুর্দ্দশা তোমার কে ক'র্‌লে?

ব্যঞ্জনেশ্বর। যার সাহস আছে, ভরসা আছে, বুক আছে, যে ক'র্‌তে পারে, সেই ক'রেচে। হুজুর! আমি খোঁড়া মানুষ; ভগবান্ আমাকে মেরেচেন, তাই যে যখন পায়, সেই আমাকে মেরে যায়। হুজুর! তুমি এর মা বাপ; তুমি এর

কিনারা কর। আমি তোমার কেনা দাস হ'য়ে থাক্‌ব! দেখ্‌বেন যে, এ খোঁড়া আপনার কত কাজে লাগে। হুজুর! আমার কান্না আস্‌চে, আমি একটু কেঁদে নি। (রোদন)

দুর্গাসুর। দনুকেতন! ব্যক্তিটী বড়ই মর্ম্মাহত হ'য়েচে। ওহে আগন্তুক! তোমার শত্রু কে, তাই বল!

ব্যঞ্জনেশ্বর। (চতুর্দ্দিক অবলোকনপূর্ব্বক) এখানে কেউ নাই ত!

দুর্গাসুর। কেন, এখানে তোমার কাকে ভয়?

ব্যঞ্জনেশ্বর। আজ্ঞে—তেমন নয়, তবে—তবে—আপনার নিকটেই বা বলি কেমন ক'রে! তবে আপনার তেমন প্রকৃতি নয়! আপনি নিরপেক্ষ! কারও পক্ষ হ'য়ে কখন কোন কথা কন্ না, ন্যায়মতই কার্য্য ক'রে থাকেন; তবে জান্‌লেন কি না, আমার যে শত্রু, সে শত্রু পাতালরাজ বৃদ্ধ মহারাজের পরম মিত্র! এমন কি, তিনি তার জন্য আপনার প্রাণকে সিকিপয়সাও দাম ধরেন না! তাই—তাই—তাই—হুজুর—ব'ল্‌তে কেমন হ'চ্চে—

দুর্গাসুর। কে—গোরক্ষনাথ আর করঙ্কনাথ?

ব্যঞ্জনেশ্বর। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আপনি কে হুজুর—আপনি হয় দেবতা ঈশ্বর, না হয় গণৎবিদ্যায় বিশেষ মাতব্বর—এ না হ'য়ে যায় না! হুজুর, আমার ক্রটি ধ'র্‌বেন না; আমি আপনাকে এতক্ষণের পর প্রণাম ক'র্‌চি। (প্রণাম) আপনি কে, তা আমায় ব'ল্‌তে হবে? আপনি সহজ নন্! ও, আমরা

অন্ধ! আমরা মূর্খ! তাই হুজুরের সহিত এতক্ষণ সমানভাবে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌ছিলাম।

দুর্গাসুর। তোমাকেও একজন মহাপুরুষ ব'লে আমার ত বোধ হ'চ্চে। বলি, সেই পাপাত্মা গোরক্ষনাথ, তোমার সহিত কিরূপ শত্রুতা ক'রেচে?

ব্যঞ্জনেশ্বর। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) হুজুর! সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না! আমার ক'ল্‌জে ভেঙ্গে দিয়েচে। ম'রে যাব! ব'ল্‌তে গেলেই, এখনি একটা বিয়োগান্ত নাটক হ'য়ে প'ড়্‌বে, এখনি সকলেই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরে ফিরে যাবে। হুজুর! তাহ'লে আর আমার প্রতিহিংসা সাধন করা হবে না! তবে একদিন ব'ল্‌ব—এখন আপনি মা-বাপ, আপনি যা হয় করুন! তবে—আমি এ কথা ব'ল্‌চি, আমি আপনার কেনা দাস হ'য়ে থাক্‌ব! হুজুরের জন্য এ প্রাণ সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাক্‌বে! তাতে প্রাণ যাক্ আর থাক্!

দুর্গাসুর। আচ্ছা পার্‌বে?

ব্যঞ্জনেশ্বর। ও কি কথা ব'ল্‌চেন?

দুর্গাসুর। ব'ল্‌চি, যা স্বীকার ক'র্‌লে, তা পার্‌বে?

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর! আমার বাপমার ঠিক্ আছে, আমি বাওয়াডিমের নই! আমার যে কথা, সেই কাজ।

দুর্গাসুর। উত্তম; আচ্ছা, আজ হ'তে আমি তোমায় বন্ধু ব'লে গ্রহণ ক'র্‌লাম।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর! আমি যে ক্ষেপে যাচ্চি! (গদ্‌গদ্‌ভাবে) আমি কুমারের বন্ধু!

দুর্গাসুর। বন্ধু,—বন্ধু কারে বলে তা জান?

ব্যঞ্জনেশ্বর। তা আর জানি কি ক'রে, এ পর্য্যন্ত ত আর বন্ধুত্ব ক'র্‌তে পার্‌লাম না। ও একটা বিশেষ বাঁধাবাঁধি হুজুর! বন্ধুত্ব কি জানেন? প্রাণকে বন্ধক রাখা।

দুর্গাসুর। হোঃ, হোঃ, সত্যই ব'লেচ বন্ধু! যাক্‌, এখন আমার প্রধান কার্য্য, পাপাত্মা বন্ধুদ্রোহী গোরক্ষনাথের জীবন নষ্ট! কেমন বন্ধু! কি বল দনুকেতন?

দনুকেতন। তা আর ব'ল্‌তে?

ব্যঞ্জনেশ্বর। দেখুন, আপনি ত একজন বিজ্ঞলোক, আপনাকে অধিক বলাই আমার ধৃষ্টতা! তবে কি জান্‌লেন, পাপাত্মা গোরক্ষনাথ লোকও নিতান্ত সহজ নয়! কুহক-মন্ত্র জানে, সেই মন্ত্রে—

দুর্গাসুর। না—না বন্ধু, ভুল ক'রেচ, গোরক্ষনাথ আর করঙ্গ-নাথ, এরা দুজন সোমনাথের দুই কন্যা! জান ত স্ত্রীলোকের মোহিনীশক্তি অধিক—

ব্যঞ্জনেশ্বর। (মুখ সিট্‌কাইয়া) দা-ঠাকুর! আমার বড় পেট কনাচ্চে—

দুর্গাসুর কি হ'ল হে?

ব্যঞ্জনেশ্বর। আজ্ঞে, ঐ মেয়েমানুষের কথা হ'লেই আমার বড় পেট কুনায়!

দুর্গাসুর। হোঃ, হোঃ, (হাস্য) দনুকেতন! ভায়া আমাদের এদিকে বিশেষ রসিক আছেন! থাক ভাই! এখন ও প্রসঙ্গ ত্যাগ কর, যাতে দুরাত্মা গোরক্ষনাথের ধ্বংস হয়, অগ্রে তারই মন্ত্রণা কর। দনুকেতন! তুমিই অগ্রে বল, পাপাত্মা গোরক্ষনাথের নির্য্যাতন কিরূপে করা কর্ত্তব্য?

রুক্মাসুর, পূর্ণিকা ও বিলাসিনীর প্রবেশ।

রুক্মাসুর। আবার শুনচ পূর্ণিকা, পুত্রের মন্ত্রণা? কুসন্তান কুলাঙ্গারের কথা শুনচ? রাজ্ঞি! এ পুত্রস্নেহ এবার হ'তে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দাও। আমি এরূপ বংশভস্ম দুর্বৃত্ত পুত্রের মুখাবলোকনও করি না। দুর্গ! চণ্ডাল পিশাচ দুর্গ! কালসর্প! তুই আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ না ক'রে, হিংস্র শার্দ্দূলঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলি না কেন? তাহ'লে ত ঈশ্বরদত্ত অপত্যস্নেহে আজ আমাকে কলঙ্কারোপ ক'র্‌তে হ'ত না! ঘৃণ্য পশু! কার সিংহাসনে আজ উপবেশন ক'রেচিস্‌, তা জানিস্‌! কার রাজত্বে আজ আপন প্রভুত্ব পরিচালনা ক'র্‌চিস্‌, তা জানিস্‌! কার রক্তে আজ যুবক-বীরনাম ধারণ ক'রেচিস্‌, তা জানিস্‌! সকলই যে সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ পিতৃস্থানীয় সোমনাথের অনুগ্রহে। তাঁরই অনুগ্রহে যে পাতালরাজ্যের যাবতীয় জীবের শোণিত—প্রাণ। তাই আজ সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমার বংশের পশু একজন, এই সকল গুপ্তমন্ত্রণা ক'র্‌চে! আর একটা কি না

ভীলরমণী এনে, তাকে বন্দী ক'রে রেখেচে! এই কি রুক্মা-সুরের বংশগৌরবের কার্য্য—নাখ্যাতি বীর্য্য! আর না, যথেষ্ট হ'য়েচে! স্নেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে, তোর অনেক অত্যাচার সহ্য ক'রেচি, অনেক কলঙ্ক গাত্রে লেপন ক'রেচি! আরও একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, চণ্ডাল! আমার পরম হিতৈষী সুকাম্যকে তুই না কি কারাবন্দী ক'রেচিস্? সুকাম্য কোথায় বল্? শীঘ্র সুকাম্যকে আমার এনে দে! দুর্গ! আমি বর্ত্তমানে পাতালে আবার রাজা কে? আমি বর্ত্তমানে আমার উপর কার্য্য করে, এমন শক্তি কার? দূর হও অকৃতজ্ঞ বংশপশু! এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার রাজ্য হ'তে দূর হও!

পূর্ণিকা। মহারাজ! করেন কি? কাকে কি ব'ল্‌চেন? কাকে দূর হ'তে ব'ল্‌চেন? কাকে—

বিলাসিনী। কোথা কাক গো—দূর মুখপোড়া কাক—(শিষ দেওন) এমন সময়ে আবার কাক গো—

রুক্মাসুর। দূরে যা বিলাসিনি। মহিষি! তুমি স্থির হ'য়ে থাক। দূর হ'তে ব'ল্‌চি, নিজের পুত্র—না—না—পুত্র নয়-বংশের রাক্ষসকে! যে রাক্ষসকে তুমি নিজের রক্ত দিয়ে এতদিন পোষণ ক'রে এসেচ! যাকে আমি এতদিন বিষকুম্ভপয়োমুখ সদৃশ জ্ঞান ক'রে, নিজেরও অপরিণামদর্শিতার বিশেষ পরিচয় দান ক'রে এসেচি, সেই কুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ দুর্গকে। হায় হায়! মহিষি! এখনও আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? মা ব্রহ্মময়ী তারা! এ দুরাচার কত পাপ ক'রেছিল মা, তাই তাকে এত

যন্ত্রণাজালে জড়িয়েচ? দেবি! আর যে এ বৃদ্ধবয়সে সহ্য ক'র্‌তে পারি না, নিতান্ত অসহ্য হ'য়েচে। নারায়ণি! পরিত্রাণ কর! যেমন অনেক সাধ্য সাধনা আরাধনা ক'রে পুত্রের কামনা ক'রেছিলাম, তেমনি পুত্র পেয়েচি! তেমনি শাস্তি হ'য়েচে মা! আমার পুণ্য পুত্রে প্রকাশ পেয়েচে! পাপাত্মা দুরাত্মা আমি—তাই মা, আজ আমার এই সব বিড়ম্বনা! এর চেয়ে নিষ্পুত্র নির্ব্বংশ থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল! ধিক্ এ হেন পুত্রে! ধিক্ এ হেন বংশশৃগাল ইতর নিকৃষ্ট জীবকে! যাও নীচ! শীঘ্র আমার রাজত্ব হ'তে বহিষ্কৃত হ'য়ে যাও! আমার পবিত্র উচ্চ সিংহাসন জম্বুকের উপবেশনের স্থান নয়। দনুকেতন! কোথায় সুকাম্যকে আমার বন্দী ক'রে রেখে এসেচ, মুক্ত ক'রে দাও গে! আর তুমিও আমার রাজ্য হ'তে ঐ মূর্খের সহিত বহিষ্কৃত হ'য়ে যাবে। আমার রাজ্য পিশাচের ক্রীড়াভূমি নয়! আমি জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তে যখন এই সব শোচনীয় ঘটনা, তখন আবার আমার অবর্ত্তমানে যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হবে, তা আমি এখন হ'তেই দিব্যনয়নে দেখ্‌তে পাচ্চি। মহিষি! চল, অন্তঃপুরে যাই। আমি অদ্যই আমার রাজ্যের সুবন্দোবস্ত ক'রে দেব। পাপাত্মা কুলাঙ্গার দুর্গ, ভবিষ্যতেও যাতে আর আমার রাজ্য উপভোগ ক'র্‌তে না পারে, তারই ব্যবস্থা ক'র্‌ব। মহিষি! দণ্ডায়মান কেন? পুত্রস্নেহ! জলাঞ্জলি দাও—জলাঞ্জলি দাও। স্নেহের প্রতিমা

দুঃখসাগরে বিসর্জ্জন—বিসর্জ্জন দাও! এ পুত্র থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল! এ পুত্রকে পুত্র ব'লে পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা নিষ্পুত্র ব'লে আখ্যাগ্রহণ করা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। চল মহিষি! পাপাত্মার মুখদর্শনেও আমার কষ্ট বোধ হ'চ্চে যাও দুর্গ! রাজ-আজ্ঞা, তুমি অদ্যই আমার রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত হবে! যাও দনুকেতন! জীবনের ইষ্টানিষ্টের প্রতি এখনও দৃষ্টিপাত ক'র! এস মহিষি!

[বেগে প্রস্থান।

পূর্ণিকা। বিলাসিনি, তুই আমার দুর্গকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে আয়। বাবা দুর্গ—একটু বুঝেসুঝে কাজ কর বাবা! আমি যাই—মহারাজ আজ অতিশয় ক্রোধান্বিত হ'য়েচেন। মা ব্রহ্মময়ি! রক্ষা কর মা!

[প্রস্থান।

বিলাসিনী। কি বুজিয়ে সুজিয়ে দিব গো! তা কুমার! একটু বুজিয়ে সুজিয়ে দাও না! রাজা রাগ ক'রেচেন, রাণী-মাও ব'ল্‌চেন, একটু বুজিয়ে সুজিয়ে দিলেই ত হয় বাবা! কি বাবু! আজকালের ছেলে—বাপ মার কথা শুনে না! একটু বুজিয়ে সুজিয়ে দেওয়া ত? তা দিলেই ত হয়। নয় বল বাপু, কোথা গর্ত্ত আছে, আমিই বুজিয়ে সুজিয়ে দিয়ে আসি!

দুর্গাসুর। দেখ্‌ বিলাসিনি—দূর হ'য়ে যা!

বিলাসিনী। দূর ত! তা একটু দূর ব'লে কি বুজিয়ে সুজিয়ে দেওয়া হবে না? তা আমি যাচ্চি, আমায় দেখিয়ে দাও।

দুর্গাসুর। যাও চণ্ডালিনি। আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'য়ে যাও।
(পদাঘাত)

বিলাসিনী। ও বাবা রে—(স্বগতঃ) মর্ মুখপোড়া—মুখপোড়াকে ভূতে পেয়েচে না কি? মরণ তিড়বিড়িনি দেখ্‌চি যে! যায় আর কি! এঁড়ে পোড়ার মুখোর আক্কেল দেখ্‌লে গা! যাই রাণী মাকে বলি গে—আজই আমি ইস্তফা দোব—ঝিগিরি ত আর জুট্‌বে না!

দুর্গাসুর। বন্ধু! এই আমার যন্ত্রণা! দনুকেতন! এই দারুণ কণ্টক! উঃ, অনেক সহ্য ক'রেচি!

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর দেবতা! তা না হ'লে নিশ্চয়ই অপদেবতা! এ সহ্য কি বীরপুরুষে সৈতে পারে! অনুমানে ত বোধ হ'চ্চে—এই ব্যক্তিই আপনার পিতা।

দুর্গাসুর। পিতা—না—না ওর সঙ্গে একটা উপ দাও, উপপিতা ব'ল্‌তে পার। পিতা হ'লে পুত্রকে কি এ সকল দুর্ব্বচন ব'ল্‌তে পারে? উঃ, অনেক সহ্য ক'রেচি! এখন দনুকেতন! বন্ধু! যা হয় এর ব্যবস্থা কর।

দনুকেতন। কুমার! আমি এখন রাজ্যবহিষ্কৃত।

দুর্গাসুর। কে—তুমি বহিষ্কৃত? তুমি কি একা বহিষ্কৃত? আমি নই? আমিও যে বহিষ্কৃত। তাঁরই ব্যবস্থা কর!

দনুকেতন। সবই পারি! কিন্তু আপনার পিতা!

দুর্গাসুর। আমার পিতা! কখনই আমার পিতা নয়, নিশ্চয়ই

ব্যতিক্রম আছে! আমি ব'ল্‌চি, আমার পিতা নয়! না, তুমি পার্‌বে না! বন্ধু! কি ব'ল্‌ব, উপায় আছে কি?

ব্যঞ্জনেশ্বর। কেন থাকবে না?

দুর্গাসুর। বল বন্ধু! কি উপায় বল?

ব্যঞ্জনেশ্বর। যা ব'ল্‌ব, পার্‌বে?

দুর্গাসুর। নিশ্চয়! প্রাণবিনিময়েও তা সাধন ক'র্‌ব।

ব্যঞ্জনেশ্বর। তবে চল।

দুর্গাসুর। চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[পুষ্পবাটিকা]

মাদলার প্রবেশ।

মাদলা। গীত

ঐ লাগর যায় মুচুক্ মুচুক্ হেঁসে।
আয় রে লাগর আয় রে আয়, মোর কাছে ঘেঁসে ঘেঁসে॥
তুয়া লাগি ভেবে মোর কল্‌জে গেল খ'সে,
জুট্‌লো এসে হাঁপকাশ ওরে লম্বা লাগর মিন্‌সে॥
লো ঝুরে রে ও লাগর, মুই ঠাণ্ডা হই কিসে,
হাঁরে লাগর অভাগীর পুত, তু মোর এই ক'র্‌লু শেষে॥

লাগর ত মোর এখনও আস্‌চেক না! মুই যিন কিমন হ’য়ে গেচ্চি। মোর বরাতটা কিন্তন্ কোত্ত ভাল, রেজ্জা লাগরটা মোর মনের মত্ত হ’য়েচে বটেক্! রূপ লয় ত যেন কামধন্নুটী। কথাটী ত নয় যিন কোক্কিল পাখলাটি! মোরে সেত্ত ভালবাসেক বটে! মুই সে ভালবাসাতে মোর নিজ্জের দেশ বাপম্মাকে সব পাথর চাপা দিয়েচি বটেক! ই, ই, মোরে রেজ্জা কত্ত ভালবাসেক! এদেশের মেয়্যামানুষগুলোক মোকে লিয়ে কত্ত লাচনা করে—এ যিন মোর পুর্‌তন দেশ হ’য়ে গেচে বটেক! একবার রেজ্জাকে দেখে—মোর মনটী যিন কিমনটী হ’য়ে গেছেক! এখনও কেন রেজ্জা আস্‌চেক না! এ লাচ্‌নাওলিরা মোরে ব’ল্‌লেক—এখন তোর রেজ্জা আস্‌বেক—এই ত আবার লাচ্‌নাওলিরা আলেন!

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

কিশোরি ভাব্‌না কিসের বল্।
তোর ভাসা ভাসা চাউনিখানি কেন ছল ছল॥
আঁচরে বয়ান ঢেকে, আহা উহু থেকে থেকে,
হুতাশে কার আশে, এত হ’য়েচ চঞ্চল॥
আস্‌চে লো তোর লয়া লাগর, রসরাজ গুণের সাগর,
তোরে প্রেমটি দিবে, মনটী নেবে, সে জানে লো অদল বদল॥

মাদলা। বোনটী সব, মোর মনটী বড় কাঁদ্‌চেক! রেজ্জা কতক্ষণে

আস্‌বেক বোনটী সব! ঐ রেজা আস্‌ছে না? ই, ই, মোর বোড্ড লাজ আইছে।

দুর্গাসুরের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। (স্বগতঃ) ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ঘটনা ইথে!
যদি ঘটে সেই হত্যাকাণ্ড অদ্ভুত ব্যাপার,
কি হবে তাহার?
ব'লেছে ব্যঞ্জন, অতি সংগোপনে সাধিবে সে কাজ!
কিন্তু হায় পিতা সে ত, পিতৃহত্যা করিব কেমনে?
লোকে কিবা কবে? ধর্ম্ম নয় গেল রসাতল,
পিতাপুত্র সম্বন্ধসকল দিনু নয় দূরে,
কিন্তু লোকে কিবা কবে, কেমনে দেখাব মুখ!
অহো! হইল কাতর প্রাণ, কি করি এখন!
কি করিব? নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর পিতা—
দিয়াছে যে অতি মর্ম্মব্যথা—সে ব্যথার নাহি উপশম!
হ'ক্ হ'ক্ সেই ভীম ঘটনা ভীষণ!
দুর্গাসুর আজ নিশ্চল পাষাণ—
অটল জড়ের মত রহিবে দাঁড়ায়ে।
হ'য়ে যাক্ অলক্ষিতে—যুগান্ত প্রলয়!
কৈ রে সুন্দরি! আন্ সুরা—আন্ সুরা—
দে রে মধু—করি মধুপান, তপ্তপ্রাণ করি সুশীতল।

মালা। কেন রেজা! মুখখানা তোর ভারি ভারি দেখ্‌চি

বটেক! কেন রেজা—তুই যিন তখনকার চেয়ে এখন কিমন হ'য়ে গেচিস্ বটেক ?

দুর্গাসুর। না, না রে সুন্দরি! কিছু নয়—কিছু নয়,
মধুপান করি আয় সকলে মিলিয়া।
উঠুক তরঙ্গে আনন্দলহরী!
বোস রে সুন্দরি! আমার নিকট,
প্রাণের শঙ্কট কর দূর। (মাদলার সহিত উপবেশন)
দেরে দে নর্ত্তকি—দেরে মধু—(সুরাপান)
কর নাচগান—তৃপ্ত কর ব্যাকুলিত প্রাণ।
নাচ গাও—নাচ গাও—মাতাও মেদিনী!
তালে তালে উঠুক উঠুক তায় মৃদঙ্গের ধ্বনি,
নাচ গাও—নাচ গাও—বিলম্ব ক'র না,
হ'ক্ তৃপ্ত জীবনের অতৃপ্তকামনা।
নাচ গাও—নাচ গাও, বাহবা—নাচ গাও—নাচ গাও,
কর মধুপান, নাচ গাও—নাচ গাও—কর শক্তিদান।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

এবার ওজন ক'র্ব রে প্রাণ প্রেমের ভালবাসা।
কাঁটায় কাঁটায় বুঝে নেব, আমার মাল নয় বানে ভাসা॥
তুমি রে প্রাণ পাকা কওয়াল,
ঘসা পড়েন চাপিয়ে দিয়ে, কম্তি কর মাল,
লোকসানের আর ভয় খাব না, ক'রে নেব মাজাঘসা॥

দুর্গাসুর। বাহবা বাহবা, আবার, আবার গাও—
ওজন করিয়া লও প্রেমিকপ্রণয়,
মূল্য তার কত হয় দেখ লো সুন্দরি!
উহু মরি—মরি অকস্মাৎ কে করে রোদন?
ঐ শোন ঐ শোন মেঘের গর্জ্জন!
ঘোর আর্ত্তনাদ বজ্রপাত হয় মুহুর্মুহু,
পাকসাটি ছুটে পক্ষীকুল—
কে—কে—শুক্লশ্মশ্রু শুক্লগুম্ফ লম্ববান্—
কে তুমি বিরাটরূপ?
ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর—ধর ধর কে আছ কোথায়!

মাদলা। কেন রেজা—কেন রেজা—এমন ক'র্‌ছিস্ কেন রেজা? কি হ'ল রেজা?

দুর্গাসুর। কে—সুন্দরি! না না কিছু নয়! কিছু নয়!
স্থির হও প্রিয়ে! কিছু নয়, কিছু নয়।
(স্বগতঃ) উঃ, কি ভয়ঙ্কর!
নিশ্চয়ই এ মুহূর্ত্তে পিতার মৃত্যুর কাল!
নিশ্চয়ই এ মুহূর্ত্তে পিতার রোদন!
হায় হায়, কি করিনু! এত কি রে পাষাণ ব্যঞ্জনেশ্বর?
নাই কি রে প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়া!
পাষাণের সনে কি রে ক'রেছি বন্ধুত্ব আমি?
না না—তাও কি সম্ভব হয়? ক্রোধে নয়—
বলিয়াছি তারে—পিতৃহত্যা কর মোর—

তা ব'লে কি পারে কেউ অধম নিষ্ঠুর হেন—
বন্ধুপিতাপ্রাণ নাশিবারে? পারে—পারে—
আছে তার প্রতিহিংসা লইতে শত্রুর!
আছে তার প্রাণে দাগা বড় ভয়ঙ্কর!
পারে তাই সেই রাগে অনর্থ ঘটাতে!
হায় হায়! বুদ্ধিদোষে পিতৃহত্যা করিলাম আজ!
পিতা—পিতা! জলপিণ্ডস্থলে—রক্তপিণ্ড দিল তোমা—
অধম কুপুত্র মরি! কি করি—কি করি!
স্থির আর থাকিবারে নারি—কি করি কি করি—
বিষম অশান্তিজালে জড়িত পামর! কি করি কি করি।
(প্রকাশ্যে) গাও গাও গাও রে সুন্দরি!
গাও গাও—
দাও—দাও—মধু (সুরা পান) গাও গাও—

নর্ত্তকীগণ। গীত।

দিয়েছি একটু রসান, দিয়েছি একটু রসান।
পার্‌বে না আর রসিক বঁধু দিতে রে প্রাণ গা-ভাসান।
ভাঙাচোরা দুম্‌ড়ান প্রাণ ঝালিয়ে নিয়েছি,
আন্‌করা ঝক্‌মেরে যাবে এম্‌নি ক'রেছি,
আস্‌মানে ফুল ফোটাই মোরা, আমরা কামের ফুলবাণ।

দুর্গাসুর। সুন্দর, সুন্দর সব! সকলি সুন্দর!
কিন্তু হৃদিমাঝে মোর ঘোর কালমেঘ—

আচম্বিতে ছাইল সবেগে—অন্ধকার—
দৃষ্টিশূন্য অন্ধসম হইনু সহসা!
কি হইল—ঐ ঐ পুনঃ সেই বজ্রনাদ—
বিদ্যুতের বেগে আসিছে সবেগে—
সেই বৃদ্ধ—শুক্ল কেশ শুক্ল শ্মশ্রু শুক্ল গুম্ফ -
শুক্ল বসনে আবৃত কায়—সেই—সেই—পিতা যেন—
অহো, কি ভীষণ—ভীষণ কাতরকণ্ঠ—
শোন কহে কিবা বৃদ্ধ—"কর দুর্গ, রক্ষা আজ মোরে!"
ঐ যেন তুলেছে ভীষণ অসি কৃতান্ত বাঙ্গনেশ্বর,
পিতা অস্ত্রশূন্য গৃহে, অনাবৃত কায়ে!
অহো, ঐ ঐ অস্ত্র—উলঙ্গ কৃপাণ!
থাক্ থাক্ আহে বন্ধু—কর কি কর কি তুমি?
পিতা ও যে—পিতৃহত্যা ক'র না আমার!
যাও চ'লে—যাও, কাজ নাই আর
পিতা, পুত্রে চিরদিন অন্যায়ের তরে,
করে তিরস্কার, তা ব'লে কি পুত্র কভু পিতৃহত্যা করে?
না না—শুনিলি না কথা—
ঐ ঐ রক্তগঙ্গা হইল অচিরে—
পড়িল পিতার মুণ্ড—খসিল গগন হ'তে
সূর্য্য চন্দ্র যেন, হাঁরে হাঁরে ও দুর্ব্বৃত্ত—
কি করিলি তুই! পিতা মোর—
তারে হত্যা করিলি অধম!

আন্ খড়্গা, সেই খড়্গে তোর রক্ত পিইব দানব!

মাদলা। হাঁ রেজা! হাঁরে! তুই কি বুক্‌চিস্? অমন কিন ক'র্‌চিস্ রেজা! তোকে দেখে যে মোর ডর লাগে রেজা!

দুর্গাসুর। ভয়—ভয়—ভয়, ভয় হ'তে আমি অতি ভয়ঙ্কর!
বজ্র, অগ্নি, কালসর্প, এ হ'তে ভীষণ আমি,
স'রে যাও স'রে যাও সম্মুখ হইতে—
দূরে যাও—দূরে যাও করিব দংশন,
প্রাণ যাবে—প্রাণ যাবে নিকটে এস না,
করি মানা প্রাণ ল'য়ে পলাইয়া যাও!
কি কি গেলি না রাক্ষসি! পিতৃহন্তা আমি—
চেন নাই কেহ দুর্গাসুরে—পিতৃহন্তা আমি—
রাক্ষস দানব, সংসার গ্রাসিব ব'লে এসেছি সংসারে!
যাও প্রিয়ে! স'রে যাও কুসুম আগারে—
যারে স'রে চণ্ডালিনী বিলাসিনী নর্ত্তকীমণ্ডলী—
এখনও প্রাণ লয়ে পলাইয়া যারে।

মাদলা। রেজা—হাঁরে—(একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

দুর্গাসুর। এখনও অশনিবাণী ক্ষুরধার খড়্গসম—
গাত্রে স্পার্শে মোর, এখনও বলি বারম্বার—
আর বার কোন নাই কথা! কৈ কোথা
এস বন্ধুবর! করিয়াছ অসাধ্য সাধন,
কৈ দনুকেতন! এস সব পিশাচের অনুচর

পিশাচনিকর,এস সব বন্ধু মিলি করি আজ পিশাচের সভা।
দেখুক জগৎ, দেখুক আকাশ শূন্য—
সাগর ভূধর, দেখুক, দেখুক সব জগতের নরনারীগণ,
দেখুক বিশ্বের জীব দেখুক উৎসুকভরে
পিশাচের রাজা দুর্গাসুরে—কৈ—কৈ সব ?
কেন এত হ'তেছে বিলম্ব, এখন কি হয় নাই কার্য্য শেষ ?

রক্তাক্ত কলেবরে রক্তরঞ্জিত অসি হস্তে
ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রবেশ।

ব্যঞ্জনেশ্বর। (উচ্চস্বরে)
দাও—দাও দ্বার ছেড়ে দাও—পথ কর পরিষ্কার !
এই শেষ কার্য্য !
বন্ধু ! এই শেষ কার্য্য করিয়াছি শেষ !

দুর্গাসুর। (চক্ষু ফিরাইয়া) হইয়াছে শেষ !
একেবারে করিয়াছ শেষ ! অহো দেখিতে পারি না,
আরে আরে ও দুর্বৃত্ত ! কোন্ কার্য্য করেছিস্ শেষ ?

ব্যঞ্জনেশ্বর। কোন্ কার্য্য ! কোন্ কার্য্য বলিব কেমনে !
ভাষা অভিধানে সে কার্য্যের হয় না বর্ণনা,
জীবের নীরস জিহ্বা বলিতে পারে না।
দেখে লও—বুঝে লও—এই রক্তে—এই রক্তে
সেই কার্য্য কিনা ? এই রক্ত—এই রক্ত তার !
তার সেই উষ্ণ-রক্তে সুরঞ্জিত সর্ব্বাঙ্গ আমার।

দুর্গাসুর। অহো! কি অকৃতজ্ঞ নরাধম তুই রে বর্ব্বর!
কি করিলি বন্ধুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক?
কার রক্তে তোর দেহ সুরঞ্জিত আজ?
ব্যঞ্জনেশ্বর। দেখ রাজা! খঞ্জ বলি করিও না ঘৃণা,
আমি খঞ্জ বলি হৃদয় আমার খঞ্জ নহে কভু!
এ হৃদয়ে আছে বল, আছে দয়ামায়া।
কার রক্ত জান না কি চণ্ডাল পিশাচ!
যার রক্তে জনম তোমার, যার রক্তে আজ দুর্গাসুর—
হ'য়েছ বাসবজয়ী ত্রিলোকের রাজা,
যার রক্তে তুমি পরাক্রমী মহাবলবান্—
হতমান্—ইহা তার রক্ত—নিজরক্ত চিনিতে পার না?
দেখ দেখ রাজা, ভাল ক'রে পরীক্ষা করিয়া,
দেখ দেখ নিজরক্ত নয় কি না ইহা?
দুর্গাসুর। আমারই রক্ত! আমারি শোণিত!
এ শোণিতে আমার জনম, এ শোণিতে দেখেছি ভুবন,
এ শোণিত মোর শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়!
এ শোণিতে অস্থিমাংস মোর হ'য়েছে গঠন!
রে পিশাচ—সেই দুর্গাসুরশোণিতরাশিতে,
তোর অঙ্গ বিভূষিত আজ?
সিংহের শোণিত আজ শৃগালের দেহে?
ফণীর শোণিত আজ ভেকের শরীরে?
অসম্ভব! অসম্ভব! সব বিপরীত!

বিচিত্র ঘটনা, যদি সত্য হয়—চণ্ডাল—চণ্ডাল তুই—
অকৃতজ্ঞ পশু! আয় নরাধম! তবে—
কিছুতেই মোর হস্তে আজ পাবি না নিস্তার!

ব্যঞ্জনেশ্বর। দুর্গাসুর! দুর্গাসুর! আমি যদি পশু হই,
তুই পশুর অধম!
আমি যদি হই রে চণ্ডাল—
তাহ'লে পিশাচ, চণ্ডালের বিষ্ঠাকৃমি তুই!
পশু, চণ্ডাল হইতে পারি—
কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি রে পামর!
তুই নিজে অকৃতজ্ঞ—তা না হ'লে—
যার দত্ত অমূল্যজীবন,
যার রক্তে লভিলি জীবন—সেই পিতা—
পরম আরাধ্য পূজ্য মাননীয় পিতা—
তারে হত্যাহেতু নিয়োজিত কেন করিবি আমায়?
এত স্বার্থ তোর, এত তোর বিলাসকামনা,—
এত তোর স্বাধীনতা প্রাণে, এত তোর উদ্ধতস্বভাব!
ধিক্ ধিক্ তোরে, পশু নই আমি, পশু তুই নিজে।

দুর্গাসুর। পশু আমি? অ্যাঁ অ্যাঁ, আমি তোরে ক'রেছি প্রেরণ!
আমি তোরে ব'রেছিনু পিতারে নাশিতে!
আমি? আমি? আমি? হাঁ হাঁ, আমি পশু—
আমিই বটে! আমিই ত সুকান্যেরে দিছি কারাগারে,
আমিই ত গোরক্ষনাথেরে করিবারে নির্য্যাতন,

করিতেছিলাম মন্ত্রণা বিস্তার!
আমিই ত পিতৃতিরস্কার শুনে,
ব্যথা পেয়ে প্রাণে, ব'য়েছিনু আমাসম,
এক পশুঅবতারে পিতৃপ্রাণনাশে!
আমিই ত কারণ তাহার!
সেই পশু আমি—সেই পশু তুই!
দুই পশু—ভাই ভাই দুই পশু মোরা!
আয় ভাই! আর ক্রোধ নাহিক আমার!
আয় ভাই, দুই ভেয়ে সেই রক্ত করি মাথামাথি!
দুই প্রেত সাজিব দু'জনে, দুই প্রেত রব এ ভুবনে!
দুই প্রেতে প্রেতকার্য্য দেখাব কিরূপ!
সেই প্রেতকার্য্যে ত্রিবিশ্ব কাঁপিবে,
কত জীব কত রূপে অকালে মরিবে,
অভিশাপরূপ সাগরহিল্লোলে ভাসিব দু'জনে মোরা।
এইরূপে আমাদের প্রেতকার্য্য হবে সমাপন।
আয় ভাই, প্রাণভ'রে করি আলিঙ্গন!
চল্—চল্—সুকামোরে দ্বিখণ্ডিত করি,
পিতৃশোকজ্বালা আজ করি অবসান!
তারপর চিরশত্রু মোর—নামে যার রক্ত উষ্ণ হয়,
সেই পাপাশয় গোরক্ষনাথেরে—
না—না—এই সঙ্গে হবে আজ পিতার তর্পণ!
সাজ সৈন্যগণ—সাজ সাজ সবে,

ধাও ধাও খরবেগে কাঙ্গোড়-আহবে।
এ পিতৃশোণিত শুকাতে দোব না,
এই রক্তে—শত্রুরক্তে পিতার তর্পণ,
সাজ সাজ অচিরায় সাজ সৈন্যগণ!
চল ভাই, চল যাই এই প্রেতসাজে,
দুই প্রেতমূর্ত্তি মোরা এই বিশ্বমাঝে।

[ব্যঞ্জনেশ্বরের হস্তধারণপূর্ব্বক বেগে প্রস্থান।

বেগে পূর্ণিকার প্রবেশ।

পূর্ণিকা। কোথা যাস্ কুসন্তান! যাস্‌নে যাস্‌নে!
এখনও ফিরে শোন্—আমি রে বিধবা,
দেখে যা রে বিধবামায়েরে!
ক'রেছিস্ মোরে তুই দুখিনীরমণী,
তবু রে মায়ের প্রাণ হয়নি চঞ্চল,
তবু রে দুর্ভাগ্যপুত্র, মঙ্গলের তরে
তোর আমি ফিরি দ্বারে, তবু আমি—তবু
ওরে ফেলি নাই একফোঁটা অশ্রুনীর।
পাছে ঘটে অমঙ্গল তোর! তাই বলি—
কুসন্তান! এখনও শোন্ মোর কথা,
অযথা অন্যায়রূপে কারও প্রাণে দিস্ না বেদনা।
মার স্নেহ অমূল্যরতন—করিস্ না করিস্ না তারে—
হিংসাবিষে পরিণত! শোন্ দুর্গ! শোন্ দুর্গ!

এখনও বলি শোন্-হায় হায়, না শুনে বারণ,
কি করিব—আমি—আমি চণ্ডালিনী—
পুত্রস্নেহে সকল ভুলিনু!
পতিহন্তা পাপিষ্ঠের প্রতিহিংসা নারিনু সাধিতে।
ধিক্ পুত্র—ধিক্ হেন স্নেহ!
প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর!
কোথা প্রাণেশ্বর! কোথা গেলে তুমি?
অপঘাতে মৃত্যু হ'ল তব—আমি তব নারী—
আমি তার প্রতিহিংসা নারিনু সাধিতে!
অহো! স্নেহ এত কঠিন পাষাণ, কে জানে সংসারে?
কোথা গেল অবোধ কুমার!
কোথা গেল—তবু প্রাণ তার পানে ধায় পিছে পিছে।
যাই—যাই—শোন্ দুর্গ—শুনে যা রে একবার।

[প্রস্থান।

——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[প্রাঙ্গণ]

দুর্গাসুর, দনুকেতন ও ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। প্রথমতঃ পিতৃহত্যা, দ্বিতীয়তঃ সুকাম্যসংহার,
দুই নরমেধযজ্ঞ পূর্ণ আজ সখে!

এবে পূর্ণ কর, আর এক মহাযজ্ঞ মোর।
ধ্বংস কর কাঙ্গোড়নগরী, ধ্বংস কর গোরক্ষনাথেরে।
সৈন্যগণ হইয়াছে অগ্রসর—
আচ্ছা, সেই ভার আমার উপর,
তোমরা দু'জনে, আর এক আশা মোর করহ পূরণ।
যাও দুইজনে অতি সংগোপনে—
কাঙ্গোড়ের রাজপুরীমাঝে—নিশাযোগে।
শুনিয়াছি সেই বামা নিশাশেষে—
একাকিনী দেবগৃহে স্বামিমূর্ত্তি করিয়া স্থাপন—
করে পূজা স্বামীর চরণ।
শোন বন্ধুগণ! সেইকালে—বাহুবলে—
তার কেশ করি আকর্ষণ আনিবে দুয়ারে মোর!

ব্যঞ্জনেশ্বর। না, না, না,—কেশে ধরা হবে না—
তেমন সুন্দরী বামা—আকর্ষণে কেশ নষ্ট হবে।
নেড়ী হ'য়ে যাবে—তাকি হয় বন্ধু—
প্রাণে বাবা, একটুও রসকস নেই দেখ্ছি যে!

দুর্গাসুর। আচ্ছা, যে কোন প্রকারে আন তারে,
ক্ষতি নাহি তায়। যাও যাও বিলম্ব না সয়।

দনুকেতন। চলুন মহাশয়!

ব্যঞ্জনেশ্বর। রও বাবা দয়াময়!
দু দুটো খুন করিয়াছি আজ,
একটু জিরিয়ে নি—

(স্বগতঃ) রকম সকম দেখ্‌চি যা, সে রমণী পেলেও যা—না পেলেও তা! তবু যা হ'ক্ পথে দেখা শোনা, ঐ সময়েই ভাগ' গিয়া ব'লে সুন্দরীকে ব'নে নি'য়ে ঢুক্‌ব'—(প্রকাশ্যে) একটু জিরিয়ে নি।

দুর্গাসুর। না না তা হবে না—

ব্যঞ্জনেশ্বর। তা হবে না, তবে এস ভায়া, দি চোঁচা দৌড়। বন্ধু তুমিও যাও।

[ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান।

দনুকেতন। কুমার! আমি তবে চ'ল্‌লাম। ওহে ভদ্র! একটু দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) ব্যঞ্জনেশ্বর। তা হবে না বাবা, আজ চোর চোর বাজি, দেখাব ভোজের বাজী।

দুর্গাসুর। আর কেন? সকল কণ্টক হইল ত দূর।

তবে পিতৃহত্যা—

কিন্তু একপক্ষে হ'য়েছে সুবিধা!

যাই—সৈন্যগণ বহুপূর্ব্বে ক'রেচে গমন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[কৈলাস]

ভগবতী ও নারদের প্রবেশ।

ভগবতী। দেখ্‌লে নারদ! আমি সন্তানকে কতরূপে বুঝাই? নিশ্চয়ই দুর্গ আমার, আমার শক্তি পূর্ণিকার কথায় এবার সুশান্ত হবে। এখন মিষ্ট কথায় বুঝাচ্ছি, এর পর তিরস্কার ক'রে বুঝাব! আমার ছেলেকে সুপথে আন্‌তে আমি কোন কালে বিস্মৃত হই নি বাবা!

নারদ। গীত।

মা, মায়ের প্রাণ এমনি বটে।
আমি প'ড়েছি শ্যামা ঘোর সঙ্কটে।
ছেলের শত অত্যাচারে মায়ের প্রাণ হয় নি চঞ্চল,
তাই ত ছেলে হয় মা নষ্ট ভেবে নিজে মহাবল,
একি তোর কলকাটি গো পাষাণবেটি,
কি খেলা এর অন্তর্ঘটে।
এত ক'রে বোঝাও বেটি, তবু ছেলে শোনে না,
আবার তুই নাকি মা ইচ্ছাময়ী, তোর সৃষ্টি জীববাসনা,
তবে আজ অবোধ ছেলেয় পেয়ে, কি ভুলাও মা কথার নাটে।

ভগবতী। নারদ! তুমি ত আমার অবোধ ছেলে নও যে, ভুলে যাবে বাবা! আমি এখনও দুর্গের জন্ত কত ক'র্‌ছি

দেখ্‌বে চল! তবে দুর্গ, এখন আমার কথা শুন্‌চে না, তাই নিরপরাধ গোরক্ষনাথের সহিত বিবাদ ক'র্‌তে চ'লেচে। তা যাক্ না, যখন বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, না, এতে গোরক্ষনাথ অপরাধী নয়, তখন মার কথা তার মনে প'ড়্‌বে, তখন আর তার অন্যভাব থাক্‌বে না। চল নারদ! আজ আরও তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এস বাবা!

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[উদ্যান]

রঘুনাথ, শ্যামলাল, মোহনলাল, আনন্দস্বামী, জ্ঞানানন্দ, সুখসত্র প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

দিন যাবে দিন রবে না।
আলোক যাবে আঁধার হবে, আঁধার যাবে আলোক হবে,
আলোক আঁধার, আঁধার আলোক, ভেদাভেদ কি বল না॥
প্রাণের হাসি লুকিয়ে যাবে, প্রাণের বিষাদ বিকাশ পাবে,
বিষাদ আমোদ, আমোদ বিষাদ, ভেদাভেদ কি বল না॥
আমি হ'য়ে তুমি যাবে, তুমি গিয়ে আমি হবে,
তুমি আমি, আমি তুমি, তুমি আমি ভেদ কি বল না॥

আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

অনঙ্গনাথের প্রবেশ।

অনঙ্গনাথ। দেখুন ঠাকুর! আজ আপনাদের সঙ্গে আমার একটা বিষম ঝগড়া আছে।

রঘুনাথ। কেন ভাইজি! আমরা তোর কাছে কি দোষ ক'রেচি ভাই!

অনঙ্গনাথ। দোষ করেন নি? অনেক দোষ ক'রেচেন! আপনারা কেমন খোলাগায়ে, ছাইভস্ম মেখে আনন্দ ক'রে বেড়াচ্চেন, আমাকে ত তা আপনারা ক'র্‌তে দিলেন না? তবে দোষ ক'র্‌লেন না কেমন ক'রে?

মোহনলাল। পাগ্‌লাটা, তাই তুই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌বি? ভাইটা, তুই যে রাজপুত্র! দিনকতক বাদে তুই ত আবার কাঙ্গোড়ের রাজা হবি! রাজা কি ছাইভস্ম মাখে? তবে মণিমুক্তার সৃষ্টি হ'য়েচে কেন দাদা! এ সব ভাই, সন্ন্যাসীর সাজ!

অনঙ্গনাথ। তবে আমি রাজা হব' না; আমি সন্ন্যাসী হব'।

শ্যামলাল। পাগ্‌লাটা, তুই যদি সন্ন্যাসী হবি, তাহ'লে এত বড় রাজ্যটা, এতগুলা সন্ন্যাসীকে কে প্রতিপালন ক'র্‌বে দাদা!

অনঙ্গনাথ। কেন, আমিই ক'র্‌ব। আমার বাপ ত রাজা, আবার তিনি ত সন্ন্যাসী।

রঘুনাথ। যে বয়সের যে ভাই! তুমি বালক, বালকে সন্ন্যাসী সাজ্‌লে, হয় সেই বালককে পাগল ব'ল্‌বে, নয় সং ব'লে লোকে হাস্‌বে।

অনঙ্গনাথ। তা পাগল ব'লে বলুক, সং দেখে হাসে হাসুক! তবু আমি আপনাদের মত হব'। দেখুন ঠাকুর! আমার সন্ন্যাসী হ'তে বড় সাধ হয়! আহা, আপনারা কেমন আনন্দে দিন কাটান! আপনাদের কোন চিন্তা ক'র্‌তে হয় না। আপনাদের কোন ভাবনা নাই। আমি সেদিন তাই রাজপরিচ্ছদ খুলে ফেলে, আপনাদের মত সাজে সেজেছিলাম, বাবা আর আপনিই ত কেবল আমাকে আবার রাজপরিচ্ছদ পরিয়ে দিলেন! কেন ঠাকুর! আমি আপনার কাছে কি অপরাধ ক'রেচি বলুন দেখি? কেন আমাকে আবার রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়ে দিলেন?

রঘুনাথ। ভাইটা পাগ্‌লা রে পাগ্‌লা শ্যামলাল!

অনঙ্গনাথ। হাঁ আমি পাগল। তবু আমি আপনাদের সাজ প'র্‌ব! মাথায় জটা রাখ্‌ব, গায়ে ছাইভস্ম মাখ্‌ব, হাতে চিম্‌টে নোব, "আনন্দ রহো আনন্দ রহো" ব'লে লোকের দ্বারে দ্বারে মহানন্দে ঘুরে বেড়াব। এতে যদি পাগল সাজ্‌তে হয়, তা'ও ভাল! এ পাগলেও আনন্দ আছে, এ পাগলেও হৃদয়ে মহাশক্তি আছে।

মোহনলাল। কেন ভাইটা, তুই এমন সোনার সংসারে আনন্দ পাস্ না?

অনঙ্গনাথ। না, না ঠাকুর! এ সংসারে আবার আনন্দ কোথা? সবটুকু আনন্দ ত আপনারা অধিকার ক'রে নিয়ে আছেন,

আবার আনন্দ কোথায় রেখেচেন যে, আমরা সেইখানে আনন্দ পাব' ?

শ্যামলাল। আনন্দপাস্ না ? "নাম কর, নাম কর" তাহ'লেই আনন্দ পাবি পাগ্‌লাটা !

অনঙ্গনাথ। নাম ক'র্‌ব,—কার নাম ক'র্‌ব ?

রঘুনাথ। দূর্ পাগল, নাম ক'র্‌বি কার, তা জানিস্ না ? ভগবানের নাম ক'র্‌বি !

অনঙ্গনাথ। ভগবানের নাম ত কৃষ্ণ ?

মোহনলাল। হাঁ ভাই ! সেই যমুনাতটচারী কালিন্দিরমণ কাল-বরণ শ্রীকৃষ্ণ। প্রার্থনা কর দাদা।

গীত।

বল কৃষ্ণ বড় মিষ্ট কথা, বল কৃষ্ণ কালীয়কালদমন হরে।
মুকুন্দ মাধব, মাধব মাধব, যাদব কেশব যদুনন্দন মুরারে॥
ডাক ভাই রে, ডাকার মত ডাক সেই রাধানাথে,
মৌনে, ধ্যানে, জ্ঞানে, তুমি, পূরক, কুম্ভক, রেচক, যোগপ্রাণায়াম,
সে যে যোগীর যোগালয়ের গুপ্তনিধি,
তারে চিন্‌লে না আজও হরবিধি,
আসার সুখসম্পত্তি, কিছু নয় ছার আসক্তি,
পদে পদে তার বিপত্তি,—দেখায় সুখমরীচিকা।:—
(ওরে বড় তৃষ্ণার সময় সে দেখায় মরীচিকা।)
জীব ভ্রান্ত হ'য়ে ছুটে জলের আশায়,
সে ত জল নয়—জল নয়, অনলকণা তায়, হায় হায় রে—

(তখন সেই নাম বিনে আর গতি নাই ভাই)
মাধব মধুসূদন, কেশব কেশীমর্দ্দন, রক্ষ মাং কালকালীয়হরে॥

ভজনলাল। তখন ধ্যান ক'র্‌তে হবে।
(এমন দিন আস্‌বে তোমার,)
ওরে কূল না হেরে সে অকূলে, অনন্তপাথার—
ঘোর বৈতরণীপারে যেতে, সেই বংশীবটমূলে—
কাল কালিন্দীকূলে কেলীরত সেই কিশোর নটবরসাজ,
ত্রিভঙ্গেতে আঁকা বাঁকা, চূড়ায় রাখা শিখিপাখা,
অলকা তিলকায় শোভে ব্রজরাজ,
অতি কমকম পরিপাটী, পরণেতে পীতধটি,
গলকটিবেড়া বনফুল সাজ।
করেতে মোহন বাঁশী, অধরে সুধার হাসি,
বামে কিশোরী যেন হারায়েচে লাজ॥
(ভাব কি ভাব রে, যারা ভাবের ভাবুক তারাই জানে,
এ যে যোগসমাধির শেষের ভাব রে,—
যারা ভোগ ক'রেচে, এ যে তাদেরই সম্ভোগ)

সুখসত্র। এ যে ভক্ত-হৃদে নিত্য লীলা, নিত্য প্রভুর নিত্য খেলা,
ভক্ত হৃদি বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে ভক্তসনে,
প্রভুর সহ নিশিদিনে, মধুর মধুর মহামিলন,
তখন জপ সাধনার নাই প্রয়োজন, মধুচক্রের মক্ষির পতন,
প্রেমময়ের প্রেমমধু পিয়ে হবি অচেতন,
(তখন থাক্‌বে না অহং ভাব রে, তুই আপন ভাবে হবি বিভোর,
তোর পঞ্চেন্দ্রিয় মিশ্‌বে গিয়ে শ্রীচৈতন্যে)

অনঙ্গনাথ। এ নাম ক'র্‌লেই আনন্দ পাব?

রঘুনাথ। এ নাম ক'র্‌লেই আনন্দ পাবি।

অনঙ্গনাথ। জটা, ছাইভস্ম, চিম্‌টে কিছুই চাই না?

রঘুনাথ। কিছুই চাই না ভাইটা, কিছুই চাই না।

অনঙ্গনাথ। না কিছুই চাই না বৈকি, জল তুল্‌ব, কলস না থাক্‌লে জল থাক্‌বে কিসে?

রঘুনাথ। হো হো, শ্যামলাল! ভাইটার কথা শুন্‌লি, ভাইটার কথা শুন্‌লি?

শ্যামলাল। ভাইটা! জল রাখ্‌তে হ'লেই কলসীর আবশ্যক বটে, কিন্তু কলসীটা প্রস্তুত ক'র্‌তে হবে ত। তা নৈলে কলসী কোথা পাবি ভাইটা।

অনঙ্গনাথ। তা হ'লে কলসী কোথায় পাব, তাই ব'লে দিন্। ভগবানের নাম ক'র্‌তে হ'লে, জটা, ছাইভস্ম, চিম্‌টে আবশ্যক, আবার সেই ছাইভস্ম চিম্‌টে জটা নিতে গেলে তার কাজও আবশ্যক; ব'লে দিন্ কি কাজ ক'র্‌লে এই সকল জিনিষ পাওয়া যাবে?

রঘুনাথ। ভাই রে! সংসারে এসেচ, সংসারের কাজ কর, সংসারের অভাব মোচন কর, তাহ'লে এই সকল জিনিষের অধিকারী হবে। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেচ, ভাই, ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন ক'রে, কর্ম্মকাণ্ড সমাপ্ত ক'রে লও; তবে জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ ক'র্‌বে। এই দেখ্ ভাই, বাগানে ফুল ফুটেচে, এরা ঈশ্বরের কার্য্যে প্রয়োজন হবে; তবু কেমন বায়ুহিল্লোলে খেলা ক'র্‌চে, আপনার সুগন্ধ সংসারের জীবকে

বিতরণ ক'র্‌চে ! এরই নাম কর্ম্ম দাদা, এরই নাম কর্ম্ম ! এস শ্যামলাল ! আমরা পূজামন্দিরে প্রবেশ করি গে।

শ্যামলাল। চলুন।

সকলে। আনন্দ রহো, আনন্দ রহো।

[অনঙ্গনাথ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

অনঙ্গনাথ। সংসারে এসেচি, সংসারের কাজ ক'র্‌তে হবে, তা না হ'লে, ভগবানের নামের অধিকারী হওয়া যায় না। কিন্তু সংসারের কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি আমার জীবনের সীমা অতিবাহিত হয়, তাহ'লে কি হবে ? তাহ'লে ত এ জন্মে ভগবানের নাম করা হ'ল না ! ও কে আসে ? বান্ধুলি নয় ! আমার বাল্যজীবনের আমোদিনী প্রাণের আনন্দদায়িনী প্রিয়তমা বান্ধুলি ! বান্ধুলি বালিকা, কিন্তু জ্ঞানে প্রৌঢ়া, বান্ধুলিকেই এ কথা জিজ্ঞাসা করা যাক্‌। এস ভগিনি ! আজ তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হ'য়েচি।

বান্ধুলির প্রবেশ।

বান্ধুলি। অনঙ্গ ! আর তুমি ত ভাই বালক নও, এখনও তুমি আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে কাজ ক'র্‌বে ?

অনঙ্গনাথ। বান্ধুলি ! কি শুভক্ষণে তোমাতে আমাতে শুভদৃষ্টি হ'য়েছিল, তা ব'ল্‌তে পারি না। দেখ বান্ধুলি, তোমায় কোন

কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে ক'র্‌তে গেলে আমি যেন সে কাজে উৎসাহ পাই না। কেন বল দেখি বান্ধুলি!

বান্ধুলি। আমি যে অনঙ্গনাথের মন্ত্রী হই গো! তাই ত মন্ত্রীর মন্ত্রণা না পেলে, রাজার কাজে মন লাগে না।

অনঙ্গনাথ। সত্যই বান্ধুলি, তুমি যদি স্ত্রীলোক না হ'য়ে, আমাদের মত পুরুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমি তোমায় মন্ত্রী ক'রে কাঙ্গোড়রাজ্যের শোভাশ্রী বর্দ্ধন ক'র্‌তাম।

বান্ধুলি। অনঙ্গ! তুমি নিতান্ত অবোধের ন্যায় কথা ব'ল্‌চ কেন? আমি যদি পুরুষ হ'য়েই জন্মগ্রহণ ক'র্‌তাম, তাহ'লে কাঙ্গোড়ে আমিই ত রাজা হ'তাম। তাহ'লে যে অনঙ্গ, তোমাকেই আমার মন্ত্রী হ'তে হ'ত!

অনঙ্গনাথ। বেস, তাহ'লে তোমার রাজ্য আমি একদিনেই উৎসন্ন দিতে পার্‌তাম। আমাকে মন্ত্রী ক'র্‌লে, তোমার রাজ্যের উন্নতিশ্রী শীঘ্রমধ্যেই আমি দেখাতে পার্‌তেন।

বান্ধুলি। অনঙ্গ, "সংসারে যে বড় হ'তে চায়, সে কখন আপনাকে বড় ব'লে পরিচয় দেয় না," তোমার মন্ত্রী বান্ধুলি এটা বেস জানে। যাক্‌, এখন কি কাজে আবার মন্ত্রণার প্রয়োজন হ'য়েচে বল? মন্ত্রী উপস্থিত। রাজাবাহাদুর! আদেশ করুন।

অনঙ্গনাথ। বান্ধুলি! সংসারের কাজ ক'রে ভগবানের নাম ক'র্‌তে হয়, কিন্তু সংসারের কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তাহ'লে ভগবানের নাম ত করা হয় না?

বান্ধুলি। সংসারের কোন্ কাজ অনঙ্গ!

অনঙ্গনাথ। সংসারের যে সকল কাজ আছে।

বান্ধুলি। জীবনব্যাপী কাজ, না দৈনিক কাজ?

অনঙ্গনাথ। জীবনব্যাপী কাজ, তাই মনে কর।

বান্ধুলি। তা হ'তে পারে না, অনঙ্গ! সংসারে এমন অনেক কাজ আছে, যা দুইজীবনে সম্পন্ন করা যায় না। এক জন্ম কেন, হয় ত কোটীজন্মেও শেষ হয় না। তাহ'লে কি দুই জন্ম বাদ দিয়ে ভগবানের নাম ক'র্‌বে? তা নয় অনঙ্গ! সংসারের দৈনিক কাজ ক'রে, ভগবানের নাম ক'র্‌তে হয়। এইরূপে ভগবানের নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে ইহজন্মের কাজ যখন শেষ হবে, তখন সংসার হ'তে বেরিয়ে প'ড়ে অবিশ্রান্ত ভগবানের নাম ক'র্‌তে হয়। কেন, সেদিন ত তোমার নিকটেই বাবা ব'ল্‌ছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারে থাক্‌বে, তার পর বানপ্রস্থে যাবে। অনঙ্গ, এ ত সেই সকল কথার রূপান্তর মাত্র।

অনঙ্গনাথ। হাঁ মন্ত্রিমহাশয়! তবে আর ব'ল্‌ছিলাম কেন?

বান্ধুলি। হাঁ রাজাবাহাদুর! কথায় কথায় এত রাজভোলা হও [illegible]?

অনঙ্গনাথ। আমার রাজ্যের মধ্যে বান্ধুলি ব'লে একটা এরূপ স্ত্রীলোক আছে যে, তাকে চোখে চোখে না রাখ্‌লে আমার মতিভ্রম ঘটে।

বান্ধুলি। তাহ'লে সেই মেয়েটা বড় দুষ্ট রাজাবাহাদুর! তার রাজনিয়মে কিছু কঠিন সাজা হওয়া উচিত।

অনঙ্গনাথ। নিশ্চয়! আজই তাকে সাজা দোব। এই এখনি দিচ্চি। (বান্ধুলির করধারণপূর্ব্বক) "আজ তুমি সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত, এ উদ্যান হ'তে কোথাও যেতে পাবে না!" এই রাজা-বাহাদুরের আজ্ঞা।

বান্ধুলি। যে আজ্ঞা মহারাজ!

অনঙ্গনাথ। তবে মন্ত্রিমহাশয়! আজ আমি আপনাকে একটী রাজোপঢৌকন দোব, নেবেন ত?

বান্ধুলি। রাজার আজ্ঞায় যখন রাজ্য শাসিত হয়, তখন রাজার আজ্ঞা তাচ্ছল্য ক'র্‌লেও ত রাজদণ্ড হ'তে পারে।

অনঙ্গনাথ। এ রাজ্য মন্ত্রিতন্ত্র-প্রণালীর অধীন, সুতরাং রাজার আদেশ—মন্ত্রীমহাশয়ের আদেশের উপর নির্ভর।

বান্ধুলি। তাহ'লে মন্ত্রীর আদেশ—রাজদত্ত উপঢৌকন মন্ত্রীর পরম গৌরবের সামগ্রী। রাজদত্ত সামগ্রী মন্ত্রী সাদরে গ্রহণ ক'র্‌বে।

অনঙ্গনাথ। তাহ'লে আসুন মন্ত্রিমহাশয়! আপনি এই স্থানে দণ্ডায়মান হউন, আমি আপনাকে কুসুমমালিকায় মধুর বিনোদ-সজ্জায় আজ সজ্জিত করি! কাঙ্গোড়রাজ্যের মন্ত্রীপতি অনঙ্গনাথের মন্ত্রী কুসুমসজ্জায় সজ্জিত হ'লে, কিরূপ [illegible]না-মুগ্ধকর—প্রীতিকর হয়, তাই দেখ্‌বার একান্ত বাঞ্ছা।

(বান্ধুলিকে কুসুমসজ্জায় সজ্জিত করণ)

বান্ধুলি। রাজাবাহাদুর! কেমন হ'য়েচে ত? তাহ'লে এবার মন্ত্রীর তুচ্ছ উপঢৌকন বোধ হয়, মহারাজের অনাদরের সামগ্রী হবে না?

অনঙ্গনাথ। না, না, তা কি হয় মন্ত্রিমহাশয়!

বান্ধুলি। তাহ'লে আস্থন, এ রাজ্য যখন আপনার, এবং মন্ত্রীও যখন আপনার, তখন এ রাজত্বের সকল বস্তুই আপনার। স্থতরাং আপনারই দত্ত কুস্থমমালিকা আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করি, আপনি সাদরে গ্রহণ করুন।

(মালিকা প্রদান)

বান্ধুলি। গীত।

ধাও রে কুস্থমমালা আমার প্রভুর পায়।
আদর যতন পাবে হ'তে আদরিণীকায়॥
সোহাগে দিবে কোমল কর,
আদরে ধরিবে হিয়ার'পর,
তুমি হাসিবে নাচিবে থরে থর,
তোমার মনের মত কত কথা কহিবে তোমায়॥

অনঙ্গনাথ। গ্রহণ ক'র্লাম, আবার আপনাকে প্রদান ক'র্চি।

(প্রত্যর্পণ)

গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষনাথ। ভাই করঙ্গ! বালকবালিকার নির্দোষ প্রমোদ, কিরূপ আনন্দকর দেখ্চ? কুমার অনঙ্গ যেন শক্তিকুমার কার্ত্তিকেয়, আর মা বান্ধুলি আমার যেন চিরকুমারী দেবসেনা! একটী জ্যোতির দুইটী পুরুষপ্রকৃতি ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ

হ'য়ে, এই কাঙ্গোড়রাজোদ্যানে অলোকললামভূত সৌন্দর্য্যের লীলাচঞ্চল মধুরিমা বিস্তার ক'র্চে! দেখ ভাই করঙ্গনাথ, দুটীর যেন একটী প্রাণ! দুটী যেন একটী হ'য়ে গেচে! পরস্পর যেন এক আত্মা হ'য়ে বাল্যের মধুর কাল আপনাদের আয়ত্ব ক'রে ফেলেচে! কুমার কুমারীর গলদেশে পুষ্পরচিত বিনোদকোমল হার পরিয়ে দিচ্চে, আর কুমারী হাস্যপ্রফুল্লনলিনীর ন্যায় স্থিরদৃষ্টে কুমারের হাস্যপূর্ণ বদনমাধুরী দর্শন ক'র্চে! আ-মরি মরি—

করঙ্গনাথ। আর্য্য! আমরা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে কুমারকে প্রাপ্ত হ'য়েছিলাম! কুমার যেন একখানি আনন্দের নির্ম্মল চিত্র। বাছার হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত আমি কোন দিন কোন কালিমার রেখা দর্শন করি নাই! সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, সর্ব্বদাই আনন্দের লীলানূপুর যেন বাছার পদে মুখরিত! আমি কুমারকে দেখ্‌লে, আপনাকে আপনি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ি। কুমার যেন আপনার ঔরসজাত পুত্র ব'লে বোধ হয়, নতুবা এমন আত্মজড়িত মধুর আনন্দ কুমার হ'তে উপস্থিত হয় কিসে আর্য্য!

গোরক্ষনাথ। ভাই করঙ্গ! আমারও যেন তাই বোধ হয়। যা হ'ক্, তোমায় বলি শোন, মা বান্ধুলিকে আমি কুমারকে অর্পণ ক'র্‌তে ইচ্ছা করি, এ বিষয়ে তোমার কি কোন আপত্তি আছে ভাই!

করঙ্গনাথ। আর্য্য! আপনি যেন জ্যোতিষগণনীয় আমার

হৃদয়ের গুপ্ত কথা সহসা বাহির ক'রে দিলেন। আমি প্রায়ই এ বিষয়ে চিন্তা করি; সময় ও সুবিধা পাই না ব'লেই আপনাকে এতদিন কোন কথা প্রকাশ করি নাই। আর্য্য! এক্ষণেই সে শুভ কার্য্য সমাধা ক'র্‌তে আমার ইচ্ছা।

অনঙ্গনাথ। (চমকিতভাবে) আপনারা এসেচেন? বান্ধুলিকে আমি ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দিচ্চি, বান্ধুলি ফুল বড় ভালবাসে।

করঙ্গনাথ। বাবা, তুমি আমাদের ফুলরাজা, আর বান্ধুলি আমাদের ফুলরাণী। তাই তোমাদের বাল্যজীবনে এত ফুলময়ী ভালবাসা।

বান্ধুলি। না বাবা, অনঙ্গ রাজা হ'য়েচে, আর আমি তার মন্ত্রী হ'য়েচি। অনঙ্গ রাজা হ'য়ে আমাকে ফুলের মালা নজর দিলে, আর আমিও রাজার সম্মানের জন্য ফুলের মালা নজর দিচ্ছিলাম।

গোরক্ষনাথ। কেন মা, অনঙ্গ আমার রাজা, আর তুমি মা আমার রাণী।

বান্ধুলি। না জেঠামশায়, অনঙ্গ আমায় মন্ত্রী ক'রেচে, অনঙ্গ ব'লে "বান্ধুলি, আমি রাজা হ'লে, তোমায় আমি মন্ত্রী ক'র্‌ব!"

গোরক্ষনাথ। কুমার তোমায় মন্ত্রী ক'র্‌বে, আর আমরা তোমায় রাণী ক'র্‌ব।

[illegible]থ। না বাবা, বান্ধুলির যুক্তিপরামর্শ খুব ভাল। আমি ওর যুক্তিপরামর্শ নিয়েই কাজ করি।

করঙ্গনাথ। দয়াময় নাথ! তুমিই সত্য। কে কোথায় হ'তে বালকবালিকার হৃদয়ক্ষেত্রে, ভবিষ্যৎ আনন্দের উৎস স্থাপন ক'রে, এ বাল্যজীবনকে তাদের এত অমৃতময় ক'রে তুল্লে? দয়াময় নাথ! এ সকলই তোমার লীলা! এই কর' করুণানিদান! এ বালকবালিকার কাব্যময় জীবন যেন দীর্ঘকালব্যাপী হয়। কিসের কোলাহল? আর্য্য! শুনুন, শুনুন! দেবীর কণ্ঠস্বর নয়?

বেগে কৃত্তিকা ও সুরজার প্রবেশ।

কৃত্তিকা। কোথা প্রভু! প্রাণের দেবর!
কে আছ কোথায়? অকস্মাৎ ঘটিল প্রলয়!

সুরজা। নাথ! ভীমদরশন দস্যু দুইজন,
পূজাগৃহে আগমন করিল সহসা,
করিলাম ভয়ে চীৎকার, তথা হ'তে দিদি, হ'লে আগুসার,
দুরাচার দস্যু দ্রুতপদে প্রবেশিল অই দূরবনে!
নাথ নাথ, এখনও কণ্টকিত গাত্র মোর!

কৃত্তিকা। প্রভু! প্রভু! ভয়ঙ্কর রাক্ষস তাহারা,
দুষ্ট অভিপ্রায়ে এসেছিল পূজার মন্দিরে।

গোরক্ষনাথ। ভাই রে করঙ্গ, চল যাই চল ভাই দেখি
একি অভ্যাপাত ঘটে অকস্মাৎ!

করঙ্গনাথ। যাও দেবি! অন্তঃপুরে; যাও মা বান্ধুলি,
যাও দেবি কুমারে লইয়া!

[দ্রুতপদে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[বনপথ]

নেপথ্যে—দনুকেতন ও ব্যঞ্জনেশ্বর। এখনও পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা কর্। নতুবা খড়্গাঘাতে প্রাণের আশা ত্যাগ কর্।

নেপথ্যে—ছদ্মবেশী ইন্দ্র ও জয়ন্ত। যোগিগণের তপোপ্রভায় প্রাণ তাদের নিজ আয়ত্বের মধ্যে। তোদের বীরদম্ভে যোগীর প্রাণ ভীত নয়।

দনুকেতনকে বন্ধনপূর্ব্বক ইন্দ্র ও ব্যঞ্জনেশ্বরকে বন্ধনপূর্ব্বক জয়ন্তের প্রবেশ।

ব্যঞ্জনেশ্বর। ও বাবা কেউটের বাচ্চা,এবার ছেড়ে দাও, তোমার বিষ, বড় জবর বিষ বাবা, এমনি ডংশেচ—প্রাণ একেবারে চীৎপটাং হবার যোগাড় ধ'রেচে বাবা !

দনুকেতন। দুর্ব্বৃত্ত! জান নাই যে, আমরা কে? এখনও ..চ, নিজের কুশলের জন্য আমাদিগে বিনা আপত্তিতে পা.. ত্যাগ কর্।

ইন্দ্র। ..ার, সেই পরিচয়ই আমরা চাই।

দনুকেতন। সে আশা বৃথা!

বল্ পাপাত্মা, তোরা কে? কি জন্য দেবী সুরজার ...র্ম ... প্রবেশ ক'রেছিলি বল্?

ব্যঞ্জনেশ্বর। আজ্ঞে—আমরা মানুষ, একপদ। হুজুর দেখ্‌তেই পাচ্চেন! তবে ও লোকটা আগে চার ঠ্যাংয়ে ছিল, এই হুজুরদের সাক্ষাৎ পেতেই দুঠ্যাংয়ে হ'য়ে হাম্‌লাচ্চে! আমি ঠিক দুঠ্যাংয়ে মানুষ হুজুর! তবে একটা ঠ্যাং বেটোক্করে গেচে।

জয়ন্ত। পাপবুদ্ধি! এখনও কৃত্রিমতা পরিত্যাগ কর্, বেস সরলভাবে সরল কথায় উত্তর দান কর্।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর, একটু আলগা দিন, নৈলে কথা ঠেকে ঠেকে যাচ্চে, বেস সরলভাবে উগ্‌রচ্চে না!

ইন্দ্র। চোর! এখনও ব'ল্‌চি সত্যপরিচয় দান কর্!

দনুকেতন। পরিচয় পাবার সম্ভাবনা নাই, তজ্জন্য তোমার ইচ্ছামত ব্যবহার ক'র্‌তে পার, তার জন্য আমরা কাতর নই।

ব্যঞ্জনেশ্বর। দয়াময়! গতিক বড় ভাল নয়! এ দুটো নিশ্চয়ই অপদেবতা, নতুবা বাবা—বনমানুষের রাজ্যে এমন কিম্ভূত বেয়াড়া বলবান্ মেলা দুষ্কর! যা হয় একটা ব'লে ফেলে পালাই এস।

জয়ন্ত। দুরাত্মন্! এখনও ব'ল্‌চি—সত্যপরিচয় দে।

(স্কন্ধ আকর্ষণ)

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর! আর টিপন্ দিও না বাবা, তোমার আঙুলের গাঁট শালপিয়ালের গাঁট হ'তেও বড় শক্ত! বড় দৌড়েচি, একটু জিরেন দাও বাবা!

ইন্দ্র। সৌভাগ্য! পাপাত্মাগণকে এই অশোকবৃক্ষে বন্ধন ক'রে, এদের মস্তক দ্বিখণ্ড কর।

জয়ন্ত। আয় অদূরদর্শিগণ! এইবার নিজকৃত পাপকার্য্যের পরিণাম দর্শন ক'র্‌বি আয়।

ব্যঞ্জনেশ্বর। বাবা—আমাকে কেন জুলুম ক'র্‌চ? আমি ত ব'ল্‌তে রাজি আছি। কেবল ঐ চারঠেংয়ে বেটা আমার গর্দ্দানটা দেওয়াচ্চে! এক কাজ কর, ঐ বেটাকে আগে ছেড়াং দাও, তারপর গোলামকে যা ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌বে।

জয়ন্ত। তুই ওকে ভয় ক'র্‌চিস্ কেন? তুই প্রকাশ কর্ না।

দনুকেতন। বালক, বীরের প্রাণ এত লঘু নয় যে, তোমার অসির ভয়ে নিজপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবে।

ইন্দ্র। ধিক্ ধিক্ চণ্ডাল, ব'ল্‌তেও লজ্জা হ'চ্চে না? নিশা-যোগে নিঃশব্দে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করাই ত বীরের লক্ষণ! বীরাত্মার সদ্ব্যবহার! সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্যকে আর আশ্রয় দেওয়া বিহিত নয়, শীঘ্র পাপাত্মার শিরশ্ছেদন কর।

জয়ন্ত। আয় দুর্ব্বৃত্ত—ভীরু! এখনও আত্মপরিচয় দে। এই দেখ্—সুদীর্ঘ শাণিত লম্বিত অসি, তোদের রক্ত পানের জন্য এবার আমার হস্তে কোষোন্মুক্ত হ'য়ে নৃত্য ক'র্‌চে!

ব্যঞ্জনেশ্বর। ও বাপ্ রে! বুজো বাবা! ও বাবা রে—কি চক্‌চকে তলোয়ার রে! ব'ল্‌চি বাবা—প্রাণটায় মেরো না, ব'ল্‌চি বাবা! বলি দয়াময়! আর সাম্‌লাতে পার্‌লেম না।

[illegible]। শৃগালশাবক! এখনও আত্মসম্বরণ কর! তুমি জান যে কার দৌত্য কার্য্যে আজ নিয়োজিত? এখনও

সাবধান হও, এ প্রাণের জন্য বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য কর’ না!

ব্যঞ্জনেশ্বর। কিসের বিশ্বাসঘাতকতা হে! আমার প্রাণটা তা ব’লে জলাঞ্জলি দিয়ে চ’লে যাই! বলে—আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম! আমিই যদি ম’লাম, তাহ’লে কি আমার পুণ্যি নিয়ে ধুয়ে খাব! না বাবা—ব’ল্‌চি, তলোয়ারটা আমার দিকে ঝুঁকিও না—বুজোও বাবা!

জয়ন্ত। বল্ শীঘ্র বল্! আজ তোদের অস্ত্রে তোদেরই জীবন সংহার ক’র্‌ব।

ব্যঞ্জনেশ্বর। ও বাপ্ রে! ব’ল্‌চি বাবা! ওগো, কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর গো, ওগো ছটো ভূত এসে আমাদের কন্দ ধ’রেচে গো! ও বাপ্ রে—এদেশ ভূতের মুলুক রে!

জয়ন্ত। বল্ দুরাশয়! শীঘ্র বল্।

ব্যঞ্জনেশ্বর। ও বাবা গো—মেজে গো—রক্ষা কর গো! এ কোন্ মুলুক গো—মার্‌লে গো—প্রাণ যায় গো—

গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথের বেগে প্রবেশ

উভয়ে। ভয় নাই, ভয় নাই! আর্ত্ত, ভীত, শরণাগত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড এ রাজ্যে কখন হয় না। ভয় নাই, ভয় নাই!

দনুকেতন। মহাশয়! আসুন! এরা আমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার ক’র্‌চেন।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর—মা বাপ—রক্ষা কর হুজুর!

গোরক্ষনাথ। (ইন্দ্রের প্রতি) মহাশয়! আপনারা কে?

ইন্দ্র। আপনি কে?

করঙ্গনাথ। ইনি কাঙ্গোড়রাজ প্রভু-সোমনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গোরক্ষনাথ।

ইন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করি, তোমারা দীর্ঘজীবন লাভ কর। বৎস! এই দুই পাপাত্মা অদ্য তোমাদের রাজোদ্যানে নিশাযোগে মা সুরজাদেবীর পূজার মন্দিরে গুপ্তভাবে প্রবেশ করে। পরে ঐ অদূর বৃক্ষমধ্যে আত্মগোপন ক'রে লুক্কায়িত থাকে। আমরা সন্ন্যাসী, সোমনাথ রাজসভায় গমন ক'র্‌ছিলাম। রাজোদ্যানের মধ্যে সভয়বামাকণ্ঠের ধ্বনি শুনে পাপাত্মাগণকে ধৃত ক'রেচি। এদের প্রাণনষ্ট ক'র্‌তে চাই না, কেবল আত্মপরিচয় দান ক'র্‌তে ব'ল্‌চি।

করঙ্গনাথ। তোমরা আত্মপরিচয় দান কর না কেন? তাহ'লে উনি যা ব'ল্‌চেন, সবই সত্য?

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর, হাতে পাতে যখন ধ'রেচে, তখন না ব'ল্‌লেই কি বিশ্বাস ক'র্‌বেন?

গোরক্ষনাথ। সুতরাং আত্মপরিচয় দান ক'রে অমূল্যপ্রাণ ব'লে পরিচয় দাও।

দনুকেতন। আমাদের প্রভুর নিষেধাজ্ঞা।

গোরক্ষনাথ। ওঃ বুঝেচি, তাহ'লে তোমরা সেই বংশভস্ম পিতৃহন্তা দুর্গাসুরের অনুচর।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর মা বাপ! যখন বুঝেছেন, তখন—

গোরক্ষনাথ। হাঁ—তথন আর দণ্ডের ব্যবস্থা কেন? সত্যই ব'লেচ, পিশাচের দাস পিশাচাধম! দিন্ মহাশয়! ওদিগে পরিত্যাগ করুন। ভীত, আর্ত্ত, শরণাগত ব্যক্তি সহস্র অপরাধী হ'লেও, তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হ'তে পারে না। আপনারা তেজোময় মহাপুরুষ! আপনাকে আমরা প্রণাম করি। (উভয়ের প্রণাম)

জয়ন্ত। (বন্ধন মোচনপূর্ব্বক) দূর হও, চোর লম্পট!

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুরের মঙ্গল হ'ক্।

[দনুকেতন ও ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রস্থান।

করঙ্গনাথ। আপনারা?

ইন্দ্র। বৎস! আমরা বানপ্রস্থী সন্ন্যাসী।

গোরক্ষনাথ। আপনারা নির্ব্বিকার মহোত্তম, অদ্য যে হৃদয়ে যেরূপ সাহসিকতা ও পরোপকারিতা প্রদর্শন করেচেন, তা দেবতা ভিন্ন অন্য হৃদয়ে সম্ভব হ'তে পারে না। এক্ষণে দাসের বাটীতে পাদ্যঅর্ঘ্য গ্রহণ ক'র্লেই দাস চরিতার্থ লাভ করে।

ইন্দ্র। বৎস! তোমার সৌজন্যে যথেষ্ট পরিতোষ লাভ ক'র্লাম। সৌভাগ্য, এঁরাই সেই সোমনাথবংশের গুণধর নীতিবান্ মহাপুরুষ! এরাই এই মর্ত্ত্যধামে অমর দেবতা!

জয়ন্ত। মহানুভব যোগীন্দ্র! আজ মহাপুরুষদর্শনে, আ... চর্ম্মচক্ষু পবিত্র হ'ল। বাস্তবিকই এরা ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্ত

বীরাত্মা। এঁদের অমানুষিক তেজোদৃপ্ত কলেবর দর্শন ক'র্‌লেও মহাপুণ্যের সঞ্চার হয়।

ইন্দ্র। বৎস! সেই জন্যই আমি আজ তোমায় ল'য়ে কাঙ্গোড়-রাজধানীতে আগমন ক'রেছিলাম। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পথিমধ্যে মহাত্মাগণের সহিত সাক্ষাৎ হ'ল।

(নেপথ্যে—তূর্য্যধ্বনি)

গোরক্ষনাথ। ভাই করঙ্গ! অকস্মাৎ অদূরে তূর্য্যনিনাদ উত্থিত হ'ল কেন ভাই?

করঙ্গনাথ। পুনরায় যেন শ্রুত হ'চ্চে!

(নেপথ্যে—পুনঃ তূর্য্যধ্বনি)

ইন্দ্র। মহাভাগ! এ নিশ্চয়ই দুর্গাসুরের তূর্য্যধ্বনি! পাপাত্মা নিশ্চয়ই পুরী আক্রমণ ক'র্‌চে!

জয়ন্ত। ঐ শুনুন—অশ্বারোহীসৈন্যের অশ্বখুরনিনাদ!

(নেপথ্যে—জয় দুর্গাসুরের জয়)

গোরক্ষনাথ। উপায়! ভাই করঙ্গ উপায়! আমাদের ত যুদ্ধ-সজ্জার কোন আয়োজনাদি নাই! উপায়?

করঙ্গনাথ। নিরুপায়ের উপায়—বল—সহায় সকলই সেই নিরু-পায়ের উপায়—মধুসূদন! দাদা, মধুসূদন আছেন, তিনি রক্ষা ক'র্‌বেন।

গোরক্ষনাথ। তিনি ভিন্ন এ দীনদরিদ্রগণের উপায় নাই তা জানি, তথাপি ভাই, আমাদের কার্য্য আমাদের করা'ত কর্ত্তব্য। কর্ম্ম কর্‌তে এসে সর্ব্ব সময়ে সকল কর্ম্মের

ফল অর্পণ ক'রে কর্ম্ম ক'র্‌তে হবে। ভাই করঙ্গ, সে কর্ম্মের উপায় কি? ঐ শোন—ঐ ভাই, আবার সেই জয় ঘোষণা ক'র্‌চে!

(নেপথ্যে—জয় দুর্গাসুরের জয়)

ইন্দ্র। বৎস গোরক্ষনাথ! চতুর্দ্দিকই দানবসৈন্যে পরিপূর্ণ হ'য়েচে! আর তুমি এ স্থান হ'তে বহির্গত হ'তে পার্‌বে না!

গোরক্ষনাথ। যোগিবর! তাহ'লে উপায়? পিতা সোমনাথের অন্তঃপুর বোধ হয়, তাহ'লে দানবসৈন্য পরিবৃত!

করঙ্গনাথ। তাহ'লে নিশ্চয়ই তাই! মধুসূদন! কি ক'র্‌লেন!

জয়ন্ত। আপনারা কাতর হবেন না, আমরা আছি; আমরা আপনাদিগে রক্ষা ক'র্‌ব। আমরা আজীবন ফলমূলসেবী হ'লেও অস্ত্রবিদ্যায় নিতান্ত পরাঙ্মুখ নই! যোগীন্দ্র! আপনার আদেশমাত্র অপেক্ষা!

ইন্দ্র। বৎস! তুমি আমার প্রধান শিষ্য! বিপন্নকে রক্ষা করা আমাদের যোগীজীবনের ধর্ম্ম! এক্ষণে সেই ধর্ম্ম রক্ষার সুযোগমুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'য়েচে! পরোপকাররূপ মহাব্রত উদ্‌যাপনের এই শ্রেষ্ঠ সময়। যাও বৎস! অগ্রসর হ'য়ে যাও, আততায়ী দুর্ব্বৃত্ত দানবসৈন্যগণকে পদদলন ক'রে, মহাপুরুষগণকে শত্রুশূন্য কর গে যাও! আসুন—আমরা ততক্ষণ এই সঙ্কীর্ণ বনপথমধ্যে গমন করি।

জয়ন্ত। তাই আপনারা আসুন, আমি সম্মুখের পথ অবরুদ্ধ

ক'রে শত্রু-আগমনের পথ রুদ্ধ ক'রে দণ্ডায়মান থাকি গে! দেখি, কোন্ শক্তিমান্ এ পথে প্রবেশ করে?

[প্রস্থান।

নেপথ্যে—জয় সোমনাথজী কি জয়, জয় সোমনাথজী কি জয়!

করঙ্গনাথ। আর্য্য! আমাদের চির পৃষ্ঠপোষক সন্ন্যাসিগণ জয় ঘোষণা ক'র্‌চেন।

ইন্দ্র। শুধু জয় ঘোষণা নয় বৎস! ওঁরা সকলই সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে, আপনাদের যোগীজীবন পরোপকার ব্রতে সার্থক ক'র্‌চেন। চল বৎস, আর অপেক্ষা কর' না! আর আমাদের কোন ভয় নাই, আমার প্রধান শিষ্য সৌভাগ্য একাই সম্মুখের পথ রোধ ক'র্‌তে সমর্থ হবে। সুতরাং এ পথে আর কোনরূপে শত্রুভয় নাই। আমি আপনাদিগে ল'য়ে নিরাপদে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌ব! সেই স্থানে আপনারা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে শত্রুসমরে প্রবিষ্ট হ'তে পার্‌বেন। কোন ভয় নাই, যতক্ষণ এ বৃদ্ধ যোগীর দেহে বিন্দুমাত্র শোণিতবিন্দু বর্ত্তমান থাক্‌বে, ততক্ষণ আপনারা নিরাপদ জান্‌বেন। এক্ষণে শীঘ্র চলুন।

গোরক্ষনাথ। দয়াময়! তুমিই সত্য! লীলাময়! এ তোমার কি লীলা?

করঙ্গনাথ। মধুসূদন! তুমিই জান দয়াময়—এ গভীর ঘটনার রহস্য কি?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[যুদ্ধক্ষেত্র]

নারদের প্রবেশ।

নারদ। গীত।

আর "মা মা" ব'লে ডাক্‌ব না, দেখ চেয়ে শ্রীমধুসূদন।
মায়ের সকল ছেলে সমান ব'লে—হয় ধরায় অতি প্রলয় ঘটন॥
জাগ জাগ জাগ হরি আর কত হে নিদ্রা যাবে,
যোগনিদ্রা পরিহর নভেতব্যং ভীম রবে, (দয়াময় হে)
ধর বিরাটরূপ ওহে চিদানন্দরূপ, স্বরূপে কর বিশ্বপালন॥
বারে বারে কতবার, ডাকিব হে দামোদর,
সর্ব্বান্তর্যামী হরি তুমি ত জান অন্তর,
(প্রভুহে তুমি যে ভক্তাধীন শ্রীগোবিন্দ)
ভক্ত স্বপনে শয়নে জাগরণে সদাই ভাবে তোমার শ্রীচরণ॥

(অন্তর্ধান)

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। গীত।

ভক্ত ভয় নাই—ভয় নাই আর।
মায়ের কোমল কোলে "মা মা" ব'লে ডাক রে বাপ অনিবার।
সে পাষাণের ঝি হয় ব'লে বাপ, তার পাষাণ বুক নয়,
"মা" বলে তার পাষাণ হিয়ে অমনি বিগলিত হয়,
তাই ছেলের সে তাই মা হ'য়েচে, দেয় মা পরে ছেলের ভার॥

আপনি ছেলে মানুষ করে পায় না জান্তে অপর কেউ,
আপনি মারে—আপনি ধরে—আপনি কাঁদে—আপনি তুলে হাসির ঢেউ,
মায়ের ছেলে ছেলে মায়ের, মা ছেলের ভাব বোঝা চাঁদ চমৎকার॥

(অন্তর্ধান)

দুর্গাসুর ও দানবসৈন্যগণের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। ধাও সবে এই পথে অতি দ্রুতবেগে,
প্রজ্বলিত প্রলয়ের পাবকের প্রায়—
ভস্ম কর কাঙ্গোড়নগরী! পুরীমাঝে
নাই শত্রু দুষ্ট গোরক্ষ-করঙ্গনাথ।
গুপ্তশত্রু দস্যুকেতন ব্যঞ্জনেশ্বরে—
ধৃত করিবারে গেছে দুষ্ট এই পথে।
শুনিয়াছি, এই পথ ব্যতিরেকে ভিন্ন পথ নাই—
পুরী প্রবেশিতে।
তাই বলি অনায়াসে ধৃত হবে চিরশত্রু মোর!
শোন শোন সৈন্যগণ! কর প্রাণপণ,
আজ যদি এই রণে জয়ী হও সবে,
সম্রাট্‌গৌরবে হবে সবে অলঙ্কৃত,
যথোচিত পুরস্কার পাইবে তোমরা।
হও হও ত্বরা আগুয়ান।

সৈন্যগণ। জয় দুর্গাসুরের জয়, জয় দুর্গাসুরের জয়।

(গমনোদ্যত)

সন্ন্যাসিগণের প্রবেশ।

সকলে। জয় সোমনাথজী কি জয়, জয় সোমনাথজী কি জয়।

রঘুনাথ। পাবে না পাবে না কভু এই পথে যেতে,
অসংখ্য যোগীর প্রাণ এই পথে সদা,
যাবে যাও ব্রহ্মরক্ত করিয়া দর্শন।

দুর্গাসুর। ব্রহ্মরক্ত! এই ভয় দেখাও ব্রাহ্মণ!
পিতৃরক্ত এইকার্য্যে ক'রেছি গ্রহণ,
পিতৃরক্তে ব্রহ্মরক্তে দুর্গাসুর প্রাণ,
সে ভয়ে কাতর নই, সৈন্যগণ! হও আগুয়ান!

শ্যামলাল। এত ঘৃণা দুর্গাসুর! সন্ন্যাসী বলিয়া—
ভাবিও না মনে কভু নিতান্ত দুর্ব্বল।
কন্দমূলফলসেবী ঋষির প্রতাপ,
জান না কি অল্পবুদ্ধি দুর্ম্মতি পামর!
দেখ্ শক্তি, দেখা শক্তি দেখি কে কেমন,
ও ভয়ে কাতর নয় যোগীর জীবন।

দুর্গাসুর। ভাল ভাল, ভাল কথা! সম্মুখে তোমার—
বিস্তৃত কর্ম্মের ক্ষেত্র র'য়েছে পড়িয়া,
দেখাও দেখাও সবে স্বীয় স্বীয় তেজ,
কথায় কি ফল বল বাচালের সম,
অস্ত্রমুখে পরাক্রম হোক্ পরিচয়।

রঘুনাথ। হোক্ পরিচয়! জয়াজয় ভাগ্যফল,

বিধির লিখন, নিয়তিনির্ব্বন্ধ যাহা—
ঘটিবে নিশ্চয়, তাহে নাহি করি ভয়।

দুর্গাসুর। আয় আয় দুরাশয়গণ! নয় পথ কর্ পরিষ্কার!

দানবসৈন্যগণ। জয় দুর্গাসুরের জয়।

সন্ন্যাসিগণ। জয় জয় সোমনাথজী কি জয়।

(উভয় পক্ষের যুদ্ধ)

রঘুনাথ। এক পদ হটিব না কভু,
একবিন্দু রক্তকণা থাকিতে এ হৃদে।

দনুকেতন ও ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রবেশ।

দনুকেতন। আসিয়াছি মহারাজ! প্রণাম চরণে!
সৈন্যগণ! আজপ্রভুঋণ কর পরিশোধ!

দানবসৈন্যগণ। জয় মহারাজ দুর্গাসুরের জয়।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হাঁ হাঁ, কর রণ—কর রণ,
এই পথে করহ গমন!
এই পথে আছে সেই দুরাচারগণ!

সন্ন্যাসিগণ। একপদ অগ্রসর হইতে দিব না,
যতক্ষণ এই দেহে থাকিবে চেতনা।
জয় মহাপ্রভু সোমনাথজী কি জয়!
জয় মহাপ্রভু সোমনাথজী কি জয়!

দুর্গাসুর। দনুকেতন, ব্যঞ্জনেশ্বর!
লও সৈন্য পশ্চাদ্ভাগেতে।

ব্যূহাকারে অস্ত্ররাশি কর বরিষণ!
অহো অতি ভয়ঙ্কর রণ!
অগণিত তরবার, হইতেছে চুরমার—
সন্ন্যাসীর যষ্টির আঘাতে,
দানবসেনানী পতিত তাহাতে।
কর প্রাণপণ, কর প্রাণপণ,
অহো অতি ভয়ঙ্কর রণ—
কে আসে ও তপ্ত যেন স্বর্ণতপন,
মহা ভীমবল চক্ষের পলকে—
শত শত সৈন্যমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হয়!
যাও যাও ত্বরা পশ্চাতে উঁহার,
রক্ষা কর দানবসেনানী!

[দস্যুকেতন কিয়দংশ সৈন্য লইয়া প্রস্থান।

ছদ্মবেশী জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। যাও যাও শূন্যপথ! শূন্যকুম্ভ!
বারি আশা নাহিক তথায়।
কর রণ! কর রণ!

রঘুনাথ। কে তুমি বালক! অগ্রে হও অগ্রসর,
রক্ষা কর সোমনাথ নাম,
রক্ষা কর ব্রহ্মাশ্রিত তাপসনিচয়ে।
তিষ্ঠিতে না পারি আর কেহ,

অবসন্ন দেহ, অহো যায় প্রাণ,
দুর্গাসুর! দুর্গাসুর! এখনও হ'রে সাবধান,
বিনাদোষে ঋষিনাশে পাপ উপার্জ্জন,
করিস্ না করিস্ না দুষ্ট, করি রে বিনয়।

জয়ন্ত। আইস পশ্চাতে মোর তাপসনিচয়,
নাহি ভয়—দুর্গের কৃতান্ত আমি হ'য়েছি উদয়!
আয় আয় পিতৃহন্তা বংশের অঙ্গার,
দেখি দেখি কত বল ধ'রিস্ হৃদয়ে!
শুধু নয় শুধু নয় যষ্টির আঘাত!
এই দেখ তরবারি যমের দোসর!
আজ হবে রণক্ষেত্রে বলাবল পরীক্ষা সবার,
পিতৃহত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে সমাহিত!
(ঘোরতর যুদ্ধ ও সন্ন্যাসিগণের পলায়নোদ্যম)

রঘুনাথ। উঃ উঃ, ভীষণ সমর,
আর তিষ্ঠিতে না পারি কেহ!
যায় প্রাণ—ভগবান!
রক্ষা কর' দরিদ্র সাধুরে!
কিছু নাহি জানে তারা,
একমাত্র শ্রীচরণ তব ভিখারীতুজন।

শ্যামলাল। রঘুনাথ, দিব প্রাণ! যেওনা যেওনা,
তাপসের অসার জীবন, বিসর্জ্জনে ক্ষতি নাহি হবে,
দুর্গাসুর! দুর্গাসুর—নেরে প্রাণ তুই—

ভিক্ষা দিয়ে যারে শুধু দীনহীন সোমনাথবংশধরে।

জয়ন্ত। ভয় নাই, ভয় নাই, একাই যুঝিব,
শুধু পৃষ্ঠদেশ মোর রক্ষা কর সবে।

মোহনলাল। আর নাই আশা, পার্শ্বদেশ ঘেরিয়া আসিছে,
কি হবে উপায়, মধুসূদন! মধুসূদন!
রক্ষা কর দীনহীনগণে!

শ্যামলাল। উঃ, যায় প্রাণ! ভীম অস্ত্রাঘাতে—
(পতনোন্মুখ ও রঘুনাথ কর্ত্তৃক ধারণ)

কতিপয় দানবসৈন্যের পুনঃ প্রবেশ।

দানবসৈন্যগণ। জয় দুর্গাসুরের জয়!

রঘুনাথ। কর্ হত্যা—ব্রহ্মহত্যা কর্ দুরাচার!

জয়ন্ত। ব্রাহ্মণ! পশ্চাতে থাকহ মোর—
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল জ্ঞান রণক্ষেত্রে নয়। (ঘোর যুদ্ধ)
পাও যদি ভয়, প্রাণ ল'য়ে কর পলায়ন।

ছদ্মবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। সৌভাগ্য—সৌভাগ্য! কর রণ পরহিত ব্রতে!
অটল নিশ্চলসম থাক নির্ভীকহৃদয়ে।
যায় প্রাণ যায় যাক্—একদিন মরণ নিশ্চয়,
তবু জীবনের ব্রত বৎস! লঙ্ঘন ক'র না!
তাপস নিচয়, যেওনা যেওনা,

আসিছেন রণক্ষেত্রে সাধুবর গোরক্ষকরঙ্গনাথ নিজে,
দেখাও ব্রহ্মণ্যতেজ, দেখাও বিক্রম,
তপোবল নহে, বাহুবল করহ বিস্তার!
সুপ্তসিংহ হ'য়েছে জাগ্রত, জাগাও বসুধা,
জাগাও মায়েরে, জাগরে আপনি।
জেগে কর মহারণ—জয়ধন আপনি আসিবে গৃহে,
রিপুমোহে হও'না মোহিত!
সাহসে করিয়া ভর,
ক্রমে হও অগ্রসর,
বীরপুত্র বীর সবে কেন পাবে ডর?
যেবা যে ভাবেতে পার যুঝ সেই ভাবে।
সৌভাগ্য—সৌভাগ্য বৎস! আমিও ধরিনু অস্ত্র—
আয় আয় দুরাচারগণ! (যুদ্ধ)

দুর্গাসুর। ওকি ওকি—কাল অগ্নি এল কোথা হ'তে!
কর রণ—কর রণ।

দনুকেতনের পুনঃ প্রবেশ।

দনুকেতন। মহারাজ! মহারাজ!
শূন্যপথে শত্রু পূর্ব্বে করিয়াছে পলায়ন।
এই দুই মহাশত্রু তব!
এই দুই নীচাশয় হ'তে বহু অপমান ল'ভেছি আমরা!
তা না হ'লে সুরজা-সুন্দরী কোন্ কালে—

তব বাণে শোভিত অচিরে!
বধ এরে, বধ এরে! (যুদ্ধ)
জয়ন্ত। বোঝা যাবে—বীর পরাক্রম। (যুদ্ধ)
রঘুনাথ। হায় হায় কি করি এখন!
হায় হায়, শ্যামলাল ভবধাম করিল বর্জ্জন!

গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষনাথ। কই কই কোথা শ্যামলাল!
হায় শ্যামলাল! প্রভু, আমাদের তরে—
অকাতরে অমূল্যপরাণ দিলে বিসর্জ্জন আজ।
থাক্ রণ, থাক্ রণ! দুর্গাসুর! দুর্গাসুর!
থাক্ রণ, থাক্ রণ! কেন বল্ কিসের কারণ,
হেন রণ? অহো, ব্রহ্মহত্যা রাজত্বে আমার,
ব্রহ্মরক্তে ভাসিল ধরণী, ধিক্ ধিক্ কুলগ্লানি,
কোন্ লোভে এ অধর্ম্মে করিলি আহ্বান?
কোন্ স্বার্থে এ অনর্থে করি নিমন্ত্রণ,
এ অস্ত্রঅতিথিতৃষ্ণা করিলি পূরণ?
কিবা চাই তোর, কি আকাঙ্ক্ষা তোর বল্?
দিব তাই, চাস্ রাজ্য, চাস্ প্রাণ নে রে বিনায়াসে,
করিস্ না, করিস্ না আর ব্রহ্মগাত্র ক্ষত,
আর না দেখিতে পারি নররক্ত-স্রোত!
ক্ষান্ত হ'ন সাধুবর! বিনয় আমার,

ক্ষান্ত হ'ন্ ঋষিশিশু! কাজ নাই রণে,
এরি নাম রণ? এই রণে জয়লাভ?
অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ দিয়ে জলাঞ্জলি,
পুষ্পাঞ্জলি দিব আমি জয়লক্ষ্মীপদে?
কাজ নাই, কাজ নাই—পরাজয় করিনু স্বীকার,
আর কিবা আছে প্রয়োজন?
ভাই রে করঙ্গনাথ! দেখ্ চেয়ে ভাই!
প্রভু আর নাই, তুচ্ছ রাজ্য-বিলাসের তরে আমাদের,
ব্রাহ্মণকুমার—নিজ প্রাণ দিয়ে জলাঞ্জলি—
চিরতরে ছেড়ে মোরে গেছে স্বর্গধামে!
হায় হায়—ধিক্ ধিক্ আমাদের!
পিতা সোমনাথবংশে এমনি কুপুত্র মোরা—
জন্মেছিনু ভাই!

করঙ্গনাথ। দাদা, কাজ নাই, কাজ নাই আর রণে!
দুর্গাসুর—পরাজয় করিনু স্বীকার!
এ কাঙ্গোড় আজ হ'তে রহিল তোমার!
আমরা সন্ন্যাসীপুত্র যাইব বিপিনে!
কাজ নাই—কাজ নাই ছার রাজ্যধনে।
ফলমূলে চিরদিন পূরাব উদর,
কাজ নাই আমাদের সুন্দর নগর!
কাজ নাই আমাদের এ রাজত্ব নাম,
কাজ নাই আমাদের রাজপ্রাসাদধাম।

যাও তুমি হৃষ্টমনে ক্ষান্ত দিয়ে রণে,
সন্ন্যাসীর পুত্র মোরা পশিব কাননে!
কেন রে এ ছার রাজ্যে শোণিতের ধারা,
আজ বাদে কাল হবে শ্মশানের পারা।
জীবনের পরিণাম যখন মরণ,
তবে তার লাগি কেন প্রাণীর নিধন?
এক প্রাণ সুখআশে অপরে বিনাশ,
তাতে কি মিটিবে তব সাধের বিলাস।
যাও তুর্গ! যোড়করে করি রে বিনয়,
বৃথা জীবহত্যা কভু উচিত ত নয়।

তুর্গাসুর। ধিক্ ধিক্ নরপশু—এত প্রাণে আশা,
এত প্রাণে মায়ামাখা—এত ভালবাসা?
এত যদি প্রাণে মায়া তবে দণ্ডমান্,
সুরজারূপসী আনি কর্ পদে দান!

করঙ্গনাথ। কি কি, এত স্পর্দ্ধা তোর ওরে রে শৃগাল,
ভুজঙ্গের শিরোমণি লইতে বাসনা?
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরা বংশের অঙ্গার,
এ কথা শুনিতে হ'ল শ্রবণবিবরে?
আর্য্য! শোন শোন অনার্য্যের কলুষ-বচন!
হ'ক্ নরহত্যা, হ'ক্ জীবন পতন!
যাক্ যাক্ রসাতলে বিরাট বসুধা,
খ'সে যাক্ চন্দ্রসূর্য্য কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে,

আকর্ষণী গ্রন্থি সব হউক শিথিল,
তবু তবু জীবনের প্রতিহিংসা লব,
মরিয়া মরিয়া তবু প্রতিহিংসা লব !

দুর্গাসুর। কি রে ও পিশাচ—গোরক্ষ !
থাকে যদি মত—আন্ ত্বরা সুরজাসুন্দরী !

গোরক্ষনাথ। ওঃ, এত স্পর্দ্ধা ! ক্ষতি নাই ভাই !
কর রণ ! যান সবে—মমপক্ষে আছেন যাঁহারা,
আমরা দু'জন থাকিব সমরে শুধু—
বোঝা যাবে আজ সাধনার বল,
বোঝা যাবে মায়ের মহিমা,
গাও গাও মায়ের জয় ! মায়ের জয় !

[ঘোরতর যুদ্ধ, দুর্গাসুর এবং দানবসৈন্যের প্রস্থান।

সকলে। জয় মায়ের জয়, মায়ের জয়।

ইন্দ্র। বীরবর ! ধন্য শক্তি, ধন্য শক্তি !
আদ্যাশক্তি প্রসন্না তোমারে।
হেন বীরপনা দেখি না নয়নে কভু।

গোরক্ষনাথ। তাপসকুমার ! আজ্ঞা তব নারিনু পালিতে।
ছার শক্তি—যেই শক্তি মার পুত্র নাশে !
মার সাধের সাজান বিশ্ব—নরাধম পুত্র আমি,
আমা হ'তে সেই সাজান উদ্যান আজ শ্রীভ্রষ্ট হইল !
আমা হ'তে নররক্তে পুরিল ধরণী।

ধিক্ ধিক্ মোরে—ধিক্ ধিক্ সোমনাথবংশে এতদিনে।
হায় পিতা! কেন হেন বংশ রেখে গিয়েছিলে?

(রোদন)

করঙ্কনাথ। আর্য্য! রোদনে কি ফল আর?
বিধাতার ইচ্ছা হইল পূরণ!

রঘুনাথ। বৎস! এ সময় রোদনের নয়। এক্ষণে যাতে শ্যামলালের সৎকার হয়, তারই উপায় বিধান কর।

গোরক্ষনাথ। চলুন, মহাপুরুষ! আপনিও অদ্য অধীনের আশ্রমে পাদ্যঅর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে অধীনকে ধন্য ক'র্বেন চলুন।

ইন্দ্র। বৎস! অদূরেই আমার আশ্রম, তোমার ভক্তিশ্রদ্ধায় আমার যথেষ্ট পাদ্যঅর্ঘ্য গ্রহণ করা হ'য়েচে। এখন চ'ল্লেম, অন্য এক সময় তোমার আতিথ্য গ্রহণ ক'র্ব। বৎস! সৌভাগ্য! এক্ষণে আশ্রমাভিমুখে চল। যাও বৎস, তোমরাও শীঘ্র মৃতদেহের সৎকার কর গে যাও। আর এও ব'লে যাচ্চি; নিশ্চিন্ত থেকো না। দুরন্ত দুর্গাসুর যে, রণে পরাজিত হ'য়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বে, তা বোধ হয় না! ক্রূরহৃদয় দুর্গ হয়ত অদ্যই আবার যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে, শীঘ্রই তোমায় আক্রমণ ক'র্বে। তোমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থেক'।

[জয়ন্ত ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

গোরক্ষনাথ। প্রণাম করি মহাপুরুষ! অধীনকে স্মরণ রাখ্‌বেন।

নেপথ্যে—ইন্দ্র। বৎস! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

রঘুনাথ। হা গোবিন্দ, ক'র্‌লে কি! এক্ষণে এস ভাইসকল,—

বন্ধুসকল, আমাদের একত্র সম্মিলিত একটী দৃঢ়বন্ধনী আজ ভগবানের ইচ্ছায় শিথিল হ'য়ে গেচে ; সেই শিথিলবন্ধনীকে এক্ষণে অগ্নিদাহ ক'রে, সংসারশ্মশানে "তুমি কার কে তোমার" এ সঙ্গীতের পুণ্যময়ী ধ্বনি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ স্থাপন করি গে যাই চল। (শ্যামলালের মৃতদেহ উত্তোলন-পূর্ব্বক)

সকলে। গীত।

তুমি কার কে তোমার (এই) ভবরঙ্গভূমিমাঝে।
সম্বন্ধ অভিনয়ের যথা, যখন থাকে যে যার সাজে।
অভিনয় সাঙ্গ হ'লে, যে যার স্থলে সে যার চ'লে,
তবে কেন মনের ভুলে, ঘুরে বেড়াও মিছার কাজে।
মিছে রে প্রপঞ্চমায়া, মিছে রে কাঞ্চনকায়া,
সকলি ভ্রমের ছায়া, ভোজের বাজী আতসবাজে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[বনপ্রান্তর]

ভগবতী ও মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। কৈ, কি হ'ল! আচ্ছা, আদিতেও যা, অন্তেতেও ত তাই দেখ্‌চি! মায়ের প্রাণ কি এক পুত্রের প্রতিই স্নেহের রসে ভাস্‌তে থাকে দেবি!

ভগবতী। সদানন্দ, কি করি বল? আমি ত নিশ্চিন্ত নই? আমি ত সর্ব্বদাই তাকে বুঝাচ্চি। অশান্ত বালক কিছুতেই স্থির হ'তে পার্‌চে না। আমারও হৃদয় বড় কাতর হ'য়েচে। সুশীল গোরক্ষনাথ-করঙ্গনাথের প্রতি অত্যাচারে আমি একেবারে হতজ্ঞান হ'য়েচি। দুর্গকে কতবার ব'লেচি, কত অনুনয়বিনয় পর্য্যন্ত ক'রেচি, কিছুতেই সে শুন্‌চে না। সদানন্দ, আমি এখন কি করি? উপায় যদি থাকে বল? নারদকে ব'ল্‌লাম, সে আমায় লীলাময়ী ব'লে উপহাস ক'রে চ'লে গেল। আমি এখন কি করি? কিসে আমার পুত্রগণের বিবাদের মীমাংসা হয়, তাই বল সদানন্দ! এখন করি কি, তাই বল?

মহাদেব। ঐ কথার উত্তর দিলেই ত আমাকেও নারদের মত ব'ল্‌বে দেবি! তাই বলি, নিজে জগতের মা হ'য়েচ, নিজে নিজেই সে মীমাংসা কর না কেন?

ভগবতী। অপত্যস্নেহে অন্ধ হ'য়েচি সদানন্দ! আমার দক্ষিণবাহু আর বামবাহু উভয়ই যে সমান! কাকে ত্যাগ করি? মায়ের প্রাণ, পিতার প্রাণ হ'য়ে বুঝ্‌বে কি? অনেক দুঃখের যে সন্তান!

মহাদেব। মায়াময়ি! কথায় যেমন মমতার আদরিণী, গরবিণী ব'লে পরিচয় দিলে, কাজে যদি তেমন হ'ত, তাহ'লে কঠোর পিতা ব'লে যে আখ্যা প্রদান ক'র্‌লে, সে আখ্যা গ্রহণ ক'র্‌তে আমার কোন আপত্তি থাক্‌ত না। কিন্তু

পাষাণি! কথার মত কার্য্যে তা পাই কৈ? জগৎ প্রসব ক'রে, জগৎপ্রসবিত্রী জগদ্ধাত্রী অম্বিকা নাম ধারণ ক'রে, এইরূপেই কি জগৎ প্রতিপালন ক'র্‌তে হয়? মা হ'য়েচ ব'লে কি এক পুত্রের বাসশূন্য ক'রে, অপর পুত্রকে রাজ-রাজেশ্বর সম্রাট্ সার্ব্বভৌম ক'রে, মা নামের পরিচয় দিতে হয়? এই বুঝি মায়ের প্রাণ? এই বুঝি মায়ের মমতার নির্ম্মল চিত্র! দেবি! আর যে সহ্য হয় না! অবশ্য তুমি বিহনে আমি নিষ্ক্রিয়! আমি পিতা—আমার হৃদয় কঠোরতার বাস-ভূমি, তথাপি করুণারূপিণি! মরুভূমিতে যদি জলের সঞ্চার হয়, তাহ'লে শ্যামল প্রান্তরে কি একটুকুও শিশিরকণার আশা করা যায় না? দুর্গাসুর তোমার পুত্র, আর গোরক্ষ-করঙ্গনাথও তোমার পুত্র! আর সেই তেত্রিশকোটী দেবতার অধিরাজ দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার পুত্র! জগতের মা তুমি! তাই বলি শ্যামা! সকল পুত্রের প্রতি মুখ তুলে চাওয়া ত মায়ের কাজ! সেই মা হ'য়ে তুমি তার ক'র্‌চ কি?

ভগবতী। সেই কথার জন্যই ত তোমায় ব'ল্‌চি, সদানন্দ! আমি এখন নিরুপায় হ'য়েচি। স্নেহে আমার সাধের জগৎ রসাতল দিতে ব'সেচি! দেখ্‌চ না কি, আমি আমার সাধের কৈলাসে কয় মুহূর্ত্তের জন্য থাকি? মা হ'য়েই ত বিপদ হ'য়েচে! ছেলের তরে যে এক দণ্ডের জন্য আমি সুস্থ নই। যেদিন বাসব পুত্রপত্নির সহিত স্বর্গবাস পরিত্যক্ত হ'য়ে বনবাসে কঠোর যাতনা ভোগ ক'র্‌চে, সেদিন হ'তে কি আমি আর

এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির আছি ভোলানাথ! যেদিন সুরজা আমার দস্যুকর্ত্তৃক আক্রমিত হ'য়েছিল, সেদিন হ'তে আর আমি একপলের জন্য শান্তি অনুভব ক'র্‌চি না সদানন্দ! এখন কি করি? আমার যে সব সমান গো! হায় হায়, কেন আমি সংসারের মা হ'য়েছিলাম! যদি সাধ ক'রে মা না হ'তাম, তাহ'লে কি আজ আমায় এমন ক'রে কাঁদ্‌তে হ'ত নাথ! (রোদন)

জয়ন্ত ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কুমার, এ বনপার্শ্বে বামাকণ্ঠের রোদন নয়? ভাল ক'রে শোন দেখি?

জয়ন্ত। পিতঃ! স্ত্রীলোকের রোদন ব'লেই ত অনুমিত হ'চ্চে। তাই ত, এ বনপার্শ্বেই বা—রোদন করে কে! মা নন্‌ ত?

ইন্দ্র। চল কুমার, অগ্রসর হ'য়ে দেখি। (অগ্রসর হওন) একি! কুমার, এ যে জগতের মা আদ্যাশক্তি—স্বয়ং দেবী! মা মা! একি মা—সিংহবাহিনি! একি বেশ গো এলোকেশি! একি ভাব মা ভবরাণি! কুমার, আজ আমাদের দুঃখের অবসান হ'য়েচে! এস মাকে প্রণাম করি। (উভয়ে প্রণাম) জননি! এসেচিস্‌? মা এসেচিস্‌? আর কথা কইতে পারি না, আমার বাক্‌ রোধ হ'য়ে আস্‌চে—মা মা! (রোদন)

জয়ন্ত। পাষাণি! দেখ্‌ মা! তোর পুত্রের অবস্থা দেখ্‌ মা!

দেখ পিতঃ! পিতার পিতা হ'য়ে পৌত্রের অবস্থা আজ ভাল ক'রে দেখ ভোলানাথ! (রোদন)

মহাদেব। প্রাণাধিক জয়ন্ত! রোদন কর' না দাদা! জীবন বিনিময় দিয়েও, যদি আজ তোমাদের দুঃখের কণিকামাত্র নষ্ট ক'র্‌তে পারি, তাহ'লেও মহেশ্বরনামের গৌরব অধিক হবে। দেবি! দেখ্‌চ কি? শুন্‌চ কি? বলি—আছ, না জড়ের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হ'য়ে, মহাপ্রকৃতিতে লীন হ'য়েচ? এখন কথা কও! কি ব'লে বাছাদিগে সান্ত্বনা দিবে, তাই দাও! মায়াময়ি! পিতার প্রাণ বড়ই পাষাণ, তাই এখনও এমন ক'র্‌চি! কিন্তু অম্বিকে! তোমার করুণামাখা প্রাণে যে তুমি কি ক'র্‌চ, তা ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চি না? দেখ্‌চ? যে ইন্দ্রের গাত্র মণিমাণিক্যালঙ্কৃত বিবিধ বসনভূষণে অহর্নিশ বিভূষিত থাক্‌ত, আজ সেই ইন্দ্র তোমার কৃপায় বঞ্চিত হ'য়ে, বৃক্ষের বল্কল অভাবও অনুভব ক'র্‌চে! যে কুমারের দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় অবস্থান ক'রেও কষ্টের ইয়ত্তা থাক্‌ত না, সেই বাসবের আদরের পুত্তলি—তোমার মায়া-ভাণ্ডারের অমূল্যনিধিটি আজ এই কণ্টকপরিবেষ্টিত বনের কঠোর কঙ্করসংকীর্ণ মৃত্তিকায় উদর জ্বালায় নিরুদ্বেগেও নিদ্রা যেতে পারচে না! পিতার প্রাণ কঠিন দেবি, বল্‌বার নাই; কিন্তু তুমি করুণাময়ি! এই দেখ—তোমার করুণাজাহ্নবী আজ মর্ত্ত্যে এসে কিরূপভাবে প্রবাহিত হ'চ্চে! একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।

দ্রুতপদে শচীর প্রবেশ।

শচী। কে গো কে, মা এসেচিস্? আয় মা, আয়, ওখানে কেন মা! তনয়ার পত্রনির্ম্মিত কুটীরে পত্রের আসন যে পাতা আছে জননি, সেইখানে ব'স্‌বি চল্ মা! যে শচী তোকে প্রবালখচিত রত্নের আসনে বসিয়ে তৃপ্তি পায় না, আজ সেই অভাগী শচী তোকে পত্রের আসনে বসিয়ে কেমন ক'রে চোখের জলে তোর তৃপ্তিসাধন করে, তাই দেখ্‌বি চল্ মা! মাগো, এতদিনের পর অভাগী মেয়ের কথা মনে প'ড়েচে? জননি, তোর আদরিণী শচীর আজ কি দশা হ'য়েচে দেখ্ মা! রত্নবসন থাক্ মা, আজ বৃক্ষের বল্কলও পাই না যে, নারীর লজ্জানিবারণ করি! আয়তিচিহ্ন লোহাটুকুও নাই মা! লতাতন্তুতে—মা সতী গো, আয়তিচিহ্ন রক্ষা ক'র্‌চি—এই দেখ্ মা!

ইন্দ্র। প্রিয়ে! আর মাকে কোন কথা ব'ল না, পাষাণী কেঁদে ফেল্‌বে! পাষাণপ্রাণ হ'লেও, এ যন্ত্রণা কখন সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না! যাও মা, যাও, কৈলাসবাসিনী—রাজরাণী—রাজ-রাজেশ্বরী, যাও মা, যাও—চ'লে যাও—দেখে কাজ নাই মা! তুই যে মা আমাদের অতি সোহাগের সোহাগিনী—আদরিণী—ফুল্ল আমোদিনী, তোর হাসিভরা মুখখানি আমরা যে বড় ভালবাসি মা! তাই বলি, কাজ নাই মা, এখানে থেকে কাজ নাই। এখনি পুত্রপৌত্রপুত্রবধূর দুঃখের শত বজ্রাঘাতে

তোর কোমল কুসুমগড়া বুকখানি ভেঙে যাবে, কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌বি না মা! চ'লে যাও, হাস্‌তে হাস্‌তে হাসি-মুখে দুর্ভাগ্য ইন্দ্রের দুঃখের দশা দেখে চ'লে যাও! ইন্দ্র বেস আছে মা! তোমার স্বর্গের ঐশ্বর্য্য এর চেয়ে ইন্দ্রকে সুখী ক'র্‌তে পারে নি! ইন্দ্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনমাত্র কষ্ট নাই মা! কুমার জয়ন্ত আমার অতি প্রত্যূষে কাননান্তরে গিয়ে সুখসেব্য মধুর ফলমূল সংগ্রহ করে, আর মা তোর সুখসৌভাগ্যলালিতা আদরিণী কন্যা পুলোমকুমারী অতি আদরে অতি যত্নে সেই সব সামগ্রী আমার ক্ষুধার কালে প্রদান করে। মা, তখন তোর সুখের স্বর্গের মধুর সুধার আস্বাদও বোধ হয় তত মিষ্ট নয়। বনজ লতাকুসুম-গুল্মাদিতে শচী আমার দুগ্ধফেন অপেক্ষাও কোমল-শয্যা রচনা করে, সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর যে নিদ্রা আসে মা, সে নিদ্রার সুখ বোধ হয়, তোর সুখের স্বর্গে কোন দিনও আমি পাই নাই। আমি বেশ আছি মা, আমার কোন কষ্ট নাই। বরং ইন্দ্রত্বাবস্থার অপেক্ষা এখন আর একটী বিমল-আনন্দ লাভ ক'রেচি, তখন রাজধর্ম্মের অনুরোধে দিনান্তে তোর পাদপদ্ম দু'খানি একবার চিন্তা কর্‌বারও সময় পেতাম না, এখন মা—দিনরজনী চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তোর অভয় পাদপদ্ম দু'খানি বুকে ধ'রে ধ্যান কর্‌বার সময় পেয়েচি মা!

ভগবতী। কি ব'লচ বাবা, তোমার বলার আগেই কে এ পোড়া-

কপালী সকলই জেনেছে। ইন্দ্র রে! মা হ'য়েছি ব'লেই ত এত বিড়ম্বনা, এত লাঞ্ছনা ভোগ ক'র্‌চি। তা না হ'লে কি আমার সাধের ইন্দ্রের আজ এ দুরবস্থা হয়, না অভাগী মেয়ে আমার বনের মাঝে এসে এমন নিঃসহায় দীনাবস্থায় কালাতিপাত করে, না কুমার আমার তিক্ত ফলমূলে আজ জীবন-নির্ব্বাহ করে! আর না বাবা, এবার যা হয় ক'র্‌ব! আমার স্নেহের প্রাণ বড়ই কাতর হ'য়েছে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। গীত।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ পাষাণের ঝি, বেশী কথা ক'সনা বেটি।
খেলে যা মা আপন খেলা, তার কেন মা খুটিনুটি॥
কারে ভুলাস্ কি খেলায় মা, ক'রে এত আঁটাসাঁটি,
দারুণ আগুন মাঝে পুড়িয়ে সোণা, ক'র্‌চ কেবল তারে খাঁটি।
মায়ের প্রাণ আজ কেঁদেছে মা, তাই ক'র্‌চিস্ কান্নাহাটী,
ও মা কাল কে পাঠালে বনে, তা ভাব্‌লেই যে দাঁতকপাটী॥
রাজার মাথার মুকুট কে মা, পরিয়ে দেয় গো কেটে ঝুঁটী,
আবার মুকুট কেড়ে কে দেয় ঝুঁটি, এ সব তোরি ত কলকাঠি॥
আর খাটিয়ে কাজ কি শ্যামা, মনের খেদ মা হ'ক্ মা মাটি,
তুই এখন যা হয় কর ব্রহ্মময়ি, শেষে হ'স মা যেন স্নেহের মা-টী॥

ভগবতী। নারদ রে! আর বাক্য-যন্ত্রণা আমায় দিস্‌না বাবা। আর সৈতে পারি না নারদ! ইচ্ছা হয়, আজ স্বহস্তে সাধের

বিশ্ব আমার রসাতলে দিয়ে, আমার অসূর্য্যম্পশ্যা ঘোর ঘন কৃষ্ণকায়ায় এ সৌরব্রহ্মাণ্ড সব লুকিয়ে রাখি! ইচ্ছা হয় বাবা, আর যেন কেউ কখন এ জগতে পুত্রের মা হ'য়ে জন্মগ্রহণ না করে,—তারি উপায় করি! নারদ রে! যদি দেখাবার হ'ত, তাহ'লে দেখাতাম যে, পুত্রের অবাধ্যতায় মাতার প্রাণে কি দারুণ শেলের আঘাত লাগে! নারদ! বাবা, তোমরা যাদের জন্য কাতর হ'য়েচ, তারা যে আমার সন্তান! আমার এক একখানি অস্থি, দুর্গ আমার শতভাগে চূর্ণ ক'রে দিচ্চে! আমি অম্লানপ্রাণে তা সহ্য ক'রে যাচ্চি নারদ! নারদ রে! মায়ের প্রাণ বড় কোমল! কিন্তু সে কোমলতায় কাঠিন্যের সঞ্চার হ'লে তখন আর রক্ষা করা যাবে না! আমার দুর্গ রক্ষা পাবে না! কিছুতেই রক্ষা পাবে না। তাই ভাব্‌চি নারদ! শেষে আবার কি হ'তে কি হয়?

মহাদেব। মহাদেবি! যা হবার তাই ত হবে, তবে আর কেন সাধুভক্ত পুত্রগণ "মা মা" ব'লে মা- নামের কলঙ্ক ঘোষণা করে! মহাকালি, কালবক্ষে দণ্ডায়মান থেকে, সে কালের কেন আর অপমান কর? উদয় হও—মহামেঘ ঘন-কৃষ্ণপ্রভায় ত্রিভুবন আচ্ছন্ন ক'রে, দিগম্বরীবেশে এলোকেশে সেই ভীমা ভীষণা রণরঙ্গিণীমূর্ত্তিতে সংসার মহাশ্মশানে উদয় হও! অভয়ে! এখন অভয় করে খড়্গাকাতি ধর! ধর দেবি, মহাশ্বেতে! শ্বেতগৌরীমূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে, অসিতা মহা-

কালী, মহাভয়ঙ্করী, মহাশক্তিরূপে রিপুশোণিতাক্ত কলেবর ধর! ধর দেবি! ঘন ঘোর প্রলয়ানলজ্বলিতনয়না বিকৃতরবা শৃঙ্গায়ুধধনুর্দ্ধরা উদ্যতাত্রিশূলা মহারুদ্রামূর্ত্তি ধর!

নারদ। গীত।

ধর মা ধর দিগ্বসনে, দিগম্বরে পদে ধর।
কালরূপে মা আলো কর, চতুর্দ্দশ বসুন্ধর॥
প্রবীণাবেশ ত্যজ মা তারা, ধর মা রূপ ষোড়শী,
এলায়ে দে মা চাঁচর কেশ, ধর মা মুখে অট্টহাসি,
তাথৈ ক'রে চল মা নেচে, ধ'রে অসি ভয়ঙ্কর॥
পদভরে দমুক ধরা বিজলি যাক্ চমকি,
নে যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে, রঙ্গে থমকি থমকি,
ওমা শত্রু মিত্র হ'ক্ মা মুক্ত, ওমা মুক্তকেশি এই ক'র॥

ইন্দ্র। আর নয় ত মা—তোর অসূর্য্যম্পশ্য কালরূপ ভাল ক'রে ছড়িয়ে দে, তাতে আমরা লুকিয়ে পড়ি! আর মা কালামুখ দেখাতে পারি না!

শচী। তা না পারিস্ মা, এইখানে থাক্, আর কোথাও যাস্ নি। জননি! এ অসময়ে তবু তোর রাঙ্গা পা-দুখানি পেলেও আমরা ইন্দ্রেত্বের সুখ তুচ্ছ ক'র্‌তে পার্‌ব মা!

জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ।

জয়া ও বিজয়া। গীত।

ও শচি! তা হবে না, পা পাবি না, নে মাগীর কাপড় কেড়ে।
বেটীকে ন্যাংটো ক'রে ছেড়ে দেনা, বেটা ন্যাংটো হ'য়ে মরুক্ দুখে॥

বাবা স্যাংটো ক'রে ঐ মাগীটার নিল ছুটো রাঙা পায়,
মাগীর নেশা স্যাংটো থাকা, কাপড় প'রে সব ভুলে যায়,
ও ঢাকিয়ে কায়া, ছড়ায় মায়া, ভুলায় জীবে এই ক'রে॥

জয়া। বলি, ভালমানুষের ঝি, এ সব হ'চ্চে কি?

বিজয়া। সংসারটাকে শ্মশান ক'রেচিস্ মা, আবার কৈলাস-টাকেও শ্মশান ক'র্‌বি মা?

জয়া। বলি, তাতেও কি তোর মনের খেদ মিট্‌চে না মা!

ভগবতী। দেখ্ জয়া, দেখ্ বিজয়া, এবার আমার সকল মনের খেদ মিট্‌বে মা! দুর্গ আমার সকল মনের খেদ মিটাবে। হা কুসন্তান! কেন তুই সংসারে এসেছিলি? তুই যদি না আস্‌তিস্, সংসারে তাহ'লে আজ আর মা নামের কলঙ্ক হ'ত না। যা মা, আজ তোদের মা, মায়ের মতই কাজ ক'র্‌বে। এই এলোকেশে সন্ন্যাসিনীর বেশেই চল্‌লাম! আর ভয় নাই! যাও বাবা ইন্দ্র, যাও কুমার, যাও মা পুলোমনন্দিনি, যাও সদানন্দ, যাও বাবা নারদ—এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক। চ'ল্‌লাম দুর্গ! এবার সাবধান হ'। ভয় নাই, ভক্তসন্তানগণ, ভয় নাই! আমি মা আছি! তোদের সংসারগৃহে আমি মা আছি! বরাভয় করে ল'য়ে আমি তোদের মা আছি! আয় জয়া-বিজয়া—আয় মা—তোরাও আমার সঙ্গে আয়।

[জয়াবিজয়াসহ ভগবতীর প্রস্থান।

ইন্দ্র। ভগবন্! দেবর্ষি! আসুন দরিদ্রের পর্ণকুটির আজ পবিত্র কর্‌বেন।

মহাদেব। বাসব! ভক্তির পর্ণকুটিরের নিকট বৈকুণ্ঠের রত্নাসনও কিছু নয়।

[সকলের প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[পাতালরাজ্য—অন্তঃপুর]

বিলাসিনীর প্রবেশ।

বিলাসিনী। (স্বগতঃ) বিধাতা! তুমি আমার কান্‌টা খেয়েছিলে, চোকটা যদি আমার খেতে, তাহ'লে তুমি আমার বাপ মার কাজ ক'র্‌তে! এ পোড়াদেশের যে কথা মা, তা না শোনাই ভাল। আর এ পোড়াদেশের যে রকম মানুষ মা, তা না দেখাই ভাল! ছেলে হ'য়ে মাকে যে মন্দকথা বলে, ছেলে হ'য়ে বাপকে খুন করে, এসব কি মা! মনে করি যে, এ রাজবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাই! কিন্তু গিন্নিমার চোখের জল দেখে এক পা আর নড়্‌তে পার্‌লেম না। হাজার হ'ক, পঁচিশবৎসর গিন্নিমার নুন খেয়েচি, এ নিমকহারামীটা করি কি ক'রে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ছেলে

নয়ত যেন কৈলাসের ষাঁড়। এ ছেলের চেয়ে যদি গিন্নিমা ষাঁড় বিওতেন, তাহ'লেও দুঃখ থাক্‌ত না। মুখে আগুন পোড়ার মুখ আর কি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এ ছেলে দেওয়া বিধাতার ডিঁগুরিমি নয় মা! ছেলে নয় কাল, সাক্ষাৎ কাল! আহা হা, আপনার বুড়ো বাপকে খুন করলে গা। পেরাচিত্তি ক'র্‌তে হয়,—পেরাচিত্তি ক'র্‌তে হয়, অমন ছেলের মুখ দেখ্‌লে পেরাচিত্তি ক'র্‌তে হয়। ছিঃ ছিঃ—যাকে বল্লুম ছি, তার রৈল কি! কি ঘেন্না মা, বাপপিতামহর নাম খুইয়ে ক'র্‌লে কি না, একটা বুনো মেয়ে বিয়ে। কে ডাক্‌চে না? যাই গো! আমার বড় ভাবনা হ'য়েচে! পোড়ারমুখো দুর্গ যে কখন কি করে, তার ত কিনারা নেই! কাল বাপকে খুন ক'রেচে, আজ হয়ত মাকে খুন ক'র্‌বে, আবার কাল হয় ত আমারই বা কি হয়। আমি কেবল যেতে পার্‌চি না, গিন্নিমার জন্যে! আহা মা আমার যেন অন্নপুণ্যে গো অন্নপুণ্যে!

মাদলার প্রবেশ।

মাদলা। এ বুড্ডি, এ বুড্ডি! এ মিন্‌সে কখন আস্‌বে বল্‌ না?

বিলাসিনী। (স্বগতঃ) এই যে এসেচেন! মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন! ইনি আবার রাজরাণী! কথা না কওয়াও দোষ! কি নজ্জা মা! (প্রকাশ্যে) বলি কি ব'ল্‌চ?

মাদলা। মোর মিন্‌সের লাগি যে বড্ড মুন কিরন্ ক'চ্ছে বুড্ডি।

বিলাসিনী। বুদি গাই? আনুব?

মাদলা। তুই মাগী, বড্ড বেইমান! তুই মোর কথা সম্‌জাচ্ছিস্ না?

বিলাসিনী। সজ্‌না শাক? কি আপদ বাপু!

মাদলা। তু মোরে ঘেন্না ক'র্‌ছিস?

বিলাসিনী। ঘি নাকি গো? ঘি আন্‌তে হবে?

মাদলা। তু মোরে বড্ড জ্বালালি রে, বড্ড জ্বালালি! মুই কার' সঙ্গে দুটো মুন খুলে যে কোথা কইব, তা আর হ'ল না। (কর্ণের নিকট যাইয়া) ও বুড্ডি, তুই সোমীর কাচে কি ক'রে আস্‌নাই ক'র্‌ছিলি?

বিলাসিনী। সোয়ামী আমার বড় ভাল ছিল মা! আমি পাঁচটা ব'ল্‌লে তিনি একটা কিছু ব'ল্‌তেন না! আমার পা ধোবার জলটা পর্য্যন্ত এনে দিতেন মা! আমাকে কড়ারকুটিটা নাড়্‌তে হ'ত না! তিনি আমায় রেঁধে খাওয়াতেন, আবার বাসন মাজ্‌তেন, কাপড় কেচে দিতেন, ওমা—আমার চুল্‌টা অবধি খুলে তেল মাখিয়ে দিতেন। ওমা—পেটের পো—আর সোয়ামী এক কথা! সেই সোয়ামী যেতেই ত আমাকে সাত দোয়ারে ঝাঁট দিয়ে বেড়াতে হ'চ্চে! নৈলে আমার কি ভাবনা বল! আমাদের ভিটে বাড়ী ছিল. তাতে লাউ হ'ত, কুম্‌ড়ো হ'ত, বেগুন হ'ত, পটল হ'ত, ঝিঙে হ'ত। আমাদের কি মা, এক পয়সার জিনিস কিনে খেতে হ'ত? ক্ষেতে সব হ'ত! পুখুরের মাছ, গোয়ের দুধ, চাষের ধান, আর ভাতারের কত কদর! বল দেখি মা, কোন্ বড় লোকের

বাড়ীতে এমন আছে? বলে—অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় সোহাগী না পায় বর! আমাদের মা, তা ছিল না, আমার ঘর বর সবই হ'য়েছিল মা, শেষে মুখপোড়া বিধেতে এই ভিরকুটিটে ক'র্‌লে বৈত নয়। (রোদন)

মাদলা। এ বুড়িড়, তুই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লি কেনে বুড়িড়!

বিলাসিনী। আহা, বৌমা! তিনি আমায় বড় ভালবাস্‌তেন। একদিন ঘরে মাছ ছিল না, আর আমার মাছ নৈলে ভাত রুচ্‌ত' না, তাই সেদিন আমার খাওয়া হ'ল না দেখে, কর্ত্তা আমাদের আর কি স্থির রৈল, কাপড় না ফেলে দিয়ে গামছা না প'রে জাল না ঘাড়ে ক'রে বেরুলেন। খানিক পরে মাছ না এনে, সেই মাছ রেঁধে আমায় খাওয়াবার জন্যে কত অনুরোধ—উপরোধ! বৌমা গো—সেদিন গেছে! তখন ত আর দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিনি!

মাদলা। এ মাগী যে পাগ্‌লা হ'ল দেখি রে!

বিলাসিনী। তা পা? তা অমন কতবার! তিনি আমায় রাই-বিলাসিনী ব'ল্‌তেন, আর আপনি নটকিশোর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ হ'তেন! আহা! বৌমা গো, আমরা যে কি সুখে [illegible]কল্লা ক'রেচি, এখন সে সব রূপকথা মা, রূপকথা!

মাদলা। (স্বগতঃ) এ মাগী নিজের কথাটী আপন মনে কইচেক। মোর হ'য়ে ত শুন্‌চেক্ না! ইমন হ্যাশ ত দেখিনি বাপ্পা! মোর পোরাণ যিন কিমন ক'র্‌ছে! মোর সুখ হ'ল না [illegible] মোর সুখ হ'ল না! এরা সব নিজের নিজেরটী বেশ বোঝে!

পরেরটা তিমন বুঝে না! মুই কিন্ রূপ দেখে ভুল্‌নু রে, মুই কিন্ রূপ দেখে ভুল্‌নু! মু জাত দিনু, মোর কামে সুখ হ'ল না রে, মোর কামে সুখ হ'ল না! এখন মুই কি করি! এ মোর মিন্‌সে বোড় বেইমান! আপনার বাপ্পাকে খুন ক'রেছে! উঃ বাপ্পারে! যা হ'তে মুই এ দুনিয়া দেখ্‌নু, তারে—তারে মু খুন ক'র্‌নু! কি বেইমান রে। মুই কি ক'র্‌নু রে, মুই কি ক'র্‌নু! মুই এখন কি করি, মোদের শারাস্তে লেখে যে, সোমী সব্বি! পাপপুণ্য সব্বি! সে সোমী বদ হ'লেও তোর ঠাকুরটী! মোর সে ঠাকুরটী হয়, দেবতাটী হয়! মু তবে কি করি! মুখটী মোর থাড় হ'য়ে যাচ্চে যে! আরে পাগলা মুনটী আমার! তুই বড় বেইমান! সোমী যে সব্বি রে! যাই, মু আর কোন কাম ক'রেছে না! মোদের বাস্তমায়ী কালীবেটীকে মুই আরাধনা করিগে যাই! মোর যে সে সোয়ামী হয়! দেখ্ বেটি, দেখ্ কালীমায়ী, মোর সোয়ামীকে ভাল ক'রে দে ব'ল্‌ছি নৈলে বেটি, তোর কাপড় চোপড় হামি সব্বি কেড়ে লেব। মোর পরাণ বোড় কাঁদ্‌ছে রে, বড় কাঁদ্‌ছে—

[প্রস্থান।

বিলাসিনী। ছুঁড়ি, মানুষ মন্দ নয়! তবে—কি—ডাক্‌চে না? কি গা—

পূর্ণিকার প্রবেশ।

পূর্ণিকা। বিলাসিনি! আমার প্রাণ বড় কাঁদ্‌চে মা! দুর্গ ত আমার এখন ফিরে এল না? হয় ত বাছা আমার মহাপুরুষ রাজর্ষি গোরক্ষনাথ আর করঙ্গনাথের কোপানলে ভস্ম হ'য়ে গেছে! হায় বিলাসিনি! কি হবে? কিরূপে সংবাদ পাই? কে আমার স্নেহের মাণিক দুর্গের শুভসংবাদ নিয়ে আসে!

বিলাসিনী। তা বলি বাপু! তুমি অমন ক'রে হাউ মাউ চাউ ক'রনি ব'ল্‌চি! ছেলে এক কাজ ক'রে ফেলেচে, তা আর ক'র্‌চ কি! বুড়োরাজাকে দুদিন পরে ত যমে নিতই, তা নয় ছেলে মেরেচে! ক'র্‌বে কি মা! পেটে যেমন ধ'রেছিলে, তেমনি তার ফল পেয়েচ!

পূর্ণিকা। হা পোড়াকপালি! আমি কি তার জন্য ব'ল্‌চি? সে আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তাই নয় হ'য়েচে! কিন্তু এ যে মা, তা নয়! এ যে সকল বিসর্জ্জন দিয়েও তার বিন্দু অমঙ্গল দেখ্‌তে পার্‌ব না মা! কু পুত্র হ'লেও যে কুমাতা হয় না মা! তাইত, কি করি, কোথা যাই? কেমন ক'রে তার সংবাদ পাই? মা, দেখিস্‌ মা, আমার বাছাকে দেখিস্‌! কি ক'র্‌বি মা, ছেলের জন্যই ত মা হ'য়েচ। সেই মা হ'য়ে আমার দুর্গের শত অপরাধ নিস্‌নে মা! বিলাসিনী যা, শীঘ্র ক'রে মায়ের পূজার মন্দিরে রক্তজবা বিল্বপত্র গঙ্গাজল দিয়ে আয় গে! আর কি ক'র্‌ব, মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি

দিই গে যাই, মায়ের মনে যা আছে, তাই হবে। বিলাসিনি যা—শীঘ্র যা!

[প্রস্থান।

বিলাসিনী। যাবই ত, একবারেই যাব। চিরদিনই কি তোমাদের পায়ের লাথি খেতে থাক্‌ব? এ বলে যা, ও বলে যা, একবার মা ব'ল্‌চেন যা, একবার ছেলে ব'ল্‌চেন যা, একবার বুনো ছুঁড়িটা ব'ল্‌চে যা, তাই একেবারেই যাব। যাবই ত! আমারও আর পোষাচ্চে না। কর্ত্তা ব'ল্‌ত, "পর ভাতি হও ত পর ঘরি হ'ও না।" আহা, ভাতার নয় ত মুনিঠাকুর। এ সব শাস্তের লেখা! এ সব কর্ত্তা জান্‌তেন। আমারই সময়ের দোষে ঝিগিরি ক'র্‌তে হ'য়েচে! আর না—এই কানমোলা আর নাকমোলা। ঐ বুঝি ডাক্‌চে, যাই গো! আর না, এবার আপনার পথ দেখি। কাপড়টা চোপড়টা যা আছে, গাঁটুরি বেঁধে ঐ পথ দিয়ে চ'লে যাই। বিদেতা! তোর বিচেরটে কিন্তু খুব।

[প্রস্থান।

বেগে পূর্ণিকার পুনঃ প্রবেশ।

পূর্ণিকা। বিলাসিনি! কোথায় গেলি মা, আর যেতে হবে না! আর বিল্বপত্র, গঙ্গাজল, রক্তজবায় কিছু হবে না মা! এবার পূর্ণিকার পোড়াকপাল পুড়েচে! আমি এই পূজার গৃহ হ'তে ফিরে আস্‌চি! মায়ের আর সে বর্ণ নাই! মায়ের

আর সে শ্রী নাই! কালরূপে ভুবনআলো রূপ কোথায় যেন লুকিয়ে গেছে! কত "মা মা" ক'রে ডাক্‌লেম, মায়ের সাড়া নাই, মা যেন পূজার মন্দির অট্টহাস্যে বিদীর্ণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো! চারিদিকে কি যেন অলক্ষ্যে কি যেন বিভীষিকা-ময়ী মূর্ত্তি এসে আমাকে ভয় দেখাতে লাগ্‌লো। আমি মা, আর এক মুহূর্ত্তও সে মন্দিরে দাঁড়াতে পার্‌লাম না! সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল! এমন সময় কে যেন দুটী জ্যোতি-র্ম্ময়ী বালিকা এসে—হাতে ধ'রে আমায় পূজার মন্দির হ'তে বার ক'রে দিলে! কি হবে মা—এ নিশ্চয়ই মায়ের উদ্দী-পিত রোষানল! মায়ের এ কোপানলে আমার বাছা কিরূপে রক্ষা পাবে! বিলাসিনি! কৈ—তুই কোথায়? কৈ, কেউ ত নাই! বিলাসিনি, বিলাসিনি! এই ছিল কোথায় গেল—আর একটী জনপ্রাণী ত দেখ্‌তে পাচ্চি না! কেউ নাই, মা, মা, আমার কেউ নাই মা! এ দানব রাজপুরে নিভৃত নরকের অন্ধকারময় গুহায় পূর্ণিকার আপনার ব'ল্‌তে আর কেউ নাই মা! ঐ যে—ঐ যে—আবার সেই অট্ট অট্ট বহু জনাকীর্ণ ভৈরব সংহট্ট হাস্য! প্রকৃতি যেন সত্য সত্যই দিক্‌বসনা উলঙ্গিনী ভৈরবীবেশে ঔদাস্যের সহচরী হ'য়ে ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যে নৃত্য ক'র্‌চে! তার মাঝে কি মা! এলোকেশী, দিগম্বরী, খড়্গাকরা, সৃক্কণ বাহিত দর দর ধারে লোহিত শোণিতধারা—ভয়ঙ্করা গুরু ভারাবনত পীনপয়োধরা—ওমা ওমা—তুই যে মা—দিক্-

বিদিক শূন্য হ'য়ে—এ দানবরাজ্যরূপ মহাশ্মশানক্ষেত্রে, তাথৈ তাথৈ ক'রে বেড়াচ্চিস! স্থির-হ' মা, চক্ষুর পলক ফেল্‌তে দে মা, প্রকৃতিস্থ হ'তে দে মা! একবার আত্ম-সম্বরণ ক'রতে দে মা! বড় ভয় পেয়েচি শ্যামা! অভয়ে! মহা[illegible] আমি যে তোর মেয়ে—সহসা মেয়েকে কি রূপে দেখা দিলি, এ রূপ তোর কি মা রাজরাণী রাজরাজেশ্বরী অনাথতারিণী? অন্নপূর্ণে—সহসা তোর এ বেশ কেন মা! শান্তিকান্তিমোহিনী, এ পাগলিনীবেশে কেন মা! উঃ—উহু হু আবার—আবার সেই অট্টহাসি! আবার—আবার সেই কোমলমধুর বিধুবদনমণ্ডলে প্রলয়ের দ্বাদশ আদিত্যের ভীম ছবি! মা, মা! কোথায় যাই ব'লে দে! ভয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌চে মা! কেন ভয় দেখাস্‌ মা ভবরাণী! ওকি—ওকি—ওগো ওগো—ঐ যে আবার—আবার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী তুই বালিকা—আবার আমায় এখান হ'তে তাড়িয়ে দিতে আস্‌চে! মা—মা তবে কোথায় যাই ব'লে দে! মা—মা!

(ধ্যান)

জয়াবিজয়ার প্রবেশ।

জয়াবিজয়া। গীত

চোপ্‌, বেটী খবরদার।
বেশী ক'স্‌ না কথা, ভাঙ্‌বো মাথা, দেখ্‌ না ছেলের ব্যবহার॥
মা হ'য়ে বিইয়ে ছেলে পরের ছেলের ভাবিস্‌ না কদর,
তুই মা হ'য়েছিস্‌ কেন তবে, যার বুকে লো আপন পর,

তোর স্নেহের ভরা নদী বইছে কেন ক'রে বিচার ॥
আপন ছেলের হিতের তরে, চাস্ লো দিতে প্রাণ,
পরের ছেলের প্রাণ যে লো তোর, নয় মূল্যবান্,
তাই ত তোরে এত ক'রে বলি বারম্বার,
মাগী সাম্‌লা এবার, মাগী সাম্‌লা এবার ॥

[প্রস্থান।

পূর্ণিকা। মা, মা—তাই তুই আমায় ভয় দেখাচ্চিস্? আমি নিজের ছেলের জন্য ভাব্‌চি ব'লে—তাই তুই মা জগন্মাতা আজ আমায় আমার স্নেহমমতাকে বিশ্বব্যাপিনী ক'র্‌তে শিক্ষাদান ক'র্‌চিস্? জননি! সে শক্তি কি পাব মা? শক্তিরাণি! মা হ'য়েচি বটে, কিন্তু মায়ের মত শক্তি ত লাভ ক'র্‌তে পারি না মা! তবে শক্তি দাও, দুর্ব্বলহৃদয় সবল কর মা! ক্ষুদ্র স্নেহের অণুপরমাণু ল'য়ে—এ জড়জগতে ছড়িয়ে দি! তুমি মা হ'য়েচ, একজনের মা নয়, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মা। একটী ক্ষুদ্র কীটের মা হ'তে দেবেন্দ্র বাসবেরও মা হ'য়েচ, তাই ত মা-নামের এত গৌরব, তাই ত মা, মা ব'ল্‌লেই নারীর প্রাণ এত আচ্ছন্ন হয়। সত্যই জননি—আমরা এম্‌নি অধমা রমণী সে মা নামের বিন্দুমহিমাও বুঝ্‌তে পারিনি! মহিমা দূরে থাক সে নামে কলঙ্ক দান ক'র্‌চি! আমার পুত্র অন্যায় ভাবে যদি একজনের প্রাণ নাশ করে তা আমার সহ্য হবে, কিন্তু অন্যের পুত্র যদি আমার পুত্রের গুরু অপরাধেও একটী কোন কথা বলে তা আমার

সহ্য হবে না! এত দ্বৈত জ্ঞান আমাদের! এত নীচপ্রকৃতি আমাদের! এত ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ আমাদের! কিন্তু যদি আমরা সকলের পুত্রকে নিজের পুত্র জ্ঞান ক'রে, মায়ের দত্ত অমূল্য স্নেহমমতাকে সমভাগে বিভাগ ক'র্‌তে পার্‌তাম, তাহ'লে এ মররাজত্বে আমাদেরই সন্তান আজ অমর দেবতা হ'য়ে, আমাদেরই আনন্দের নিকেতনে অক্ষয় আনন্দ দান ক'র্‌তে সমর্থ হ'ত! হা দুরদৃষ্টা সংসারীর মা! কেন তোমরা তোমাদের পবিত্রহৃদয়কে এত নরকের বিষ্টাকৃমির আবাস স্থান ক'রে রেখেচ! আমরা যদি সেই হৃদয়কে দর্পণের মত নির্ম্মল স্বচ্ছ ক'র্‌তে পার্‌তাম, তাহ'লে আজ আমাদের কোন সন্তানই কখন কোন দুঃখের মরুতে প'ড়ে হাহাকার ক'র্‌ত না! মায়ের অনন্ত প্রেমরাজ্যে সর্ব্বদাই আনন্দের বাদ্যে পূর্ণ হ'য়ে থাক্‌ত। মা, শক্তি দে, এ হৃদয় তাই ক'র্‌ব মা! আমার পুত্রের মঙ্গলের জন্য যেমন আমি আত্মজীবন দান ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি, তেমনি আজ হ'তে জগতের পুত্রের জন্য পূর্ণিকার প্রাণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌বে। আমি একা দুর্গের মা নই, আমি মা সকলের মা! না, কাঁদ্‌ব না, আর কাঁদ্‌বো না জননি! দুর্গ আমার নিতান্ত পাষণ্ডের মত কার্য্য ক'র্‌চে, আমি তার জন্য কাঁদ্‌বো না। রাজর্ষি গোরক্ষনাথ, করঙ্গনাথ—তাঁরা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ নিরপরাধ, বিনা কারণে দুর্গ তাঁদিগে অনন্ত যন্ত্রণা দিচ্চে। আমার প্রাণ এবার হ'তে তাঁদের জন্যই কাঁদ্‌বে মা! দুর্গ

আমার পুত্র, কিন্তু সেই দুর্গ আমার আরাধ্য স্বামীধনের নিহন্তা, আমি তার জন্য কাঁদ্‌বো না মা! দে তারা, শক্তি দে, শুধু আমাকে নয়, জগতের সকল পুত্রের জননীকে এই শক্তি দে! পুত্রবতী এই শক্তি পেলে দেখ্‌বি মা—তোর এই দুঃখের মর্ত্ত্য সুখের স্বর্গ হ'য়ে দাঁড়াবে। তোর হাহাকারময় ভূমিতে সুখের পদ্ম ফুটে উঠ্‌বে! তোর মা-নামের বিজয়ঘোষণা চতুর্দ্দিকব্যাপিনী হ'য়ে প'ড়্‌বে! এস পুত্রবতি! শিক্ষা লও—তুমি জগতের মা! হৃদয়ের বল বিস্তার কর, তোমার ক্ষুদ্র স্নেহমমতা বিশ্বপ্রসারিত কর। দেখ্‌বে, তোমার কত আনন্দ, দেখ্‌বে, তোমার সন্তানের কত সুখ! যাই, যাই, দেখি মা, হৃদয়কে সেই বলে বলবান্ ক'র্‌তেপারি কি না! সঙ্কীর্ণ হৃদয়কে প্রসারিত ক'র্‌তে পারি কি না! ক্ষুদ্র নীচ আত্মসুখ স্বার্থপরতাকে আজ হ'তে সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞানে পরিণত ক'র্‌তে পারি কিনা! মা, আমি তোর মেয়ে, তুই আমার মা! দুর্গ, অবোধসন্তান, আর তোর জন্য আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে না! তোর ঘোর অত্যাচারে মায়ের প্রাণও আজ অস্থির হ'য়েচে! মায়ের প্রাণের এ অস্থিরতা পুত্রের পক্ষে কখন মঙ্গলজনক নয় বাপ্‌! এখনও সাবধান হ, এখনও সতর্কতা অবলম্বন কর! দুর্গ রে—মায়ের প্রাণ চঞ্চল ক'রিস্ না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[কাঙ্গোড়ের বনপ্রান্তর]

্সুর, দনুকেতন, ব্যঞ্জনেশ্বর ও দানবসৈন্যগণের প্রবেশ।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুঁ হুঁ বাবা, সত্যই সেই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী দুজন ইন্দ্র আর জয়ন্ত! এ না হ'য়ে যায় না। তা না হ'লে ব্যঞ্জনেশ্বরকে জখম ক'র্‌তে এমন মানুষ ত কারুকে দেখি নে! দনুকেতন মহাশয়, ঐ দুই বেটাই আমাদিগে সেদিন উদ্যান মধ্যে ধৃত ক'রেছিল, কেমন, এখন চিন্‌তে পেরেছেন?

দনুকেতন। বিলক্ষণরূপেই চিন্‌তে পেরেচি। প্রথমে কিরূপে চিন্‌ব বলুন, পাপাত্মা যে বৈরনির্য্যাতনের জন্য ছদ্মবেশে মানুষের সাহায্যে আগমন ক'র্‌বে, এ আমার সম্পূর্ণ ধারণার অতীত ছিল। আর সেই ধারণা ছিল না ব'লেই আমরা সেরূপভাবে প্রস্তুত হ'য়ে সৈন্যচালনা করি নাই।

দুর্গাসুর। অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম ক'রেচ! শত্রুকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করাই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হ'য়েচে।

ব্যঞ্জনেশ্বর। হাজারবার, হাজারবার! হুজুর হাজারবার তা ব'ল্‌তে পারেন। তবে কি জানেন, সকল সময় বুঝে উঠে কাজ করা যায় না।

দুর্গাসুর। তারও কালাকাল আছে। আজ তোমাদের ভ্রম

অপদার্থ সহচরের মন্ত্রণাতেই দুর্গাসুরকে বিনা কারণে অপমানিত হ'তে হ'য়েচে। তা না হ'লে যার ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র যম বিকম্পিত, সেই বিশ্ববিজয়ী দুর্গাসুর কিনা আজ একটা বন-মনুষ্যের হস্তে পরাজিত! কি ঘৃণা, কি লজ্জা কি পরি[illegible]! জান ব্যঞ্জনেশ্বর, জান দনুকেতন, তোমরা [illegible] আমার এ অপমানের দায়ী! ইচ্ছা ক'র্‌লে, রাজ-আজ্ঞায় এই মুহূর্ত্তেই তার শাসনবিধি প্রচারিত হ'তে পারে।

দনুকেতন। মহারাজের বিবেচনায় যদি তাই ব্যবস্থা হয়, তাতেই বা আমাদের আপত্তি কি? এক্ষণে সকলই ত আপনার বিবেচনার উপর নির্ভর ক'র্‌চে।

দুর্গাসুর। জানি দনুকেতন, সবই জানি। কিন্তু জেনে কি ক'র্‌ব, স্বহস্তে যে গরল পান ক'রেচি, এখন আর উদ্গীরণ যাবে না। আমি যে পূর্ব্ব হ'তে সে বিচারভার স্বয়ং গ্রহণ করি নাই। তা না হ'লে দুর্গাসুরের আজ এ অবস্থা হয়?

ব্যঞ্জনেশ্বর। (স্বগতঃ) আজ যে প্রভুর মেজাজ বেজায় চ'ড়েচে দেখ্‌চি!

দনুকেতন। কেন মহারাজ! আপনার কি বিশ্বাস যে, দনুকেতন হ'তে এই পরাজয়ের কারণ?

দুর্গাসুর। এ পরাজয়ের কারণ না হ'তে পারে, কিন্তু দুর্গাসুরের দুর্দ্দশার একমাত্র মূলীভূত কারণ।

দনুকেতন। তবে জান্‌লাম মহারাজ! জগতে পরপোকারি[illegible] আর খ্যাতি নাই।

দুর্গাসুর। ছিঃ, ছিঃ দনুকেতন! আবার পরোপকারিতার ভাণ দেখাচ্চ? সংসারে এসে কোন দিন কার উপকার সাধন ক'রেচ?

দনুকেতন। কেন প্রভু, দাস কি কোন দিন কোন কার্য্য ক'রে প্রভুর ... বিধান করে নাই?

দুর্গাসুর। সে কথা যথার্থ, তুমি যেরূপ পশু, সেইরূপ তোমার প্রভুকেও তুমি পশু ক'রেছিলে! তখন সেই পশুপ্রভু তোমার ন্যায় পশুর ব্যবহারে অনেকরূপে সন্তুষ্ট হ'য়েছিল বৈকি! কিন্তু দনুকেতন! তা আমার বিবেচনার পূর্ব্বে! আজ বিবেচনা ক'রেই এই কথা ব'ল্‌চি।

দনুকেতন। মহারাজ! আজ কি কথা ব'ল্‌চেন?

দুর্গাসুর। ব'ল্‌চি, হৃদয়ের কথা, সত্য কথা! যাও, এ সময়ের সে উপযুক্ত কথা নয়; একদিন সে কথা ব'ল্‌ব।

ব্যঞ্জনেশ্বর। (স্বগতঃ) সেইদিনই বেশী ক'রে গড়াবে দেখ্‌চি।

দনুকেতন। একদিন কেন মহারাজ! যদি আমার প্রতিই আপনার কোন অবিশ্বাস হয়, তাহ'লে আমি স্বেচ্ছায় রাজদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি।

দুর্গাসুর। প্রস্তুত আছ? উত্তম! কিন্তু তুমি কটী রাজদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌বে?

দনুকেতন। আমি কি মহারাজের নিকট বহু অপরাধে অপরাধী?

দুর্গাসুর। তা কি তুমি জান না? লম্পট, কামান্ধ, দুর্বৃত্ত, দস্যু, রাক্ষস, তা কি তুমি জান না? দুর্গাসুর কার পুত্র তুমি

জান্‌তে? সত্য বল? এক বর্ণ মিথ্যা হ'লে, আজ যে অস্ত্রে গোরক্ষ-করঞ্জনাথের মস্তক ধূলিলুণ্ঠিত ক'র্‌তাম, সেই অস্ত্রে এই মুহূর্ত্তে তোমার মস্তক ধূলিলুণ্ঠিত ক'র্‌ব। বল্, সত্য বল্! দুর্গাসুর কার পুত্র?

দনুকেতন। পাতালরাজ রুক্মাসুরের পুত্র।

দুর্গাসুর। মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যাবাদি! দুর্গাসুর সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, সাক্ষাৎ ন্যায়, সাক্ষাৎ দেবতার পুত্র। সেই ধর্ম্ম ন্যায় দেবতার সহমিলন রুক্মাসুর। সেই পিতার বিরাগের পাত্র আমি কার জন্য হ'য়েছিলাম চণ্ডাল! এখনও সত্য বল্?

দনুকেতন। মহারাজ! আমিই কি তার কারণ?

দুর্গাসুর। পশু, তুই তার কারণ নয়? তুই ত বাল্যকাল হ'তে আমার সহায় হ'য়ে পাতালরাজ্যে প্রবেশ ক'রেছিলি, তোর পরামর্শকেই ত আমি অভীষ্টপুরুষের আজ্ঞাবৎ শিরোধার্য্য ক'র্‌তাম। আমি তোরই প্ররোচনায় ত জগতে দুর্লভ বিবেচনাশক্তিকে নিজের হৃদয়চ্যুত ক'রেছিলাম। তোর সহবাসেই ত বাল্যের সুকুমার হৃদয়ক্ষেত্রের সদুপদেশরূপ মূল্যবান্ বীজগুলি জলাঞ্জলি দিই! আমায় দুর্বৃত্ত দুরাচার কে ক'র্‌লে দানব পশু! দুর্গাসুর কেন আজ ঘূর্ণায়ি চক্রে দণ্ডায়মান? আজ কেন সম্রাট দুর্গাসুরকে ত্রিজগতের মধ্যে কেউ ভুলেও সম্মানের আসনে উপবেশন ক'র্‌তে দেয় না? আজ কেন দুর্গাসুর পিতৃহন্তা মহাপাপী? আজ কেন দুর্গাসুর পরশ্রী ও পরস্ত্রীলাভে লালায়িত?

দমুকেতন। মহারাজ! আমিই কি আপনার পিতৃহন্তা?

ব্যঞ্জনেশ্বর। (স্বগতঃ) এইবার ভূত বুঝি আমার কাঁদে চাপে রে?

দুর্গাসুর। তুই সেই ক্রিয়ার মুখ্যকর্ত্তা। তুই ত তোরই মত এই এক নারকীকে আমার সহচর কর্‌বার জন্য এই পাতাল-রা[illegible]রাং ক'রেছিলি! চুম্বক লৌহকেই আকর্ষণ করে, স্বর্ণ আকর্ষণের শক্তি চুম্বকের নাই। তুই যেরূপ ঘৃণ্যপ্রকৃতি পিশাচ, তোর অনুচরও তদ্রূপ! চতুর, স্বার্থপর, তুই কি দুর্গাসুরকে এত মূর্খ বর্ব্বর স্থির ক'রেছিস্ যে, আমি তোর প্রতারণাভাণ্ডারের সঞ্চিত সামগ্রী কিছুই দর্শন ক'র্‌তে সমর্থ নই?

ব্যঞ্জনেশ্বর। সে কি হুজুর, আপনার সঙ্গে আবার কার তুলনা?

দুর্গাসুর। দূর হ, চাটুকার! তোর ন্যায় স্বার্থপরবশ নীচান্তঃকরণ পশু দেখ্‌লেও নরক দর্শন হয়।

ব্যঞ্জনেশ্বর। (স্বগতঃ জিহ্বাকর্ত্তনপূর্ব্বক) উঃ বাপ্ রে, কথা ক'য়ে কি গুথরি ক'রেচি বাবা!

দুর্গাসুর। যাক্, সবই বুঝেচি, সবই জেনেচি। দমুকেতন! সর্প অতি ভয়ঙ্কর, কিন্তু সুকুমার শিশু যেমন সর্পের চাকচিক্য দর্শনে ভালমন্দ বিবেচনা ক'র্‌তে না পেরে সেই কালকে ধারণ ক'র্‌তে কর বিস্তারণ করে, আমিও সেইরূপ তোর ন্যায় ক্রূর সর্পের মধুরতায় মুগ্ধ হ'য়ে, তোকে ধারণ করা দূরে থাক, তোকে বুকে রেখে পোষণ ক'র্‌চি! আমার তুল্য আর মূর্খ কে? উর্ব্বরভূমিতে আমি কণ্টকতরু জন্মগ্রহণ ক'রেচি! দেবতার ঔরসে পিশাচ-পশু হ'য়েচি!

দনুকেতন। মহারাজ! ওরূপভাবে ভৎর্সনা অপেক্ষা, আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করুন। তাতে আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই।

দুর্গাসুর। পশু, চতুরতায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান ক'র্‌তে [illegible]? সে আশা বৃথা! এখন তোর হ'[illegible] আমার সঙ্গে তোকেও চিরদিন জ্বলে পুড়ে মর্‌তে হবে। পিতৃহন্তা মহাপাপী দুর্গাসুর যেমন আজীবন নরকের জ্বলন্ত অগ্নিতে দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌বে, বিষ্ঠা মূত্রের বিষময় উগ্রগন্ধে তার অন্তরাত্মা যেমন সততই দেহত্যাগের জন্য প্রাণপণ ক'র্‌বে, সেই সঙ্গে তোকেও তদপেক্ষা ভীষণ যন্ত্রণাভোগ ক'র্‌তে হবে। দানবাধম! তোর মৃত্যু এখন কি! এত স্বল্পায়াস মৃত্যু হ'লে সংসারনরকের তীব্রযাতনা অনুভব ক'র্‌বে কে? সংসারবিষে জ্বলে পুড়ে ম'র্‌বে কে? হা হুতাশের বিষনিশ্বাসে দগ্ধ হবে কে?

দনুকেতন। মহারাজ! যদি হৃদয়ে এই ধারণাই হয়, তাহ'লে আর কেন? সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সকল সঙ্কল্প ত্যাগ ক'র্‌লেই ত পুণ্যের সঞ্চয় হ'তে পারে।

দুর্গাসুর। পিতৃহন্তার পুণ্য! প্রভুহন্তার পুণ্য! সে পুণ্যের সৃষ্টি এ জগতে কি আছে মূর্খ! তাহ'লে যে জগতে পাপ ব'ল্‌তে কোন ভাষা থাক্‌বে না।

দনুকেতন। মহারাজ! তা হ'লে কি অনুমতি করেন?

দুর্গাসুর। নরক! এতদিনের পর আজ দুর্গাসুরের পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েচ! কৈ, একদিনও ত এরূপভাবে দুর্গা-

সুরের পরামর্শের প্রার্থনা করিস্ না, সকল কার্য্যই ত স্বতঃপ্রবৃত্ত সাধন ক'রে এসেছিলি! পাপপ্রবর্ত্তক, আমি বরং কোন কার্য্যে প্রতিবাদ ক'র্‌লে, তুই তার প্রধান হন্তা হ'তিস্। আজ তার এত পরিবর্ত্তন! জীবের চিত্তের এত পরিবর্ত্তন! না—[illegible] ক'র্‌তে দোব না! স্বইচ্ছায় কূল হারিয়ে আর ভিন্ন আশা কেন? অকূল সাগরবক্ষে সকলেই নিমজ্জিত হব'! আর কেন আশা! পুণ্যের আশা? পিতার সঙ্গে সঙ্গে সে আশা জলাঞ্জলি দিয়েচি! এখন চাই পাপ! সংসারে যতরূপ পাপের বিষ আছে, সেই সকল পাপবিষ সংগ্রহ করি আয়! সেই বিষ সকলে পান ক'র্‌ব, সেই বিষে সকলেই জর্জ্জরিত হব! তবে ত পিতৃহন্তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে! নতুবা পিতৃবধের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় আছে? দনুকেতন! না, না, আর না, আর কোন মতের পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে চাই না! দেখ্ দেখ্—ওই দেখ্—ধ্বক্ করে কি জ্বলে উঠ্‌লো দেখ্! পাপপতঙ্গ, দেখ্ দেখ্, কি ভীষণ অগ্নি দেখ্—ঐ শোন্—অগ্নিরও আজ বাক্‌শক্তি জন্মেছে!

জয়াবিজয়ার প্রবেশ।

জয়াবিজয়া। গীত।

দাউ দাউ দাউ জ্ব'লেছে পাপের অনল।
ঐই দেখ্, মহান্ধ জীবপতঙ্গ, কেমনে সাজ করে লীলাসকল।

এরা শৈশবে হেলায় না করিল জ্ঞানার্জ্জন,
যৌবনে কুজন সনে কুপথে করিল গমন,
এখন শূন্য ভুবন শূন্য জীবন ফেটে যেরয় আঁখির জল।

দুর্গাসুর। দেখ্‌লি, দেখ্‌লি পাপকীট! আজ আমাদের পাপাগ্নি কিরূপভাবে প্রজ্বলিত হ'য়েচে ... আর কেন, প্রস্তুত হ! সৈন্যগণ, প্রস্তুত হও, চল্ চল্, আজ পিতার প্রভুপুত্র রাজর্ষি গোরক্ষনাথ আর করঙ্গনাথের রক্তে পাদ ধৌত ক'রে আমাদের সেই পাপাগ্নি আরও প্রজ্বলিত করিগে চল্! আর কি! ঐ জ্বলেচে, ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লেচে! দানবগণের পাপচিতা এবার ধূ ধূ ক'রে জ্বলেচে। আর ভয় নাই! এবার সেই চিতায় প্রাণের আনন্দে প্রাণ সম্প্রদান করিগে চল্!

[বেগে প্রস্থান।

সকলে। জয় মহারাজ দুর্গাসুরের জয়, জয় মহারাজ দুর্গাসুরের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[কঙ্গোড়-রাজসভা]

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষনাথ। (স্বগতঃ) উদ্‌ভ্রান্ত পথিক! হও রে উদ্বুদ্ধ অজ, আর কেন আত্মসংগোপন! ছদ্মবেশে—

মহোল্লাসে চলেচল আপন আবাসে।
বারি আশে ধেও না ক মৃগতৃষ্ণিকায় !
হায় হায় শান্তি কভু নহি রে হেথায় !
ঘুরিলে ত এতদিন এ সংসারপথে,
[illegible]রী [illegible] অনুক্ষণ নিলে কতজন,
যেবা যার গম্যপথে করিল গমন !
গমনের কালে কেহ না গেল কহিয়া,
তুমিমাত্র ভ্রমবশে রহিলে পড়িয়া।
আর কেন বৃথা, কর সে ভ্রমনিরাশ,
আশার পিয়াসবহ্নি করহ নির্ব্বাণ!
ক্ষীরভ্রমে পিও না ক দুষ্পাচ্য গরল।
অন্ধ, দেখিছ কি হায় সম্মুখে তোমার—
র'য়েছে কি গম্যপথ কণ্টক আবৃত
ঘোর ভয়ঙ্কর ভীষ্ম কাল ফণিময়—
পারি কি যাইতে তথা ? এ সংসারপথ—
ফিরে চল কাজ নাই আর অগ্রসরি।
মাত্র যেই পথ হইয়াছ অগ্রসর—
দেখিলে ত সেই পথে কত মহামারি,
দেখিলে ত সেই পথে কত রে বিপ্লব,
দেখিলে ত সেই পথে কত রে আবর্ত্ত
কত ঘূর্ণিপাক কত পাপ হলহলা—
শত বিষাক্তসারকরূপ স্বার্থহিংসা—

দ্বেষ অসূয়া জিঘাংসা লোভ আদি পাতা।
দেখিলে ত কামিনীকাঞ্চন হেতু—
কত কালমেঘ জীবহৃদে ঢাকা!
দেখিলে ত তার হেতু কত রক্তস্রোত—
বহিল সমরক্ষেত্রে আগ্নেয় গৈরিক
স্রাব সম হায় কিবা নিষ্ঠুরতা!
ভাবিল না জীব হ'য়ে জীবের পরাণ,
ভাবিল না জীব হ'য়ে জীবের বেদনা!
ওরে ভ্রান্ত, আর কত দেখিবারে চাও?
সংসারশ্মশান দৃশ্য—অতি ভীমতর—
কাজ নাই রে পথিক—ফিরে ঘরে চল্।
দুর্গাসুর! তুমিও ত ভবপথে তাই—
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক—আসিয়াছ পর্য্যটনে—
তবে তবে বৃথা কেন পথে বিসম্বাদ,
একদিন পথহারা হইবে সবাই,
একদিন যাব চলি যে যার স্থানেতে।
তবে কেন পথে যেতে এত কোলাহল,
প্রলয়হিল্লোল তুলি ঘটাও প্রলয়।
বৈকারিক রোগে যথা প্রলাপবচন,
তেমতি এ সব বাক্য অসার আমার।
বিচিত্র বিশ্বের নীতি বোঝা বড় দায়!
কাজ নাই আর সেই নীতি আলোড়নে,

সাধিব নিজের কাজ অকপট প্রাণে !
এই যে সোণার দেহ—বিচিত্র নির্ম্মাণ,
একদিন পঞ্চভূতে মিশিবে নিশ্চয়,
নাহি তার অস্থিরতা এ সত্য নিশ্চয়।
[illegible]ন সে দেহের ভালবাসা মোহে
নাশি আজ স্বার্থহেতু অসংখ্য পরাণী
দুর্গাসুর রণে ? সে পাপের পাপী কেবা ?
এই কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্ব্বুদ্ধি গোরক্ষ !
ধিক্ স্বার্থপর ! নিজ স্বার্থ তরে হায়—
নররক্তে বসুন্ধরা সুরঞ্জিত করি,
ভাসালি পাপের তরী অকলঙ্ক কূলে।
পুনঃ আজ হবে সেই ভীম মহারণ,
করিতেছে দুর্গাসুর পুনঃ আক্রমণ !
পাপবুদ্ধি আজি কি রে স্বার্থহেতু তুই—
পুনঃ সেই পাপযজ্ঞ আরম্ভ করিবি,
পুনঃ দিবি প্রজা বলি সমরশ্মশানে ?
পুনঃ কি রে হবে ধরা শোণিতে প্লাবিত !
না না, তা হবে না কভু, বুঝিতেছি এই
এ দেহের হইলে পতন, এই ভীম—
রণবহ্নি হবে নির্ব্বাপিত ! হইবে না
বিন্দু রক্তপাত—শান্তিময়ী হবে ধরা !
সাধিব গোপনে আমি এই মহাব্রত !

বলিব না কারে! হৃদয়ের গুপ্তকথা—
হৃদয়ে থাকিবে গাঁথা, প্রাণের সোদর—
ভাই করঙ্গ আমার—তারেও গোপন—
প্রাণপ্রিয়া মম নারী কৃত্তিকা সুরজা—
তাদেরও গোপন করি সাধিব এ কাজ—
ভীম মহারণক্ষেত্রে স্বইচ্ছায় আজ
এ নশ্বর জড়দেহ করিব বর্জ্জন।
পিতা, পিতা—প্রত্যক্ষ-দেবতা গুরুদেব!
নরাধম পুত্র তব এতদিনে আর
রাখিতে নারিল কাঙ্গোড়ের সিংহাসনে—
দু'টী পাদুকা তোমার। ক্ষম অপরাধ!
এই করিনু গ্রহণ—একটী পাদুকা!
এ পাদুকা মৃত্যুশয্যাকালে হবে মোর
মস্তকের উপাধান। জীবিত সময়—
ইহাই আশ্রয় মোর আছিল জনক,
শেষের আশ্রয় তাই লইল সন্তান;
রাখিনু অন্যটী ভাই করঙ্গের তরে!
তার জড় জীবনের ভরসা করিয়া।
অহো পিতা! কাঁদে প্রাণ তার তরে শুধু
সে সরল মূর্ত্তিমান্ বিনয়কিশোর—
জানে না আমারে বই কাহারে সংসারে।
দাদা বিনে আর তার নাই অন্য জ্ঞান,

দাদা তার জীবনের লক্ষ্য ধ্রুবতারা,
সেই দাদা হারা হবে যবে প্রাণাধিক—
না জানি শিরীষপুষ্প থাকিবে কেমন!
ঐ নয়—করঙ্গ? কায়া হ'তে ছায়া ছিল
[illegible]রা [illegible]ন—আসে ছায়া কায়ার মিলনে।
এস ভাই! কায়া আজ যাইবে চলিয়া—
তাই ছায়া সরাইয়া দিব আগে হ'তে,
থাক তুমি পিতৃপদছায়ে, আসি আমি
ততক্ষণ একবার অন্তঃপুর হ'তে।

করঙ্গনাথের প্রবেশ।

করঙ্গনাথ। গীত।

কেন লুকোচুরী খেলা, কেন নয়নের কোণে বিষাদের রেখা আঁকা।
কেন জ্বলন্ত-অশনি, হৃদয়গুহায় মাঝে, রহিয়াছে পাংশু ঢাকা॥
কি যেন উচ্ছ্বাস করিছ গোপন, কি আবেগ করিতেছ সংবরণ,
কি যেন বলিতে যাইলে তবু বলিলে না, কেন এত ভাবান্তর সখা॥

অভীষ্টপুরুষ! আজ কোন্ ব্রত তুমি
ক'রেছ গ্রহণ? তাই পাষাণহিয়ায়
হায়! নাহি করি সম্ভাষণ গেলে চ'লে?
না সুধালে কোন কথা অনুজ সেবকে।
দাদা! হেন ভাবান্তর দেখিনি ত কভু
এ জীবনে। ভয় পাই মনে আমি তাই।

করঙ্গ তোমার দাস, কায়াগত ছায়া।
তবে দয়াহীন প্রাণে—কোন্ প্রাণে দাদা
হেন ব্যবহার করিলে অনুজসহ?
কি ভেবেছ মনে মনে? কি ভেবে অগ্রজ—
হেন অনাদর করিলে আমায় তুমি?—
যেন তুমি আমি সম্বন্ধ নাহিক কোন,
অথবা গো সম্বন্ধের ডোর ছিন্ন হেতু
যেন এই বিষাদের রেখা মুখে আঁকা।
তাই কি অগ্রজ? কহ সত্য কথা তুমি—
তুমি সত্য-অবতার, কহ সত্যবান্!
কেন প্রাণ কাঁদে মোর! হারাই হারাই
যেন কিছু এই প্রাণে ভয়, দয়াময়!
দয়া প্রকাশিয়া কহ মোরে, কেন হেন
ভাবে তুমি যাইলে চলিয়া সকাতরে!
আজ কাঙ্গোড়ের ভীষণ দুর্দ্দিন দিন!
দুর্গাসুর করিয়াছে পুনঃ আক্রমণ!
কাঙ্গোড়ের দ্বারে আজি আপনি শমন!
প্রজাগণ রণোৎসবে আত্মদানে ছুটে!
অতি ভীমদৃশ্য—পঞ্চমবর্ষীয় শিশু—
ষোড়ষবর্ষীয় যুবা—অশীতিবর্ষীয়
বৃদ্ধ আদি নরনারী, দাদা, নাহি করি—
কেহ জীবনের ভয়, আজি স্নেহমায়াদয়া

ছুটেছে সবেগে হ'য়ে আত্মপরহীন।
এ হেন দুর্দ্দিনে দাদা! সকলে চঞ্চল—
তুমি মাত্র শুধু কেন নীরবে ভ্রমিছ—
নির্ব্বাক্ গম্ভীর ভাবে। বুঝেছে কুরঙ্গ,
[illegible]র আগে প্রকৃতি যেমতি
স্থিরা ধীরা সুগম্ভীরা সৌম্যমূর্ত্তি ধরে,
তেমতি যেন গো আর্য্য! হেন ভাব তব—
বিপদের পূর্ব্বভাব। দাদা! যেন কোন
আপনার সবিশেষ অভীষ্টসাধনে—
এ সংযম শিক্ষা আজ করিতেছ হেথা।
এ দুর্দ্দিনে হায়! এই ভয়ঙ্কর কালে—
কি অভীষ্ট দাদা, তব? দেছ আজ্ঞা রণে—
সাজিতে কাঙ্গোড়-প্রজা বালবৃদ্ধযুবা,
সাজিছে তাহারা—কৈ, কৈ তবে তব হৃদে
রণোৎসাহ? সে রণোৎসাহ দূরে থাকু,—
তুমি যেন প্রতি পদক্ষেপে জগতের—
প্রত্যেক জীবের কাছে মাগিছ বিদায়!
দুই চক্ষু যেন তব বিদায়কাহিনী—
প্রকাশিছে স্পষ্টরূপে প্রত্যেকের কাছে!
দাদা! কহ সত্য কথা—কর' না ছলনা,
আমি দাস, জানি তব হৃদয় কেমন,
বাল্য হ'তে এ যৌবনকাল একদিন—

কোন কথা পরস্পর অপ্রকাশ নাই,
কহি তাই—কহ অকপটে, দাদা দাদা—
এই রণ হবে কি গো জীবনের শেষ-
রণ ? তাই রণপূর্ব্বে লইছ বিদায় ?
যদি তাই বাঞ্ছা মনে, তবে কেন দাদা,
অনুজে গোপন ? করঙ্গ যে তোমা বিনা
জানে না কখন ! তুমি পিতা—তুমি মাতা—
তুমি বন্ধু—তুমি ভ্রাতা—অভীষ্টপুরুষ,
একাত্মা যে তোমায় আমায় দয়াময় !
এত যে গো ভালবাস দাসে, এই কি গো—
তার পরিণাম ? দাদা আশীষে তোমার—
মনোভাব তব বুঝেছে করঙ্গ আজ !
তবে—কর প্রকাশ বা অপ্রকাশ, ক্ষতি
নাই ! আমিও প্রস্তুত হব' তব সাথে।
দাদা, তোমা বিনা চায় না করঙ্গ তব—
অলকার বৈভবরতন, রত্নাসন,
ইন্দ্র-সিংহাসন, নন্দনের পারিজাত।
পিতা পিতা পিতা—ক্ষম অপরাধ মোর,
এতদিন তব আজ্ঞা ক'রেছি পালন—
ভ্রাতার সেবক হ'য়ে ; রাখি নাই মনে—
বিলাসিতা—সুখ-ইচ্ছা কোন, কোন দিন।
পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ এ শ্লোকের করি

বিনিময়, ভ্রাতা ধর্ম্ম ভ্রাতা স্বর্গ করিয়াছি
জ্ঞান ! আজ সেই ভ্রাতা, অনুজে ত্যজিয়ে
যাবেন তোমার পাশ ; তবে পিতা, বল—
আর কেন রব’ আমি পাপ ধরাধামে !
[illegible]া, আমারও বিদায় ! তাই তব—
পাদুকা দুইটী রাখিতে নারিনু আমি
কাঙ্গোড়ের রাজসিংহাসনে। লব পিতা—
একটী পাদুকা—সে পাদুকা আজ মোর—
শেষ-শয্যাকালে হবে শির-উপাধান। (পাদুকাগ্রহণ)
জীবনের মহাযুদ্ধ ও পাদুকা ল’য়ে
করিয়াছি জয়—ভবসিন্ধু তরিবার—
এখন তরণী মোর এই। যাই এবে—
একে একে সংসারের কাছে লই গিয়া
বিদায়—বিদায়—একে একে মায়ামোহ—
স্নেহ সুদৃঢ়বন্ধন লই খসাইয়া।
দাদা ত প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত হই !
হৃদয় ! হও রে পাষাণ। অই যে পথিক—
পুনঃ আসে দ্রুতপদে উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে !
এস দাদা—দুই ভেয়ে শেষ দেখা করি,
আজ শেষ ভালবাসা করি বিনিময়।
একবার এস কাছে, দাদা ব’লে ডাকি,—
একবার দাদা ব’লে জুড়াই পরাণ।

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষনাথ। করঙ্গ!

করঙ্গনাথ। দাদা!

গোরক্ষনাথ। করঙ্গ রে! এ নির্জ্জন সভামাঝে কেন—
ভাই, একাকী দাঁড়ায়ে, হিমসিক্ত পদ্ম
সম? আজি রণোৎসব, এ উৎসবে—
কি বিষাদে ভাই নীরবে সভার মাঝে
র'য়েছ নিশ্চিন্ত প্রাণাধিক্! সাজে কি রে—
তোমা, হেনকালে হেনভাবে থাকা ভাই?
আজি কাঙ্গোড়ের বালবৃদ্ধযুবা করি—
মাতিয়াছে রণযজ্ঞে—দিতে প্রাণে সবে
পূর্ণাহুতি। তুমি ব্রতে ব্রতী, একি মতি
তবে প্রিয়তম!

করঙ্গনাথ। দাদা দাদা, এত কি গো অপদার্থ জ্ঞান-
কর দাসে? আশৈশব হ'তে সেবিনু যে
রাঙা পায়, সুখদুঃখ-পাপপুণ্য দাদা!
সর্ব্বস্ব যে সঁপিয়াছি তোমা অকপটে।
কি হেতু নিশ্চিন্ত প্রভু, এ অধম দাস—
এখনো কি নাহি জানে তাহা? সবি জানি,
বহু পূর্ব্বে এই দীন—তব মনোভাব

ল'য়েছে জানিয়া! দাদা ক'র না ছলনা
মোরে।

গোরক্ষনাথ। কি করঙ্গ, কি কথা বলিস্ ভাই!

করঙ্গনাথ। দাদা, দাদা—এখনো করিছ ছল? তবে
বুঝিলাম—প্রভু, মহাপাপী আমি—অতি
নরাধম—তাই তুমি আমারে গোপন
কর!

গোরক্ষনাথ। কি গোপন ভাই! করঙ্গ রে—তোর কাছে—
ভাই, কি মোর গোপন বল্?

করঙ্গনাথ। ক'র না গোপন দাদা, সত্য বল তবে—
এই রণোৎসবে—তুমি কি গো সত্য সত্য—
আছ রণোৎসাহী। সত্য বল দাদা—
অনুজ বলিয়ে ক'র না ক ঘৃণা।

গোরক্ষনাথ। করঙ্গ রে, করঙ্গ রে—সত্য ভাই,
নারিনু রাখিতে হৃদয়ের গুপ্তকথা,
সত্য ভাই, আমি নহি রণোৎসাহী।

করঙ্গনাথ। তুমি যদি রণোৎসাহী নহ দাদা, তবে—
দাস কেন হবে রণোৎসাহী, কিবা হবে
ছার রণে? কার তরে রণ প্রয়োজন?

গোরক্ষনাথ। আত্মরক্ষাহেতু ভাই!

করঙ্গনাথ। দাদা, আত্মরক্ষাহেতু আবশ্যক রণ,
তবে সেই রণে তুমি কেন এত ভীত

স্পৃহ? তবে কি গো সেই আত্মরক্ষা তব—
আর নাহি আবশ্যক, এত কি আত্মার
ভার লাগিয়াছে এবে তোমা, তাই তুমি
সেই আত্মনাশে গুপ্তভাবে বদ্ধ কর
আজি! অহো কি নিষ্ঠুর দাদা তুমি!
নিশ্চয়ই রণে তুমি ত্যজিবে জীবন
আজ। এই কি গো ভ্রাতৃ-ভালবাসা তোমা?
দাদা! কার কাছে দিয়ে যাবে করঙ্গে তোমার?
করঙ্গের কে আছে সংসারে—দাদা তোমা
বিনা কারে জানি বল? পিতা জানি নাই,
মাতা জানি নাই, ভাবি নাই একদিন
তাঁহাদের, তোমার নিকটে থাকি! (রোদন)

গোরক্ষনাথ। করঙ্গ রে—ভাই রে আমার, জানি ভাই,
আমাগত তোমার জীবন, আমা বিনা
তিলার্দ্ধও তুই—পারিবি না থাকিবারে—
এই ভবধামে; তথাপি অবোধ ওরে—
দেখেছি বিচারি মনে, আমি গত নাহি—
হ'লে এ রণের হবে না বিশ্রাম কভু।
তবে ভাই, তুচ্ছ মোর প্রাণ তরে কেন
হ'তেছ কাতর, এ প্রাণের বিনিময়ে—
কত কোটী প্রাণ আজ থাকিবে জগতে—
ভেবেছ কি প্রাণাধিক!

করঙ্গনাথ। দেখেছি ভাবিয়া দাদা, কিন্তু দেব !
ভেবেছ কি একবার অভাগার কথা,
দেখিছ কি দিব্যচক্ষু মেলি, দেবদেব—
তোমা বিনা করঙ্গের কিবা গতি হবে ?

গোরক্ষনাথ। তার চিন্তা, ক'র না জীবন, যাব আমি
দিয়ে যাব দুর্লভরতন—যে রতনে—
তুমি ওরে যাদু, পাবে তৃপ্তি চিরদিন।

করঙ্গনাথ। এমন কি ধন দাদা দিয়ে যাবে তুমি—
যেই ধনে বিসরিব তোমা ইষ্টদেব !
কি আছে জগতে হেন দুর্লভরতন ?

গোরক্ষনাথ। আছে প্রাণধন !
রণে বনে পাবে পরিত্রাণ যে ধনের বলে,
লও ভাই সেই ধন, পিতার পাদুকা—
(শূন্য সিংহাসন দর্শনপূর্ব্বক)
একি—একি—একি ! শূন্য সিংহাসন কেন—
এই ছিল একটী পাদুকা !

করঙ্গনাথ। একি একি একি—শূন্য সিংহাসন কেন—
কেবা নিল জনকের একটী পাদুকা !

গোরক্ষনাথ। কেন ভাই তুমি একটী পাদুকা বলি
করিলে উল্লেখ ?

করঙ্গনাথ। কহ দাদা, তুমিও বা কেন সচকিতে—
একটি পাদুকা বলি কর উচ্চারণ ?

গোরক্ষনাথ। একটি পাদুকা ভাই, করিয়াছি অন্তিমআশ্রয়।
একটি রাখিয়াছিনু তোমার কারণ।
করঙ্গনাথ। তবে দাদা, আমিও ক'রেছি তাই
সার সে পাদুকা দাদা, অন্তিমে আমার।
গোরক্ষনাথ। করঙ্গ রে—ক'রেছিস্ কিবা তুই ?
শূন্য ক'রেছিস্ আজ পিতৃসিংহাসন,
পিতৃনাম পুত্র হ'য়ে করিবি নির্লোপ!
করঙ্গনাথ। ক্ষম অপরাধ দাদা, তোমা বিনা শত—
পাপঅর্জ্জনেও ক্ষুব্ধ নয় করঙ্গ তোমার!
পারি আমি তোমা হেতু—সকলি করিতে—
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তাতে বিচার আমার।
এখন মিনতি, চিরসহচর দাসে—
অনুচর কর, যে পথের হবে গো পথিক,
সেই পথে লও বশম্বদে। তা হবে না দাদা,
একা কভু যাইতে দিব না, পথে
আমি দিব বুক পেতে!
বল দাদা, করিবে আমায় অনুচর? (পদধারণ)
করহ স্বীকার—নতুবা এ পদ তব—
ছাড়িব না কভু।
গোরক্ষনাথ। কি করিস্ ভাই, করঙ্গ রে—এখন বালক তুই,
হাঁ রে, পিতামাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ল'য়ে চিরদিন—
কেবা কোথা কাটায়েছে সুখের জীবন?

যাক্, শুনিবি না যবে—তবে কাজ কর্।
পিতার এ শূন্য-সিংহাসনে, বসা এনে
অনঙ্গকুমারে আর বান্ধুলিমায়েরে।
রাজারাণী আজ হ'তে কাঙ্গোড়ের হ'ক্।
পিতার এ স্মৃতিচিহ্ন করিয়া স্থাপন,
চল ভাই, ভাই ভাই যাই শান্তিধামে।
করঙ্গ রে—জগতের রীতিনীতি হেরে—
কাঁদিছে পরাণ, জীব হ'য়ে জীবে দেয় জ্বালা,
জীব হ'য়ে বোঝে না রে জীবের বেদনা।
তাই ভাই বলি, আর বিলম্ব ক'র না।
আন ত্বরা কুমারকুমারী।
তিলার্দ্ধও পাপবাসে থাকিবারে আর—
বাঞ্ছা নাই মনে।

করঙ্গনাথ। তাই ভাল দাদা—জীবনের অতৃপ্তবাসনা,
করি পূর্ণ আজ, চল যাই শান্তিময় ঠাঁই।
এ সংসার বড়ই কঠিন, বড়ই দুর্ব্বার—
এ চক্রের ঘর্ঘর-চালনে নিষ্পেষিত জীবকুল!

(নেপথ্যে রণবাদ্য, সন্ন্যাসিগণ—জয় মহারাজ সোমনাথজী কি জয়)

ঐ দাদা—চলিছে কাঙ্গোড়-প্রজা—দিয়ে জয়ধ্বনি।
ওকি—দ্রুতপদে আসে কারা সভা অভিমুখে?
একি—পূজ্যপাদ সন্ন্যাসিনিচয়—আসুন আসুন!
উদ্‌ভ্রান্তপ্রায়ে কেন?

সন্ন্যাসিগণ এবং যোদ্ধৃবেশে অনঙ্গ ও বান্ধুলির দ্রুতপদে প্রবেশ।

রঘুনাথ। বৎস গোরক্ষ! এ বালকবালিকা দুটী আজ বড়ই বিপদে ফেলেচে! এরা আজ আমাদের সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে যাবে।

অনঙ্গনাথ। তা কিছুতেই হবে না, আমরা দুজনেই আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাব।

বান্ধুলি। হাঁ ঠাকুরমশায়! আমি আর অনঙ্গ গেলে অনেক দানবসেনাকে মার্‌তে পার্‌ব।

রঘুনাথ। তোরা কি পাগল হলি রে! যুদ্ধ কি একটা ছেলে-খেলা! বৎস! বালকবালিকাদুটীকে প্রতিনিবৃত্ত কর।

করঙ্গনাথ। এস কুমার, এস মা বান্ধুলি, যুদ্ধে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়েচ কেন? যুদ্ধের অভাব কি? কত যুদ্ধ ক'র্‌বে মা! বৎস, অনঙ্গ, কত যুদ্ধ ক'র্‌বে বাবা! তবে এখন আমরা আছি, এখন একটু বিশ্রাম ক'রে লও, এর পর অনেক যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে। সে যুদ্ধের আর অবসর পাবে না মা, সে যুদ্ধের আর অবসর পাবে না বাবা,—সে অনন্তজীবনব্যাপী যুদ্ধের আর বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত যখন যে যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বিরক্ত হ'য়ে যাবে; তখন চাঁদ, এ যুদ্ধের জন্য এত আগ্রহ কেন? যান, আপনারা যান; বোধ হয়, এতক্ষণ দানবসৈন্যগণ সমরক্ষেত্রে যুদ্ধাহ্বান ক'র্‌চে!

গোরক্ষনাথ। যান, শীঘ্র যান! আমরাও শীঘ্র মিলিত হ'চ্চি।

[সন্ন্যাসিগণের প্রস্থান।

এস কুমার, এস মা বান্ধুলি, যুদ্ধের সাধ হ'য়েচে? তা যুদ্ধ ক'র্‌বে, তার জন্য চিন্তা ক'র্‌তে হবে কেন? তবে বাবা, আমাদের যুদ্ধ আগে শেষ ক'র্‌তে দাও, তারপর তোমরা যুদ্ধ ক'র। আমরা থাক্‌তে তোমাদের যুদ্ধ করা কি শোভা পায়? এখন এস—পিতার সিংহাসন আজ শূন্য হ'য়েচে; কুমার! বীরকুমারমূর্ত্তি ত্যাগ কর, মা কমলা বান্ধুলি, ভীমা রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি ত্যাগ কর মা, তোমরা এই শূন্য সিংহাসনে দুইজনে রাজারাণী হও—আমরা আমাদের যুদ্ধ শেষ করি গে।

করঙ্গনাথ। তারপর তোমরা অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ক'র, আমরা আর নিবারণ ক'র্‌তে আস্‌ব না! বাছা রে! আগে কর্ত্তব্যযুদ্ধ না ক'র্‌লে—আর সেই যুদ্ধে জয়লাভ ক'র্‌তে না পার্‌লে, তোমরা বীরযোদ্ধা ব'লে জগতে পরিচয় দিতে পার্‌বে কেন?

গোরক্ষনাথ। তাই বলি কুমার! তাই বলি মা বান্ধুলি! এক-বার আয় দেখি—কর্ত্তব্যযুদ্ধে তোরা কেমন ক'রে জয়লাভ ক'রিস্, তাই একবার দেখি?

অনঙ্গনাথ। বাবা, কি ক'র্‌তে হবে বলুন?

গোরক্ষনাথ। তুমি এই সিংহাসনে উপবেশন কর!

বান্ধুলি। জ্যেঠামশায়! আমি কি ক'র্‌ব?

গোরক্ষনাথ। তুমি কুমারের বামভাগে ব'স মা!

অনঙ্গনাথ। বাবা, এরই নাম কি কর্ত্তব্যযুদ্ধ ?

গোরক্ষনাথ। হাঁ বাবা, এরই নাম কর্ত্তব্যযুদ্ধ !

অনঙ্গনাথ। এরই নাম কর্ত্তব্যযুদ্ধ ? যে পবিত্র সিংহাসনে আপনারাও অনধিকারী বিবেচনায় একদিনও উপবেশন করেন নাই, সেই উচ্চ পবিত্র সিংহাসনে আমরা কেমন ক'রে উপবেশন ক'র্‌ব বাবা ?

করঙ্গনাথ। কুমার ! আমরা যে সিংহাসনে উপবেশন করি নাই, ইহাই আমাদের কর্ত্তব্যযুদ্ধ ছিল, আর এখন যে তোমাদিগে এই সিংহাসনে উপবেশন করাচ্চি, ইহাও আমাদের আজ কর্ত্তব্যযুদ্ধের শেষফল লাভের জন্য। এখন আর কোন আপত্তি না ক'রে, আর্য্যের আজ্ঞা প্রতিপালন কর ; তোমরা রাজারাণী হও। আমরা পিতার পবিত্র সিংহাসনে তোমাদিগে রাজারাণী দেখে, আমরা আমাদের কর্ত্তব্যযুদ্ধে জয়লাভ ক'রে চ'লে যাই। সেই পরমকারুণিক মঙ্গলময় ভগবানের পবিত্র সঙ্গীত গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে ব'স কুমার, ব'স মা বান্ধুলি—এই সিংহাসনে ব'স। (সিংহাসনে উভয়ের উপবেশন)

অনঙ্গ ও বান্ধুলি। গীত।

মঙ্গলময় কে দেখেছে তোমারে তুমি প্রকাশিছ হ'য়ে প্রকৃতি।
তুমি পুরুষ কি নারী, চিনিতে না পারি, সকলে প্রকাশ তোমার ভাতি।
তুমি কোথায় থেকে দুখ দেখে দয়া কর দীন অভাগায়,
কে দেখেছে তা বল না, কাজেই সকল পরিচয়,

তোমার বৃষ্টি তোমার সৃষ্টি, তোমার শক্তি তোমার দৃষ্টি,
তোমার রবি তোমার চন্দ্র. তোমার বায়ু তোমার ইন্দ্র,
তোমার জল তোমার ফল, জীবের বলবুদ্ধিশকতি ॥

গোরক্ষনাথ। হ'য়েছে ভাই, এইবার হ'য়েছে! জীবনের সাধ মিটেছে! অঙ্কুরিত লতা মুকুলিত হ'য়েছে! কোরক কুসুমিত হ'য়েছে। করঙ্গ! জীবনের অতৃপ্তবাসনা তৃপ্ত হ'য়েছে ভাই! আর কেন, এবার চল যাই! ব'স কুমার, আমরা এবার যুদ্ধ ক'র্‌তে যাই।

অনঙ্গনাথ। আমরাও যাব বাবা! আমরা ত কর্ত্তব্যকার্য্য ক'রেচি।

গোরক্ষনাথ। এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে, যুদ্ধ পূর্ণ কর।

অনঙ্গনাথ। এ যুদ্ধের শেষ কতদিনে হবে?

গোরক্ষনাথ। মৃত্যুর শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

অনঙ্গনাথ। তবে যে ব'ল্‌ছিলেন, বহুযুদ্ধ ক'র্‌তে হবে?

করঙ্গনাথ। বহুযুদ্ধ বৈ কি বাবা! এ কর্ত্তব্যযুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তোমাদিগে প্রতিমুহূর্ত্তে ছয়টী ঘোর পরাক্রান্ত দৈত্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে।

অনঙ্গনাথ। ছয়টী দৈত্যের সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে? সেই ছয় দৈত্য কে?

করঙ্গনাথ। একটীর নাম কাম, একটীর নাম ক্রোধ, একটীর নাম লোভ, একটীর নাম মোহ, একটীর নাম মদ আর এক-

টীর নাম মাৎসর্য্য। বাছা রে! এরা তোমাদিগকে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাক্‌তে দিবে না। তোমরা এদের যুদ্ধে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত হবে। তবে বৎস, সাবধান, তোমরা এদের সহিত যুদ্ধে জীবন ত্যাগ ক'র, কিন্তু ভুলেও যেন এদের কখন বশীভূত হ'য়ো না। তাহ'লে আমরা আসি বাছা, তোমরা আনন্দে দুইজনে এই ষড়দৈত্য-যুদ্ধজয়ের কৌশল শিক্ষা কর', তাহ'লেই মহাযোদ্ধা নামে জগতে বিখ্যাত হবে।

অনঙ্গনাথ। তাই নয় আপনাদের আজ্ঞায় সেই যুদ্ধই ক'র্‌ব, কিন্তু আপনারা যে যুদ্ধে যাচ্ছেন, সে সংবাদ আমরা কেমন ক'রে জান্‌ব? কাঙ্গোড়েতে আজ আর কেউ নাই যে, আপনাদের সংবাদ এনে আমাদিগে জ্ঞাপন ক'র্‌বে?

বান্ধুলি। হাঁ বাবা, হাঁ জ্যেঠামশায়! আপনারা না ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমরা কেমন ক'রে থাক্‌ব?

করঙ্গনাথ। তোমাদের সংবাদদানের জন্য না হয় একটি দূত নিযুক্ত ক'রে যাব'—না তারও প্রয়োজন নাই; আর করঙ্গনাথের আজ্ঞাবহনের জন্য কারেও নিযুক্ত ক'র্‌ব না। বৎস, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি এখান হ'তেই আমাদের যুদ্ধের সংবাদপ্রাপ্তির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

অনঙ্গনাথ। বাবা, আমরা ত আপনাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রেচি, এখন আপনারা আজ যুদ্ধে না গিয়ে আমাকেই কেন দুর্গাসুর-যুদ্ধে পাঠান না?

গোরক্ষনাথ। কুমার, তুমি আজ কাঙ্গোড়ের রাজা, আমরা আজ তোমার সেনাপতি। সেনাপতি বর্ত্তমানে রাজার স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করা রাজনীতির বিগর্হিত।

অনঙ্গনাথ। আপনারা থাক্‌তে আমি আবার রাজা কি বাবা!

গোরক্ষনাথ। বাছা রে, আর মোহ বাড়াস্ নে! আমরা থাক্‌তে তুমি যুদ্ধে যাবে কেন? তুমি এখন বালক, জান না, পিতৃ-প্রাণ পুত্রের জন্য কত কাতর হয়!

অনঙ্গনাথ। বাবা, পিতার প্রাণ পুত্রের জন্য কাতর হয়, আর পুত্রের প্রাণ কি পিতার জন্য কাতর হয় না?

গোরক্ষনাথ। হয় বৈ কি বাপ! তবে কি জান চাঁদ, বৃহৎ বৃক্ষই ঝঞ্ঝাবাত সহ করে; ক্ষুদ্র গুল্ম সেই বৃহৎ বৃক্ষেরই আশ্রয় অবলম্বন ক'রে থাকে। ঐ যে করঙ্গ এসেচে। ভাই—সময় উত্তীর্ণ হয়।

ঘটহস্তে করঙ্গনাথের প্রবেশ।

করঙ্গনাথ। এই লও চাঁদ—গঙ্গাবারিপূর্ণ মঙ্গলঘট। এই মঙ্গল-ঘটই আমাদের রণস্থলের শুভাশুভ বার্ত্তা জ্ঞাপন ক'র্‌বে। কুমার, মা বান্ধুলি—এই যে ঘটে গঙ্গাবারি পূর্ণ দেখ্‌চ, এই গঙ্গাজল যখন লোহিতাভ বা গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ ক'রেচে দেখ্‌বে, তখন জান্‌বে, আমাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে আর কেহই ইহসংসারে নাই! আর যদি গঙ্গাবারি স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় স্বভাবজাত বর্ণ থাকে, তাহ'লে জান্‌বে যে, আমরা

দুই ভ্রাতা অক্ষতশরীরে নির্ব্বিঘ্নে সেই যুদ্ধস্থলে বিহার ক'র্‌চি। এখন এই মঙ্গলঘট লও! এতেই তোমরা এই থানে ব'সে আমাদের শুভাশুভ সকল বিষয় জান্‌তে পার্‌বে চাঁদ!

অনঙ্গনাথ। খুল্লতাত মহাশয়! যুদ্ধে ত যেতে দিলেন না, কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি এই দুর্গাসুররণে আপনাদের কোন ভালমন্দ হয়, তাহ'লে আমরা তখন কি ক'র্‌ব?

করঙ্গনাথ। কি ক'র্‌বে বাপ অনঙ্গকুমার, কি ক'র্‌বে বাবা! তখন তোমাদের দুচক্ষু যেদিকে যাবে, সেই দিকে চ'লে যাবে বাবা! চাঁদ আমার, যুদ্ধ ক'র্‌তে যেও না! সে কালসর্পের কালরণে যেও না! তার নিশ্বাসে তোমার কুসুমকোমল নবনীত শরীর ভস্ম হ'য়ে যাবে; তাই বলি বাবা, তখন তুমি মা বান্ধুলির হাত ধ'রে, কারেও কোন কথা না ব'লে, পিতার পুণ্যরাজ্য কাঙ্গোড় ত্যাগ ক'রে কোন নিবিড় গহন বনমধ্যে আশ্রয় লবে!

অনঙ্গনাথ। না খুল্লতাতমহাশয়! ও আদেশটি ক'র্‌বেন না! আপনাদের সব কথা রক্ষা ক'রেচি, কিন্তু বোধ হয় ও আদেশটি রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না!

গোরক্ষনাথ। বাবা, তা না পার ক্ষতি নাই। তখন আর আমরা কেহই দেখ্‌তে আস্‌ব না। তোমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা মত কার্য্য ক'র্‌বে। করঙ্গ, আর কেন ভাই! শুন্‌চ, সৈন্যগণের

কোলাহল! বিলম্ব হ'লে অনেক সৈন্যের জীবন নষ্ট হবে। উদ্দেশ্যপূর্ণের ব্যাঘাত ঘট্‌বে। প্রস্তুত হও করঙ্গ!

করঙ্গনাথ। দাদা, আমি প্রস্তুত। তবে আসি কুমার, আসি মা বান্ধুলি! ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

গোরক্ষনাথ। নারায়ণ তোমাদের দীর্ঘায়ু করুন!

(অনঙ্গ ও বান্ধুলির প্রণাম।)

[গোরক্ষনাথ ও করঙ্গনাথের প্রস্থান।

বান্ধুলি। অনঙ্গ! কি হবে?

অনঙ্গনাথ। বান্ধুলি! পক্ষাবৃত পক্ষীশাবক পক্ষচ্যুত হ'লে যা হয়, তাই হবে। আমার চোখের জল তুমি দেখ্‌বে, আর তোমার চোখের জল আমি দেখ্‌ব।

বান্ধুলি। অনঙ্গ! বাবার আর জ্যেঠামশায়ের মুখখানি তুমি ভাল ক'রে দেখেছিলে?

অনঙ্গনাথ। দেখেছিলাম বৈ কি বান্ধুলি! তাঁদের মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল, বেশীক্ষণ আর চাইতে পার্‌লাম না।

বান্ধুলি। কি বুঝ্‌লে বল দেখি অনঙ্গ?

অনঙ্গনাথ। তা আমি ব'ল্‌তে পার্‌চি না বান্ধুলি!

বান্ধুলি। সেইজন্যই জ্যেঠামশায় আজ তাড়াতাড়ি ক'রে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের কোন আয়োজনাদিও কর্‌লেন না। এই যুদ্ধে তাঁদের আর জীবনের আশা নাই অনঙ্গ!

অনঙ্গনাথ। সেইজন্য তিনি আজ আমাদিগে রাজারাণী ক'রে গেলেন।

বান্ধুলি। আচ্ছা অনঙ্গ! জ্যেঠামশায় আর বাবা যে আমাদিগে অনেক যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে ব'ল্‌লেন, তা আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। তুমি বুঝে বুঝে দু'একটী প্রশ্ন ক'রেছিলে, সে যুদ্ধের কথা তুমি কি বুঝেচ অনঙ্গ!

অনঙ্গনাথ। বান্ধুলি! সে যুদ্ধ বড় কঠিন যুদ্ধ! তুমি এখন বালিকা—আমিও বালক, তবে আমাদের এমন দিন উপস্থিত হবে যে, সেই দিন দু'জনেরই সহিত কামনামক দৈত্যের সাক্ষাৎ হবে, সেই কামদৈত্য অতি দুর্দ্ধর্ষ,—বান্ধুলি, দেখ দেখ—মঙ্গলঘট দেখ—গঙ্গাজলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ। এতক্ষণ বোধ হয়, পিতা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে যুদ্ধে ব্রতী হ'য়েচেন! দেখ বান্ধুলি, জল লাল হয়নি ত?

বান্ধুলি। না অনঙ্গ, জল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই র'য়েচে। অনঙ্গ! জেঠাইমারা আস্‌চেন।

অনঙ্গনাথ। আসুন, তুমি ঘটের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখ বান্ধুলি!

সুরজার হস্তধারণপূর্ব্বক কৃত্তিকার প্রবেশ

সুরজা। না দিদি, তুমি আমায় প্রবোধ দেবে কি, আমি যে কাঙ্গোড়ে রাক্ষসী এসেছিলাম, আমি কি তা জানি নাই! আমা পোড়ামুখী হ'তেই ত দেবতাস্বামীর এই কষ্ট, আমার গুণের দেবরের এই যন্ত্রণা! কাঙ্গোড়াধিবাসীর এই দুর্দ্দশা!

এত নররক্তে পবিত্র কাঙ্গোড়রাজ্য আজ কেন প্লাবিত হ'চ্চে দিদি! এর মূলভিত্তি কে? এ রণযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা কে? একটু চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেই ত বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে! না দিদি, আর আমি এ রাজ্যে থাক্‌ব না, তুমি প্রভুকে ব'লে ক'য়ে, আমায় বনবাসিনী কর। চল—ঐ রাজসভা, ঐখানেই প্রভু আছেন! (গমন) এ কি—হাঁরে অনঙ্গ, হাঁরে বান্ধুলি, আজ কি ক'র্‌চিস্? দেবতার সিংহাসনে তোদিগে কে বসালে? দিদি, সর্ব্বনেশে ছেলে, সর্ব্বনাশী মেয়ে এ কি ক'রেচে দেখ! অনঙ্গ, প্রভু কোথায়?

অনঙ্গনাথ। কেন মা, রাগ ক'র্‌চ? বাবা আর কাকা তাঁরা দুজনেই আমাদিগে এই সিংহাসনে বসিয়ে রেখে গেচেন! আমরা কিছুতেই ব'স্‌তে চেয়েছিলাম না মা, আমরা তাঁদের কথা না শুন্‌তে তাঁরা বিরক্ত হ'লে কাজেই মা, দেবতার সিংহাসনে বস্‌তে হ'য়েচে।

বান্ধুলি। হাঁ জ্যেঠাই মা, অনঙ্গ অনেক আপত্তি ক'রেছিল, আমিও অনেকবার ব'লেছিলাম।

সুরজা। শুন্‌চ দিদি, বুঝেচ দিদি, প্রভুর আজ উদ্দেশ্য কি?

কৃত্তিকা। সবি জানি দিদি, সবিই জানি! তুমি দেবী, তোমার অন্তঃকরণ ত আগেই সব জান্‌তে পেরেচে, তথাপি ভগিনি, দেবীহৃদয়কে কেন আকুলিত কর! আচ্ছা অনঙ্গ, প্রভু তোমাদিগে রাজারাণী ক'রে কোথায় গেলেন?

অনঙ্গনাথ। আমাদিগে রাজারাণী ক'র্‌লেন, কত আশীর্ব্বাদ

ক'র্লেন, আমরাও যুদ্ধে যাব ব'লে কত ব'ল্লাম, তাঁরা আমাদিগে বুঝিয়ে ব'ল্লেন বাবা, আমরা আগে যুদ্ধ করি, তারপর তোমরা যুদ্ধ ক'র। আমি ব'ল্লাম আপনারা যুদ্ধে যাবেন, আপনাদের যুদ্ধের সংবাদ আমরা কেমন ক'রে পাবো, তখন কাকামশায়—

বান্ধুলি। জ্যেঠাই মা, তখন বাবা এই মঙ্গলঘট আমাদের হাতে দিয়ে ব'ল্লেন,বাছারা, যখন দেখ্বে মঙ্গলঘটের গঙ্গাজল লালবর্ণ হ'য়েচে, তখন জান্বে যে, আমরা আর ইহজগতে নাই। তখন তোমাদের দুচক্ষু যেদিকে যাবে চ'লে যেও, আর অনঙ্গকে যুদ্ধে যেতে বারণ ক'র্লেন। অনঙ্গ বায়না ধ'র্লে, "আমি যুদ্ধে যাবই," তখন জ্যেঠামশায় চোখ দুটী ছলছল ক'র্তে ক'র্তে ব'ল্লেন, যাক্—তখন আর আমরা কেউ দেখ্তে আস্ব না! জ্যেঠাইমা, বাবাকেও তখন কাঁদ্তে দেখেছিলাম।

সুরজা। বান্ধুলি রে! আর বলিস্ নে মা, থাক্ মা থাক্—সিংহাসনে প্রভুর আদেশে কুমারের বামে ব'সে থাক। নিভৃত-উদ্যানের কুসুমরাণীর মত ফুটন্ত হ'য়ে হাস্তে খেল্তে থাক। দিদি! আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর কাঙ্গোড়ে থাক্‌ব না! কাঙ্গোড়ের সুখসৌভাগ্যরবি এবার অস্ত হ'য়েচে! আর আশা নাই—আর ভরসা নাই! কাঙ্গোড় আজ হ'তে শ্মশান হবে, তাই প্রভু আজ দুই ধূস্তুর-কুসুমকোরককে সেই শ্মশানে সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন। আর প্রভু ফিরে আস্বেন না।

পাছে মায়ায় মোহিত হ'ন্, তাই যাবার সময় একবার আমাদের সঙ্গে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ ক'রে যান্ নি দিদি! আমি বেশ বুঝ্তে পার্‌চি—আমিই সাজান বাগানকে ছারখার ক'রেচি, এ আমি বেশ বুঝ্তে পার্‌চি! আমি রাক্ষসী, একে একে সকলকে গ্রাস ক'র্‌চি, তা আমি বেশ বুঝ্তে পার্‌চি! বুঝ্তে পার্‌চি গো, বেশ বুঝ্তে পার্‌চি! আমি কে—এইটী কেবল বুঝ্তে পার্‌চি না! আমি রাক্ষসী—এ বুঝ্তে পার্‌চি, তবে কাঙ্গোড়ের দেবতার কাছে এলাম কেন, এইটী কেবল বুঝ্তে পার্‌চি না! আমি কে দিদি? আমি কে? অনন্ত নীলমেঘের মত আমি, আমি কে—সন্ধ্যা হ'য়ে এলো! ধূসর-বসনাবৃত সন্ধ্যা শুভ্র-দিবায় কোলাকুলি ক'রে—গাঢ় কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রির সহিত আলিঙ্গন ক'র্‌তে যাচ্চে! কেউ কাকেও আর দেখ্‌তে পাচ্চে না—দিবাও নাই, সন্ধ্যাও নাই। সব অন্ধকার! ওর নাম কি? কালরাত্রি। আমি যেন তাতে মিশিয়ে আছি! আমি কে দিদি? ঐ আমি কালরাত্রি! আর বেলা নাই, ঘোর যুদ্ধ হ'চ্চে—নররক্তে বসুধা প্লাবিতা হ'য়ে যাচ্চে! প্রভু যুদ্ধ ক'র্‌চেন—ভীষণভাবে যুদ্ধ ক'র্‌চেন! আপনার একটী সেনাকেও ক্ষত হ'তে দিচ্চেন না! ঐ কালরাত্রি এলো—সমগ্র বিশ্ব ঢেকে গেল, তুমি আমি আর কেউ কাকেও দেখ্‌তে পাচ্চি না, চিন্‌তে পাচ্চি না! ওযে কালরাত্রির সঙ্গে সব মিশিয়ে যাচ্চে! ঐ প্রভু মিশিয়ে গেলেন! কালরাত্রি খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল! ছেড়ে দাও!

ছেড়ে দাও। আমিই ঐ কালরাত্রি! আমায় তোমরা ছেড়ে দাও!

[বেগে প্রস্থান।

কৃত্তিকা। হায়, হায়, আমি এখন কি করি! দেবী আজ পতি-বিরহে পাগলিনী হ'ল রে, পাগলিনী হ'ল! অনঙ্গ দেখ্‌, দেখ্‌ বাবা! আমাদের সোনার দেবীর কি হ'ল দেখ্‌ বাবা!

[প্রস্থান।

অনঙ্গনাথ। বান্ধুলী ঘটের দিকে বেশ ক'রে চেয়ে দেখ এখন চল, মা আবার কি করেন দেখিগে।

বান্ধুলি। অনঙ্গ! বোধহয় এ ঝড় বাড়্‌তেই চ'ল্‌ল কমবার আশা আর নাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[বনপ্রান্ত]

জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ।

গীত।

জয়া। এলো থেলো এলোকেশে আর বেড়াস্‌ কেন ভবরাণি।
তোর বরাভয় মা রৈল কোথা, ঐ ত মরে ভক্তপ্রাণী॥

বিজয়া। ছিঃ ছিঃ জয়া এমন কথা ব'ল্‌তে কিলো হয়,
এ যে মায়ের কোমল প্রাণের কোমল দয়া ছেলের তরেই রয়,

মায়ের সকল দুঃখ যায় গো ঘুচে দেখ্‌লে ছেলের মুখখানি।

জয়া। মায়ের সকল ছেলে নয়লো সমান ভাব্‌না মনে মনে,
এক ছেলে বা রাজা কেন আর এক ছেলে বনে,
এক ছেলে মার খায় কেন আর এক ছেলের মারে,
এই ত মায়ের প্রাণের ধারা বুঝ্‌না ভাল ক'রে,

বিজয়া দূর্‌ দূর্‌ দূর্‌ ও অভাগি ব'ল্‌লি তুইলো কি,
এ সকলত ছেলের দোষে মায়ের দোষ কি,
মা ছেলের তরে ঘর ছেড়েচে সার ক'রেচে শ্মশানভূমি॥

দ্রুতপদে সন্ন্যাসিনীবেশে ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। কি করি মা, কিছুতেই কিছু ক'র্‌তে পার্‌লাম না। একান্ত ভক্ত গোরক্ষনাথ আর করঙ্গনাথের মন কিছুতেই ফিরাতে পার্‌লাম না। তারা আর মর্ত্ত্যখেলা খেল্‌তে চায় না! ঘোর সংগ্রামে উপস্থিত হ'য়েচে। সেই সংগ্রামে তারা স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ বলি দিবে। জয়া, বিজয়া, দেখ্‌বি চল্‌ মা, আজকের যুদ্ধ কি বিচিত্র উপাদানে সংগঠিত হ'য়েচে। আমি রণরঙ্গিণী ভৈরবীবেশেও আমার আজ সাধের সন্তান রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না। আয় মা, তোরা আয়, আমার ইন্দ্রজয়ন্তকে সঙ্গে ক'রে শীঘ্র তোরা আয়! আমি আর স্থির নই, আমার সাধের সন্তান বিশ্ব আজ গেল মা। আমি মা হ'য়ে কিছুতেই কিছু ক'র্‌তে পার্‌লাম না।

[সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্র ও জয়ন্তের প্রবেশ।

ইন্দ্র। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে জয়ন্তকুমার! মা আজ আমার সন্ন্যাসিনীর বেশে সন্তানের জন্য কি ভাবে বনমধ্যে বিচরণ কর্‌ছেন? মায়ের সেই চিরহসিত প্রশান্তমূর্ত্তি কিসের জন্য আজ বিবর্ণা হ'য়েছে, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছ? বাছারে। এ দেখেও তুমি আমার সহিত তর্ক কর্‌ছিলে যে দেবীর প্রাণে সন্তানের মায়া নাই? ছিঃ বৎস! দেবী যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মা! কোটীশ্বরের কথা ত স্বতন্ত্র, সামান্য একটী কীটের জন্য মা যেরূপ যন্ত্রণা সহ্য করেন, বা ভাব্‌তে গেলে আমাদের ন্যায় দেবগণেরও বাৎসল্য স্নেহে ঘৃণা জন্মে! রাজরাজেশ্বরী—ভুবনেশ্বরী—মা আমাদের সন্তানের স্নেহে অন্ধ হ'য়ে কখন নৃত্যশীলা এলোকেশী! কখন বা বাহ্যজ্ঞান তিরোহিতা হ'য়ে রণোন্মাদিনী ভয়ঙ্করা দিগম্বরী! কখন বা শান্তমতি অভয়-বরদাত্রী জগদ্ধাত্রী জগদম্বিকা—কখন বা সৃষ্টিধ্বংসময়ী প্রলয়রূপিণী—অট্টহাসিনী ভীমা কালী করালিকা!

জয়ন্ত। পিতঃ! যে মা আমাদের ত্রিভুবনপালিনী - ত্রিগুণাতীতা, সে মায়ের কাছে আমরা এমন কি অপরাধ করেছি যে, তিনি অত স্নেহশীলা হ'য়েও—আমাদের এ সকল দুঃখ বিমোচন ক'র্‌তে পার্‌ছেন না?

ইন্দ্র। কুমার! আনন্দময়ী মায়ের আমার কিসের ত্রুটী আছে বল? সে মা যে কর্ম্মময়ী আনন্দময়ী! জীবের কর্ম্মের সহিত

মা যে আমাদের অতি সূক্ষ্মভাবে কর্ম্ম ক'রে বেড়াচ্চেন! বৎস! আপন ছিদ্র অনুসন্ধান না ক'রে পরছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হও কেন? একদিন কর্ম্মের প্রবল প্রতাপে অমরগণ এই লীলামুখরিত নৃত্যগীতশালিনী অপরূপ রূপলাবণ্যবতী অপ্সরা-কুল পরিবেষ্টিত বৈজয়ন্তবিভবগৌরবনন্দনকানন সহ স্বর্গ সিংহাসন লাভ করেছিল, আবার সেই কর্ম্মহীনতায় তারাই পু[illegible]বার পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে বনাশ্রয় অবলম্বন ক'রেছে। তবে কুমার! নিজকৃত পাপের প্রতিফল ভোগ করার নাম যদি "মাতৃ[illegible]ণে দয়া নাই" এই কথা বল, তাহ'লে সেই সর্ব্বকরুণা-ময়ী [illegible]গজ্জননীর উপর বৃথা কলঙ্কারোপজনিত যে মহা[illegible]াপ, তাহাই অর্জ্জন করা হয়।

জয়ন্ত। পিতঃ! ক্ষমা কর্‌বেন। হ'তে পারে জীবগণ আপনা-পন কর্ম্মজনিত মহাপাপে নিমগ্ন হ'য়ে মহাকষ্ট ভোগ করে, কিন্তু মহামায়া মা ত সে কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী।

ইন্দ্র। সত্য বৎস! মা আমাদের সর্ব্ব কর্ম্মেরই নিয়ন্ত্রী।

জয়ন্ত। তবে সে কর্ম্মের দায়ী কে পিতঃ!

ইন্দ্র। আচ্ছা স্বীকার কর্‌লাম, মাই তার দায়ী।

জয়ন্ত। তবে সে মাকে সর্ব্বকরুণাময়ী জগজ্জননী বল্‌তে চান কিরূপে?

ইন্দ্র। কেন?

জয়ন্ত। তিনিই যখন সকল কর্ম্মের মূলরূপা, তখন তিনিই কেন কর্ম্মচক্রে জীবগণকে নিষ্পীড়ন করেন? যাঁর হৃদয়ে করুণা-

সমুদ্র অনন্ত বিস্তৃত, যে মায়ের স্নেহের বাঁশীর মধুরস্বরে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড মোহিত,মা ব'ল্‌তে যে সন্তান মাতৃগর্ভ হ'তে উদ্‌ভ্রান্ত, সে মায়ের কি সন্তানকে কর্ম্মচক্রে পীড়ন করা উচিত পিতা! যে মায়ের প্রাণ "মা" কথা শুন্‌লেই আত্মহারা হ'য়ে যায়, সমস্ত দুঃখ, শোক, অনুতাপ বিস্মৃতির অতলস্পর্শগহ্বরে লুক্কায়িত হয়, আমাদের ত তিনি সেই মা! সেই কৈলাসবাসিনী দক্ষনন্দিনী সতীরাণী ঈশানী ত আমাদের সেই মা?

ইন্দ্র। বাছা রে! মা আমাদের সেই, কিন্তু আমরা মায়ের সে ছেলে নই। যারা মায়ের ছেলে, তারা তেমনি ভাবে মায়ের স্নেহের কোল পায়। আমরা যে মায়ের স্নেহের কোল হ'তে সরে পড়েছি! মা আছে ব'লে যে আমাদের জ্ঞান নাই! মাকে ভুলেই ত সন্তানের কষ্ট! তা নাহ'লে মাতৃভক্ত পুত্র কবে সংসারে দুর্গতি ভোগ ক'রেছে? কৈ—তুমি মায়ের কোলে ব'সে থাক দেখি; দেখি, মা কোন্ প্রাণে তোমার কষ্ট দেখ্‌তে পারেন? কুমার! তুমি যে মাকে সকল কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী ব'লে বল্লে, কিন্তু কর্ম্মের প্রথমে "মা আমার এ কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী" এই চিন্তা ক'রে কি কর্ম্ম ক'র্‌তে প্রস্তুত হও? যদি সকল কর্ম্মই "মা করাচ্চেন, আমি ক'র্‌চি" এই চিন্তা ক'রে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'তে পার, তারপর সেই কর্ম্মজনিত যদি তোমার যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হয়, তখন জগজ্জননী মাকে আমার লৌহ-বর্ম্মাবৃতা পাষাণী ব'লে উল্লেখ ক'র্‌তে পার। বৎস! মা কোন্‌কালে সন্তানকে কুপথের পথিক করেন? সন্তানই নিজ-

দোষে মাতৃবাক্য লঙ্ঘন ক'রে পাপাহঙ্কারে দৃষ্টিশক্তি হারা হয়।

জয়ন্ত। পিতা! তবে অমরবর্গের যন্ত্রণাভার কি আর দূর হবে না?

ইন্দ্র। কেন দূর হবে না বৎস! অমরগণ যে দিন আবার মায়ের কোল লাভ ক'র্‌তে সমর্থ হবে, সেই দিনই অমরগণের সকল যন্ত্রণার ভার লাঘব হবে।

জয়ন্ত। মায়ের কোল অমরগণ কিসে লাভ ক'র্‌বে পিতা!

ইন্দ্র। মা মা ব'লে মায়ের কাছে সরল প্রাণে গেলেই অমরগণের মাতৃ-অঙ্ক লাভ করা হবে।

জয়ন্ত। তবে কেন অমরগণ এখনও নিশ্চিন্ত! তাঁরা কেন এমন দুঃখনাশিনী মা থাক্‌তে এখনও আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে আছেন? এখনও কেন তাঁরা সরলপ্রাণে "মা মা" ব'লে মায়ের কাছে যাচ্চেন না?

ইন্দ্র। তাই ত যাচ্চেন বৎস! তা নাহ'লে মা কেন আজ উন্মাদিনীবেশে অস্থির প্রাণে ঘুরে বেড়াচ্চেন! কুমার! দেবগণ একান্তমনা হ'য়ে আজ মা মা ব'লে মায়ের কাছে করুণরোদন ক'র্‌চেন ব'লেইত মা অস্থির হ'য়ে প'ড়েছেন! দেখ্‌লে না বৎস! মায়ের সেই ধীরা স্থিরা সৌম্যামূর্ত্তি কি ভাবে আজ পরিণত হ'য়েচে! মলিনবসনা মলিনভূষণা হ'য়ে মাকে যে আজ চিন্‌তে পার্‌বারও উপায় নাই!

জয়ন্ত। তবে পিতা! এ সময় মাকে আমরা ভক্তিনৈবেদ্য দিলে বোধ হয়—মা আরও সন্তুষ্ট হ'তে পারেন।

ইন্দ্র। তাকি আর ব'ল্‌তে হয় বৎস! মাকে কায়মনোবাক্যে ভক্তিনৈবেদ্য দান কর।

জয়ন্ত। ওমা,কোথা মা তুমি! কোথা মা—অপর্ণে অপরাজিতে! অনাদ্যে অম্বিকে! কোথা মা পরমে স্থরমে হরমনোরমে প্রপন্নপালিকে!

ইন্দ্র। কৈ গো শক্তিময়ী শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে! কৈ মা কৈ তুমি! আমার প্রাণের কুমার জয়ন্ত আমার তোমায় প্রাণের ভক্তি ল'য়ে পূজা ক'র্‌চে মা?

জয়ন্ত। আমি কিছুই জানিনা জননি! আমার কিছু নাই জননি! তবু মা প্রাণ ভ'রে ডাকি! কৃপা কর বা প্রবোধিতা বুঝ্‌ব না শিবানি! তবু তোমায় ডাক্‌ব ভবরাণি! ও মা—কোথা মা তুমি! দেখে যাও মা, তোমার অমর সন্তানের আজ কি তুর্গতি।

ইন্দ্র। ও মা শিবশক্তি পরামুক্তি জগদ্ধাত্রি! কুমারের কথা শোন্‌ মা ভবানি! একবার আয় মা!

জয়ন্ত। একবার আয় মা, একবার আয় মা!

ইন্দ্র। সিংহবাহনে ত্রিশূলধারিণি একবার আয় মা!

জয়ন্ত। রণোন্মাদিনি করালিনি রিপু দলনে একবার আয় মা!

ইন্দ্র। শান্তিরূপা ধরায় শান্তি দিতে একবার আয় মা!

জয়ন্ত। পুণ্যরূপিনী ধর্ম্ম রক্ষায় একবার আয় মা!

ইন্দ্র। কৈ মা কৈ রণচণ্ডিকে!

জয়ন্ত। কৈ মা কৈ শত্রুনাশিকে!

ইন্দ্র। ঐ দেখ বৎস! মা আমার চারিদিকেই প্রসন্নতাময়ী মূর্ত্তিতে ধরাভয় হস্তে ল'য়ে "নভেতব্যং" ব'লে যেন আমাদিগে অভয় দিচ্চেন! আ মরি! এমন দয়াময়ী মা কি আর সংসারে কেউ আছে? তাই মা জগজ্জননী, তাই মা বিশ্ব-প্রতিপালনের ভার স্বয়ং হস্তে গ্রহণ করেছেন। ঐ মা—ঐ—ঐ স্নেহময়ী মূর্ত্তি! ঐ সেই দয়াময়ী মূর্ত্তি! ঐ সেই হাস্য-মুখধরা নবোদিত বালার্ক প্রভাময়ী দেবীমূর্ত্তি! ঐ সেই কাঞ্চনবর্ণা—কুসুমকোমলা মধুময়ী মূর্ত্তি! প্রাণাধিক জয়ন্ত! দেখ, দেখ! চক্ষু সার্থক ক'রে দেখ! সন্তানের আহ্বানে কিরূপ উৎফুল্ল হন, তাই একবার বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখ! আর দেখ্‌তে পাবে না। আর এমন প্রাণের ডাকা বোধ হয় আর কখন প্রাণভরে ডাকৃতে পাবো না! তাই বলি বৎস! মায়ের করুণার উৎস আজ ভাল ক'রে দেখে লও! ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর করুণা-স্রোতে আজ উজানভাবে সাঁতার দাও! ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে যাও, কোন বাধা বিপত্তি পাবে না, চলে যাও কুমার, চলে যাও, কারও আশা-প্রতীক্ষা করো না, চলে যাও! মা! মা! আমাকে তোমার ঐ অপার করুণার সিন্ধুতে নিমগ্ন করাও! আর মা যেন সেই জলধি হ'তে আমার উত্থানশক্তি থাকে না। চিরদিনই যেন তোমার ঐ অমিয়ভরা করুণার জলে ডুবে থাকি।

জয়ন্ত। পিতা! উচ্চকণ্ঠে কে কি বলে শুনুন!

ইন্দ্র। কৈ বৎস! (উদ্গ্রীব হওন)

জয়ন্ত। ঐ শুনুন!

ইন্দ্র। এ কি দৈববাণী? না মার কণ্ঠ!

জয়ন্ত। পিতা, শুনুন, শুনুন!

নেপথ্যে ভগবতী। শোন ইন্দ্র, মন দিয়' আমার বচন,

গোরক্ষ-করঙ্গসহ দুর্গাসুররণ।

ইন্দ্র। কুমার! ঐ শুন্, দুরাত্মা দুর্গাসুর—পুনর্ব্বার কাংড়রাজ্য আক্রমণ ক'রেচে! কুমার, অসিচর্ম্ম ল'য়ে শীঘ্র আমার অনুবর্ত্তী হও—আমি এখন কাঙ্গোড়াভিমুখে চ'ল্‌লাম।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

বালকগণ ও বিলাসিনীর প্রবেশ।

বিলাসিনী। আ ম'ল যা, মুখপোড়া ছেলেদের রকম দেখ না!

গীত।

বালকগণ। কুটুস—কুটুস কামড় মোশা [illegible],কোঁ কোঁ কোঁ—চল্ না বুড়ি ফিরে।
ও বুড়ি বুড়ি, যাচ্ছিস্ কোথা গাঁটরি ঘাড়ে ক'রে।

বিলাসিনী। মুয়ে আগুণ—পোড়ারমুখোরা, আমি যাচ্চি আপনার দুঃখে। দু'চক্ষু যেম্‌নে যাবে, তেম্‌নে যাব! আমি কি কোন মুখপোড়ার ধার ক'রে খেয়েচি র‍্যা যে, আমি আপনার মনে যাব না?

গীত।

বালকগণ। ও বুড়ি বুড়ি—ব্যাঙপুঁটুলি, ক'র্‌চিস্‌ কেন গোৱা,
আমাদের এ ব্যাঙরাজার দেশ, দেখ্‌ না রাজার দশা।

(অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন)

এইটে কোলা ব্যাং, ক'র্‌চে গেঙর গ্যাং,
ঘ্যাঁ ঘোঁ ঘ্যাঁ ঘোঁ,
তার গাঁট্‌রি দেখ্‌বো খুলে আছে মালপো খাসা॥

(গাঁট্‌রি ধরিয়া টানাটানি)

বিলাসিনী। ওরে বাপ্‌ রে, মুখপোড়ারা কি ডিঙরে রে! কি নিবি, [illegible] মূল্‌ না? বাতাসা খাবি? চাটিম কলা? আমি বৃন্দাবন যাচ্চি! তোদের জন্যে বিলাবনী কাপড় আনব।

গীত।

বালকগণ। আহা হা খুব ক'রেছ ও ধনি!
বৃন্দাবনে গয়লা ছুঁড়ি বড্ড চলানি।—
যাস্‌ না সেথা তুই, তোর হাতে ধ'রে কই,
শেষে শেষবয়সে কৃষ্ণরে[illegible]নাকানি চোবকানি।

বিলাসিনী। তবে রে মুখপোড়া রা—কিছু বলিনি ব'লে! আজ মুখপোড়াদের লাথিয়ে মুখ ভেঙ্গে দোব! আমাকে চেন না? আমি বিলেসি! দাঁড়া মুখপোড়া রা—দাঁড়া! আমি মনের দুঃখে যা, চ'লেচি—তা না হ'লে তেমন রাজসংসার আমি ছাড়ি?

বালকগণ। ওরে ওরে, ঐ লাঠি ঘাড়ে কে একটা মিন্‌সে আস্‌চে রে! আমরা পালাই চল্‌।

[বেগে প্রস্থান।

বিলাসিনী। মুখপোড়া বিদেতের ভিরকুটিটা দেখ্‌চ একবার! এত বড় ময়দান, পিথ্বিবীটার মধ্যে একটু জায়গা আর নিশ্চিন্দি হবার যো নেই!

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ দুর্গাসুরের জয়)

ও বাবা! আবার কে আস্‌চে না কি রে? এ যে দেখ্‌চি—বৃন্দাবনেও আমাকে যেতে দিলে না! আমাকে পাঁচ মুখ-পোড়াতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে গা! প্রবেশ মুখপোড়া ডিঙ্‌রে ভগার ভিরকুটি! আচ্ছা, দেখ্‌চি মুখপোড়া—দেখি কেমন ক'রে আর তুই আমার সঙ্গে লাগিস্‌? আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌ব! আজই ম'র্‌ব! দেখি বিদেতে মুখপোড়া—আমি তোর ভিরকুটি ভাঙ্‌তে পারি কি না! (গমনোদ্যত)

ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রবেশ।

ব্যঞ্জনেশ্বর। আঃ—আঃ—বাবা হাঁপ ছেড়ে একটু বাঁচি বাবা; কি যুদ্ধ বাবা, আমি মনে ক'র্‌তাম গোরক্ষ আর করঙ্গনাথ দু'বেটা জঙ্গলী, ও বাবা, তা নয়, যেন যমের মাস্‌তুত ভাই। বাপ্‌ রে বাপ্‌—কি যুদ্ধ—বাঘে বলদে একঘাটে জল খাও-য়াচ্ছে,—আবার যুদ্ধের তারিফও আছে, একটী জনপ্রাণীকে পর্য্যন্ত কিন্তু খুন ক'র্‌চে না! এ পর্য্যন্ত একটী সেনারও

প্রাণনষ্ট হয় নি! কিন্তু গুঁতোর ঠেলায় অস্থির। আমি ত বাবা আর টিক্‌তে পার্‌লাম না! তাই পালিয়ে এসেচি! তা স্থানটী বেশ নির্জ্জন ব'লেই বোধ হ'চ্চে। ওমা—ও কে আস্‌চে না! ও বাবা—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধে হয়! এ বিলাসিনী নয়? ও ছুঁড়ি কালা, এখনি চেঁচিয়ে সব গোল ক'রে দিবে! পালাই বাবা!

বিলাসিনী। তুই কে র‍্যা মুখপোড়া, কে রে ব্যং পোড়া?

ব্যঞ্জনেশ্বর। (ইঙ্গিত)

বিলাসিনী। কি মুখপোড়া, আমাকে ইসারা ক'র্‌চিস্! ওগো, কে [illegible] গো—দেখ না গো—সতীনারীকে মুখপোড়া বনে [illegible] য়ে বেইজ্জৎ করে গো!

ব্যঞ্জনেশ্বর। (ইঙ্গিতপূর্ব্বক—স্বগতঃ) মাগী কি সতী! না, আর এখানে থাকা হবে না। চোঁচা দৌড় দি! দুর্গাসুর যদি জান্‌তে পারে যে, আমি ভয়ে পালিয়ে এসেচি, তাহ'লে গর্দ্দানটা ত এখনই নিবে! না, যাই, যুদ্ধক্ষেত্রেরই একপাশে থাকি গে! তারপর যুদ্ধ শেষ হ'লে হাজির হব।

[প্রস্থান।

বিলাসিনী। দেখ্‌লে, দেখ্‌লে—মুখপোড়ার আক্কেলটা দেখ্‌লে! এখনি ত সর্ব্বনাশটা ক'রেছিল মা! কি ভাগ্যি আমি চেঁচাতে লাগ্‌লাম! না মা, পালাই, রূপসী আমি—আমার একা বনে থাকা ভাল নয়! পালাই মা, গেছলুম আর কি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[যুদ্ধক্ষেত্র]

উন্মাদিনীবেশে ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। মত্তসুরাপায়িসম দুইপক্ষ উন্মত্ত সমরে—
পূর্ণশক্তি দানিনু গোরক্ষে—করিছে সে শক্তি-অপমান!
শক্তিসত্ত্বে না নাশিছে অসুর নিকরে
তবে মোর প্রাণ কিসে রয় স্থির আর—
নিজে কি ধরিব অস্ত্র?—মা হ'য়ে কেমনে—
ধরি সংহারিণী বেশ? কি করি এখন?
কেমনে দানবগণে করি রে নিধন?
ধরি রুদ্রামূর্ত্তি কালভয়ঙ্করী, কিম্বা ধরি চামুণ্ডাভীষণা,
তারারূপে করি কিম্বা রিপুর বিনাশ।

তা ক'রে বা কিবা ফলোদয়—
গোরক্ষ করঙ্গ যে গো প্রাণত্যাগ করিবে নিশ্চয়—
তবে বৃথা কেন হই সংহাররূপিণী!
আসিছে যামিনী, অসুরের বল বাড়িবে তখন,
এ দিকেতে মা মা ক'রে—কাঁদে ভক্তগণ,
কি করিব আমি—পাগলিনী করিল আমারে!
হাহাকারে ছাতি ফেটে যায়। হায় হা[illegible]
মা হওয়া বিষম দায়! গোরক্ষ করঙ্গ!
কর বাবা রণ, পূর্ণশক্তি পুনঃ দিনু আমি—
কুরু কুরু কর্ দুষ্ট-দানবদলন!
আমি কোথা যাই, হেন অভ্যাপাত ঘটে না ত কভু!
ঐযে আসিছে সবে – ধন্য ভক্ত, ভক্তিঅস্ত্রে তোর
শক্তি-শক্তি ছিন্ন হ'ল আজ! কি করিব—
নিয়তি—নিয়তি—এরই নাম রাক্ষসী নিয়তি!

[প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গাসুর, দানবসৈন্যগণ ও গোরক্ষ-করঙ্গ এবং সন্ন্যাসিগণের প্রবেশ।

গীত।

সন্ন্যাসিগণ। মরিব মরিব মোরা তবু দিব না দিব না জননী-জনমভূমি।
দিব ধন জন, অমূল্যজীবন, তবু দিব না দিব না জননী-জনমভূমি॥

ফলমূল খাব, উলঙ্গ রহিব, তবু গাহিব মায়ের জয়,
মোরা স্বদেশ সেবাতে এসেছি রণেতে, না করি মরণভয়,
আমাদের শয়নে স্বপনে—জাগরণে জননী-জনমভূমি ॥
কর দলন ভীমচরণে অবাধে যাব' সহিয়া,
তবু হৃদয়ের পণ ভুলিব না। কভু রাখিব হৃদে আঁকিয়া,
যাবৎ রবে সূর্য্য চন্দ্র তাবৎ ভজিব জননী-জনমভূমি ॥

দুর্গাসুর। তাই দেখা যাবে, দেখি কত আছে বীরপণা !

[যুদ্ধ ও যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে—জয় দুর্গাসুরের জয়)

ইন্দ্র ও দুর্গাসুর, জয়ন্ত ও দনুকেতন পরস্পরের
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

দুর্গাসুর। কথনও নও তুমি কাঙ্গোড় তাপস,
নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী তুমি বীরবর,
দেহ সত্যপরিচয়—

ইন্দ্র। রণক্ষেত্রে অস্ত্রমুখে বীরপরিচয়,
নামে ধামে কিবা প্রয়োজন ?

দনুকেতন। এই সেই ছদ্মবেশী, ঐ সেই ছদ্মবেশী—
মহারাজ ! পাংশুঢাকা জ্বলন্ত অনল !

দুর্গাসুর। সাবধানে কর রণ, পূর্ব্বেই বুঝেছি !
এস বীর ! বলাবল তবে হউক পরীক্ষা আজ।

ইন্দ্র। তাহে বীর ডরে না কখন ! এস বীর ! (যুদ্ধ)

[সকলের প্রস্থান

কতিপয় দানবসৈন্য ও কাঙ্গোড়সৈন্যের প্রবেশ।

[যুদ্ধ ও প্রস্থান।

ইন্দ্রকে ধৃতকরতঃ দুর্গাসুর ও দনুকেতনের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। বীর, তুমি এখন বন্দী।

ইন্দ্র। সামর্থ্যহীনতায় নয়!

দুর্গাসুর। সামর্থ্য প্রয়োগ ক'র্‌চ না কেন?

ইন্দ্র। নিরুপায়!

দুর্গাসুর। তার অপরাধী কে?

ইন্দ্র। অদৃষ্ট!

দুর্গাসুর। অদৃষ্টকেই ধিক্কার দান কর!

ইন্দ্র। সে পরামর্শ তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি না!

দুর্গাসুর। এক্ষণে তুই কে পরিচয় দে।

ইন্দ্র। পরিচয় পাবে না।

দুর্গাসুর। প্রাণনাশ ক'র্‌ব।

ইন্দ্র। সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

দুর্গাসুর। জানিস্ তুই বন্দী!

ইন্দ্র। বন্দী! তার আর হ'য়েচে কি? কিন্তু দুর্গাসুর, একটুকু পূর্ব্বে কি দেখিস্ নাই যে, এই বন্দীর করস্থ তরবারি যদি গোরক্ষনাথের তরবারির প্রতিঘাত না পেতো, তাহ'লে এতক্ষণ তোর দুর্দ্দশা কি হ'ত?

দুর্গাসুর। যে দুর্দ্দশা হ'ত, সেই দুর্দ্দশাই তোর হ'বে! যাও দনু-

কেতন! পাপাত্মাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে, পাতালে এই মুহূর্ত্তে প্রেরণ কর।

দনুকেতন। (বন্ধনপূর্ব্বক) এস বীর, তোমার বীরত্বের পরিণাম কি দেখ!

ইন্দ্র। চল্ কাপুরুষ! বীর তাতে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করে না।

[দনুকেতন ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

দুর্গাসুর। উঃ কি দাম্ভিকতা! অটল অচল সমান পুরুষসিংহ সগর্ব্বে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে চ'লে গেল, বন্দিত্ব অবস্থাতেও বিন্দুমাত্র কাতর হ'ল না! ধন্য বীর—ধন্য তোমার বীর-হৃদয়! ও হৃদয়ে আমার শত সহস্র প্রণাম। এখন আর বিশ্রামলাভের সময় নয়! এই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লেই আর দুর্গাসুর কারেও ভয় করে না! যাতে সংগ্রাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়, তারি এখন বিশেষ প্রয়োজন! নিশায় অসুরের বিক্রম! সে বিক্রম সহ্য ক'র্‌তে পারে, ত্রিজগতে এমন কেহই নাই। সৈন্যগণ! প্রাণপণে যুদ্ধ কর, কোন ভয় নাই! আজ তোমাদের সৈনিকজীবনের শেষ সংগ্রাম! আমারও আজ শেষ সংগ্রাম। সকলে বীরত্বের পরিচয় দাও, নীচত্বের পরিচয় দিও না। গোরক্ষ করঙ্গনাথ দুইজনেই আজ সৈন্যহত্যা না ক'রে—প্রকৃত রণকৌশল প্রদর্শন ক'র্‌চে, তোমরাও সেই রণকৌশল জ্ঞাপন কর। ঐ নয়—সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পলায়ন ক'র্‌চে! তবে কি দানবসৈন্যগণ

পরাস্ত হ'ল! যাই যাই, ভয় নাই ভয় নাই, দুর্গাস্থর এখনও জীবিত।

[বেগে সকলের প্রস্থান।

দুর্গাস্থর ও গোরক্ষনাথের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

গোরক্ষনাথ। (অস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক) দুর্গাস্থর, ব... , কি প্রয়োজন নেই। আমি পরাভব স্বীকার ক'র্লাম, তুমি আমার প্রাণ নাশ কর।

দুর্গাস্থর। গোরক্ষ! পরাভব স্বীকার কর উত্তম, বন্দী ক'র্ব; বি...তা ব'লে মনে কর' না যে, প্রকৃত বীরযুদ্ধে বীরধর্ম্মের আমি অবমাননা ক'র্ব! আমি পিতৃহন্তা মহাপাপী ব'লে মনে ক'র না যে, নিরস্ত্রব্যক্তিকে আমি অস্ত্রাঘাত ক'র্ব! গোরক্ষ! তুমি নয় সংসারে পরমধার্ম্মিক এবং ন্যায়বান্, তোমার যশঃ-সৌরভে আজ নয় চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ড আমোদিত? কিন্তু তা ব'লে তুমি কি বিবেচনা কর যে, মহাপাপীর হৃদয়বল নাই? যাক্, ধর গোরক্ষ, অস্ত্র ধর, প্রাণ দুর্ভার বিবেচনা কর, সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ কর। দুর্গাস্থর তোমার ন্যায় হীনতেজাকে বিনা যুদ্ধে বিনাশ ক'রে জগতে কলঙ্ক ক্রয় ক'র্বে না।

গোরক্ষনাথ। (স্বগতঃ) তাই ত, উদ্দেশ্যপূর্ণের যে ক্রমেই ব্যঘাত ঘ'ট্‌চে। মা ব্রহ্মময়ি, শক্তি হরণ কর মা! আর শক্তি কেন মা! আমার ত আর সে বাসনা নাই

জননি! সংসারমায়া যে তোর সব বুঝেচি শিবে! তবে মা! আর কেন? দিন পূর্ণ কর দীনময়ি! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ধর অস্ত্র দুর্গাসুর, তোর বাসনাই পূর্ণ ক'র্‌চি। ঐ নয়—ভাই করঙ্গ কতিপয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এইদিকে আস্‌চে! এস দুর্গাসুর—এই আমার শেষ যুদ্ধ, এই যুদ্ধে তোর মৃত্যু, নয় আমার মৃত্যু। (উভয়ের যুদ্ধ)

করঙ্গ, সন্ন্যাসিগণ ও কতিপয় দানবসৈন্যের যুদ্ধ
করিতে করিতে প্রবেশ এবং জনৈক সন্ন্যাসীকে
দুর্গাসুর হননোদ্যত হইলে গোরক্ষনাথ
তাহাকে রক্ষাকরণচ্ছলে আপন
অঙ্গে দুর্গাসুরের ভীষণাঘাত
লওন ও সৈন্যগণের
সবেগে প্রস্থান।

গোরক্ষ। ভাই করঙ্গ, এইবার হ'য়েচে।

দুর্গাসুর। একি হ'ল—যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলে!

রঘুনাথ। গোরক্ষ! ক'র্‌লে কি! ক'র্‌লে কি! স্ব-ইচ্ছায় আজ আত্মনাশ ক'র্‌লে?

করঙ্গনাথ। না প্রভো রঘুনাথ! দাদার দোষ দিও না। এই পর্য্যন্তই দাদার জীবনের শেষখেলা। এখন শীঘ্র আর্য্যকে আপনি ধারণ করুন। (রঘুনাথকর্ত্তৃক গোরক্ষনাথকে ধারণ) এবং একটুকু নির্জ্জন স্থানে ল'য়ে যান, দাদার জীব-

নের আর আশা নাই। যাও দাদা! এবার অনন্তনিদ্রায় অনন্তকাল সুখে বিশ্রাম কর গে যাও! দাস শীঘ্রই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বে। প্রভু রঘুনাথ, আর্য্য যেথানে শয়ন ক'র্‌বেন, তারই পার্শ্বে আমারও একটু শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখ্‌বেন এই নিন্,আমার সেই শয়ন স্থানের এই শিরোপাদান (পাদুকা দান)। এই শিরঃ উপাদান সেই স্থানে রক্ষা করুন গে! প্রয়োজন মত আমিও দাদার প[illegible]র হব'। আ[illegible]! দুর্গাসুর! এইবার একবার আয়, জীবনের জ্বালা আজ তোর যুদ্ধে মিটাব! হৃদয়ের বেদনা আজ তোর সংগ্রামে উপশম ক'র্‌ব! আয় দুরাত্মন্! দেখি তোর বলবীর্য্য কত[illegible]?

দুর্গাসুর। আয় পাপিষ্ঠ।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রঘুনাথ। বৎস! আমার দেহে দেহ রক্ষা ক'রে চল, ঐ বৃক্ষ-তলে একটু বিশ্রাম ক'র্‌বে।

গোরক্ষনাথ। প্রভু রঘুনাথ! আর চলৎশক্তি নাই, ধীরে ধীরে চলুন।

জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ। গীত।

আহা হা বহিছে শোণিতধার আহা হা কুমার কি করিলে।
কি দুঃখে পাষাণবুকে সোনার সংসার তেয়াগিলে।

এত প্রাণে কি ভার হ'ল, আত্মনাশে ইচ্ছা গেল,
এত কি বৈরাগ্য এলো. কারও স্নেহমায়া না ভাবিলে।
আয় যাদু রে আমার কোলে, কোথায় যাবি মোদের ফেলে,
কি ব'লে আজ যাও রে চ'লে, তাই বল্ রে চাঁদ থাকি ভুলে।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—দাদা, দাদা, আমারও সময় হ'য়েছে, উভয়ের ব্রত আজ ... দা. একত্র আজ শয়ন ক'র্ব।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[রাজসভা]

অনঙ্গনাথ ও ঘটহস্তে বান্ধুলির প্রবেশ।

অনঙ্গনাথ। দেখ বান্ধুলি, দেখ বান্ধুলি—জল ত লোহিতবর্ণ হয় নি ?

বান্ধুলি। অনঙ্গ, অনঙ্গ, একটুকু রক্তাক্ত হ'য়েছে! আমি দেখ্‌তে পাচ্চি না অনঙ্গ, তুমি ভাল ক'রে দেখ!

অনঙ্গনাথ। কৈ দেখি, দেখি, বান্ধুলি—বান্ধুলি—একটু কি! জল যে বেশ রক্তাভ হ'য়েছে! তবে বান্ধুলি—আর আমাদের পিতা নাই!

বান্ধুলি। পিতা নাই, অনঙ্গ—পিতা নাই ? বাবা—হাঁ বাবা—তুমি নাই ? তবে বান্ধুলি কেমন ক'রে থাক্‌বে বাবা! বাবা গো, তুমি আমায় সঙ্গে নাও। (পতনোন্মুখ)

অনঙ্গনাথ। (ধারণপূর্ব্বক) ছিঃ বান্ধুলি—যুদ্ধ ক'র্‌তে ভুলে গেলে? এ সময় কি আমাদের রোদনের? রোদনের যে অনেক সময় আছে বান্ধুলি!

বান্ধুলি। আমি যুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌লাম না অনঙ্গ! আমার যেন কেমন্‌ ক'র্‌চে! বাবা, জেঠামশায়, আমি বালিকা, আমি যুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌লাম না। অনঙ্গ, পালাই চল, দুচক্ষু যে দিকে যাবে, সেইদিকে এখন পালাই চ'ল। বাবার শেষের কথা রক্ষা করি গে চল! এখনি দৈত্যেরা রাজসভায় আস্‌বে! এখনি আমাদিগে মার্‌বে! অনঙ্গ, তোমার কি বাবার কথা মনে প'ড়্‌চে না? অনঙ্গ! আর বিলম্ব ক'র না, পালাই চল।

অনঙ্গনাথ। বান্ধুলি! তুমি কি আমার সেই বান্ধুলি? যে বান্ধুলিকে আমি ক্ষণপূর্ব্বে ব'লেছিলাম যে, আমি কাঙ্গোড়ের রাজা হ'লে তোমায় আমি মন্ত্রী ক'র্‌ব, তুমি কি আমার সেই নিত্য আমোদিনী আনন্দঅপরাজিতা বান্ধুলি?

বান্ধুলি। কেন অনঙ্গ! এমন সময় তুমি আমাকে ঘৃণা ক'র্‌চ?

অনঙ্গনাথ। না বান্ধুলি—আজ তোমার কথায় বড় মর্ম্মাহত হ'য়েচি।

বান্ধুলি। প্রভু! ক্ষমা কর, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। এ সময় আর আমার কোন কথা নাই। প্রভু, তোমার বিরহ সহ ক'র্‌তে পার্‌বো, কিন্তু তোমার অনাদর সহ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

অনঙ্গনাথ। বান্ধুলি, ভগবান তোমার উচ্চ মনের পুরস্কার নিশ্চয়ই দিবেন। এখন আদরিণি! চল, পিতার আদেশ প্রতিপালন ক'রেচি, এখন আমাদের কর্ত্তব ব্রত প্রতিপালন করি গে! বান্ধুলি, তুমি আমার বিরহ সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে, অনাদর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না ব'ল্‌চ, তাই আদরিণি, আদর ক'রে ব'ল্‌চি, আজ বিরহ-অনাদর সকলই বিসর্জ্জন দি, আমাদের অবিচ্ছেদ আদর সঙ্গে ল'য়ে—সেই পিতৃহন্তা দানবগণের রক্তে মহানন্দে সন্তরণ করি গে চল! বান্ধুলি! আজ আমাদের বিবাহ হ'য়েচে, এখনও বাসর হয় নি, চল অস্ত্রাদি লই, সেই রণসজ্জাই আমাদের বাসরশয্যা হবে! আর ত রাজপুরী আমাদের সুখস্থান নয় বান্ধুলি! যেখানে আমাদের অভিষ্টদেবতারা এ সুন্দরী রাজপুরীকে অপ্রিয় জ্ঞান ক'রে সংগ্রামশ্মশানক্ষেত্রকে পরম আদরের স্থান বিবেচনা না ক'রে বিশ্রামশান্তি লাভ ক'রেচেন, আজ সেইখানেই আমাদের সুখবিবাহবাসরের মিলনমন্দির হবে। বান্ধুলি! এমন বিবাহোৎসবে আজ আনন্দ না ক'রে—কোথায় দুচক্ষু ল'য়ে যাব? চল বান্ধুলি! আজ রণক্ষেত্রে আমাদের আনন্দের বাসর করি গে।

বান্ধুলি। চল অনঙ্গ! এমন আনন্দের দিন আর পাব না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[রণক্ষেত্র]

দুর্গাসুর ও দনুকেতনের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। দনুকেতন! গোরক্ষনাথের অন্তঃপুরমহিলাগণকে পাতালে প্রেরণ ক'রেচ?

দনুকেতন। তারা বহুপূর্ব্বে প্রেরিত হ'য়েচে।

দুর্গাসুর। সুরজাসুন্দরীকে দেখেছিলে?

দনুকেতন। মহারাজ! দেবীকে দেখেচি ব'ল্লে—দেবীর সৌন্দর্য্যের অবমাননা করা হয়! তাঁর যেরূপ তেজোদৃপ্ত কান্তি, তাতে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না।

দুর্গাসুর। সে গর্ব্বিতা সিংহীকে আমার প্রাণের মাদলার দাসী ক'র্‌ব, তবে আমার ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হবে। দনুকেতন! এতদিনে আমার গাত্রজ্বালার নিবৃত্তি হ'ল! ও কিসের কোলাহল?

(নেপথ্যে—মার্ মার্! মার্ মার্!)

নেপথ্যে—ব্যঞ্জনেশ্বর। বাপ্ রে—বাপ্ রে. কি দাপট! কি ছেলে, বাপ্ রে—মেয়েটা যেন দাক্ষায়ণী, বাপ্ রে! মহারাজ, মহারাজ! দনুকেতন! সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল! সব খুনখারাবি ক'র্‌লে বাবা!

(নেপথ্যে—জয় সোমনাথজী কি জয়!)

দুর্গাসুর। কি বিপদ্! দনুকেতন! দেখ দেখ! কে বালক যুদ্ধে এল'! আবার শুন্‌চি, একজন বালিকা! দেখ্‌চি পুনঃ যুদ্ধাবতরণা! অকস্মাৎ—এ আবার কি হ'ল দেখ! ঐ যে সৈন্যগণ রণঘোষণা ক'র্‌চে! চল চল—শীঘ্র চল, কি হ'য়েছে দেখি।

[বেগে প্রস্থান।

দনুকেতন। তাই ত! অকস্মাৎ এ আবার কি হ'ল!

[বেগে প্রস্থান।

কতিপয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে

অনঙ্গনাথের প্রবেশ।

অনঙ্গনাথ। কে আমার পিতৃহন্তা? সত্য বল, কে আমার পিতৃহন্তা? আমি আর কারেও চাই না, আমার তরবারি আর কারও রক্ত পান ক'র্‌বে না, কেবল একমাত্র সেই পিতৃহন্তা পিশাচের রক্ত পান ক'র্‌বে। যে আমার পিতৃহন্তা—সেই আমার সম্মুখবর্ত্তী হ'। আমি সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবাধমকে চাই। কৈ! সকলে স্থির দণ্ডায়মান কেন? সাধ্য থাকে অগ্রবর্ত্তী হ'। ওরে কাপুরুষ! আমি যুদ্ধাহ্বান ক'র্‌চি। যদি বীর হ'স্ যুদ্ধে আস্‌বি।

দুর্গাসুরের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। কে তুই বালক? রণক্ষেত্র বালকের ক্রীড়াভূমি নয়! এখানে বীরের বীরত্বের অভিনয় হয়; কারে যুদ্ধে আহ্বান ক'র্‌চিস্? আমি দুর্গাসুর, আমিই তোর পিতৃহন্তা।

অনঙ্গনাথ। তুই সেই দানবাধম পিশাচ দুর্গাসুর আমার পিতৃহন্তা! আয় দুরাত্মন্! বাক্য নিঃসরণের অবসর গ্রহণ করিস্ না! আয় তবে অগ্রে পিতৃ-তর্পণের জন্য তোর রক্ত সংগ্রহ করি।

(যুদ্ধ)

দুর্গাসুর। উঃ বালকের কি অদ্ভুত পরাক্রম! ধন্য বালক! তুমি বালক ব'লে উপহাসের পাত্র নও! ক্ষান্ত হও বালক, বিশেষ রণ-শ্রান্ত হ'য়েচ, ক্ষণেক বিশ্রাম লাভ কর। তারপর পুনর্ব্বার যুদ্ধ ক'র্‌বে।

অনঙ্গনাথ। পিতৃহন্তা পাপিষ্ঠ! তোর ন্যায় নগণ্যবীরের যুদ্ধে বিশ্রামলাভ আবশ্যক করে না। অগ্রে তোর মুণ্ড পিতার পদতলে অর্পণ করি, তারপর বিশ্রাম। (যুদ্ধ)

দুর্গাসুর। ধন্য বালক! ধন্য তোমার সাহস, ধন্য তোমার পরাক্রম!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বান্ধুলির প্রবেশ।

বান্ধুলি। কৈ আমার পিতৃহন্তা? আমি তাকে চাই! পিতৃহন্তার প্রতিশোধ লব। আর কিছু চাই না, পিতৃহন্তার শোণিতে স্নান ক'রে শুচিলাভ ক'র্‌ব! কৈ সেই পিতৃহন্তা দুরন্ত শত্রু!

ব্যঞ্জনেশ্বর ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।

ব্যঞ্জনেশ্বর। এই এই আমরা এসেচি, কেন ম'র্‌বি ছুঁড়ি, পালিয়ে যা।

বান্ধুলি। আমার পিতৃহন্তার আগে শোণিত দর্শন করি, তার-পর যাব। বল্, তোদের মধ্যে আমার পিতৃহন্তা কে ?

ব্যঞ্জনেশ্বর। সকলেই তোর পিতৃহন্তা, ছুঁড়ির আস্ফালন দেখ্ না!

বান্ধুলি। আয় কুলাঙ্গার, তবে তোদের সকলেরই রক্ত দর্শন করি।

[সকলের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে অনঙ্গ ও দুর্গা-সুরের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। বালক, এখনও আমার কথা শোন, তোমার গলদঘর্ম্ম কলেবর হ'য়েচে, তোমার অসিবদ্ধ-মুষ্টি শ্লথ হ'য়ে আস্‌চে। তোমার বদন-মণ্ডল আরক্তিম হ'য়েচে! চক্ষু জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত হ'য়ে উঠেচে! ক্ষণেক বিশ্রামলাভ কর। আমি তোমার রণপারিপাট্যে অতিশয় তৃপ্তিলাভ ক'রেচি।

অনঙ্গনাথ। পশু, তুই তৃপ্তিলাভ ক'রেচিস্, কিন্তু আমি এখন তৃপ্ত হই নাই! যতক্ষণ না তোর পাপ-মস্তক আমার শাণিত-তরবারিতে দ্বিখণ্ডিত হয়, ততক্ষণ আমার এ রণোৎসবে তৃপ্তি নাই। যতক্ষণ আমার অসি তৃপ্তিলাভ না ক'র্‌বে, ততক্ষণ আমি এই সমর-সমুদ্রে সন্তরণ ক'র্‌ব! আয় বীর! দেখি তোর কত বীর্য্য!

দুর্গাসুর। বালক, আমি তোমার নিকট ধর্ম্মতঃ দায়ী নই।

তাই এস। (উভয়ে যুদ্ধ, ইত্যবসরে ব্যঞ্জনেশ্বরের প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া অনঙ্গনাথকে অস্ত্রাঘাতকরন)

অনঙ্গনাথ। অহো! কে রাক্ষস, গুপ্তভাবে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌লি! অহো পিতা! মনোসাধ পূর্ণ হ'ল না। বান্ধুলি, আজ তোমার সাধের বাসর সাঙ্গ হ'ল। উঃ—আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না। প্রাণ যায়—(উপবেশন) দুর্গাসুর—দুর্গাসুর! এই তোমার জয়লাভ? (শয়ন)

দুর্গাসুর। কে রে চণ্ডাল, কে রে দস্যু—কার এরূপ নীচতা! কে এই বীর-বালকের গাত্রে—গুপ্তভাবে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌লি! কে নীচাশয়—কে তুই? ব্যঞ্জনেশ্বর! শৃগালাধম!

ব্যঞ্জনেশ্বর। সে কি মহারাজ! আপনার শত্রু নাশ ক'র্‌লাম।

দুর্গাসুর। বালক আমার শত্রু? কুলাঙ্গার জারজ!

ব্যঞ্জনেশ্বর। সে কি মহারাজ, আমি আপনার বন্ধু!

দুর্গাসুর। হাঁ, হাঁ, তুই দুর্গাসুরের বন্ধু বটে! তোর ন্যায় পিশাচ আমার বন্ধু না হ'লে দুর্গাসুরের মুখোজ্জ্বল আর হবে কিসে? দুর্গাসুরের যশঃকীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তরে আর পরিক্ষিপ্ত হবে কিসে? কি নীচসন্তান! তোর এত স্পর্দ্ধা হ'য়েছে, তুই আমার বন্ধু ব'লে গর্ব্ব প্রকাশ করিস্? দুর্গাসুরের বন্ধু একজন জারজ নীচপ্রকৃতি সন্তান! অহো এর চেয়ে আর কলঙ্ক কি! সে কলঙ্ক এই মুহূর্ত্তে দূর ক'র্‌ব। আয় পিশাচ! বালকবধের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ তা ভোগ কর্। (রক্ষে অসি প্রবিদ্ধকরণ) নিস্পন্দ থাক্‌বি, বাক্য-প্রয়োগ কর্‌লে আরও যন্ত্রণা পাবি।

ব্যঞ্জনেশ্বর। অহো লাগে যে! বন্ধু—বন্ধু কর কি! এ কি রহস্য ক'র্‌চ?

দুর্গাসুর। হা নরাধম! এও এক রহস্য! নির্দ্দোষ-বালক-হত্যার এ এক রহস্য! ব্যঞ্জনেশ্বর! কেমন—গুপ্তহত্যার কেমন সুখ অনুভব ক'র্‌চ?

ব্যঞ্জনেশ্বর। হুজুর—প্রাণ যায়, পায়ে ধরি, ক্ষমা করুন! ওবাবা—ভুবন যে অন্ধকার দেখ্‌চি গো—অহো—যাই—যাই বন্ধু—বন্ধু—এই—যাই—(পলায়নোদ্যত)

দুর্গাসুর। পলায়ন ক'র্‌বি কোথায়! লও—লও—নির্দ্দোষ-বালক-হত্যার সুখ-শান্তি নে! চণ্ডাল, নিজ-দুষ্কর্ম্মের ফল গ্রহণ কর্‌!

ব্যঞ্জনেশ্বর। ওঃ, বুঝেচি—প্রাণটা এবার গেল। হুজুর মা বাপ—জবাই ক'র না, একেবারে সাবাড় কর, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না—উঃ মা গো—উঃ বাবা গো—

দুর্গাসুর। আর্ত্তনাদ—ঘোর আর্ত্তনাদ—বালকের কাতর-কণ্ঠের সহিত তোর আর্ত্তনাদ অতি মধুর লাগ্‌বে! পশু! দুর্গাসুর মহাপাপী ব'লে, তার হৃদয়কে কি এত পশুহৃদয় বিবেচনা ক'রেছিলি! চল্‌—পিশাচ—এই অসিবিদ্ধ-বক্ষে তোকে অষ্ট-প্রহর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হবে। জগৎ দেখুক—গুপ্ত-ভাবে বালক হত্যার পরিণাম কি?

ব্যঞ্জনেশ্বর। বাবা, একেবারে মেরে ফেল। ও বাবা গো—যাই গো—

দুর্গাসুর। বীরবালক, তোমার অনিবার্য্য মৃত্যু, তাই তুমি মৃত্যু-পথে শায়িত! আমি তার অপরাধী নই। চল্ পাপিষ্ঠ!

[উভয়ের প্রস্থান!

অনঙ্গনাথ। উঃ, কি ভীষণ আঘাত! বিষাক্ত তরবারি! পিতা, ...নর সাধ মনে রৈল! কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লাম না! তোমার শত্রুর প্রতিহিংসা সাধন ক'র্‌তে পার্‌লাম না! হাতের অস্ত্র হাতে র'য়ে গেল, নিক্ষেপ ক'র্‌তে পার্‌লাম না! পরমারাধ্য-দেবতা, হ'ল না, ঋণ পরিশোধ হ'ল না। অনেক ঋণে ঋণী হ'য়ে চ'ল্লাম। দেবদেব, এজন্মে শ্রীচরণে বঞ্চিত ক'রে গিয়েচ, কিন্তু শেষে যেন শ্রীপদে ঠেল না! উঃ, অসহ্য যাতনা—যাই—অদূর বৃক্ষতলে পিতার মৃতদেহ প'ড়ে আচে; ধীরে ধীরে পিতার পদতলে স্থান লই গে! বান্ধুলি—হ'ল না—পার্‌লাম না—উঃ যাই। (পতন)

বান্ধুলির প্রবেশ।

বান্ধুলি। কৈ পিতৃহন্তা—কোথায় পলায়ন ক'র্‌লি। দেখ্, সিংহ-কন্যার বিক্রম কত আছে দেখ্! এ কি—এ কি অনঙ্গ! তোমার এ দুর্দ্দশা কে ক'র্‌লে অনঙ্গ? অনঙ্গ! অনঙ্গ!

অনঙ্গ। কে বান্ধুলি—এস আমোদিনি! দেখ আমার বিবাহ-বাসরে আনন্দ কত! দেখ পাগলিনি! পিতা এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ দিয়েছিলেন যে, আমার বিবাহসময়ে লোহিতবসন পরিধান ক'র্‌বারও সময় হয় নাই, তাই দেখ

এই বাসরে কেমন লোহিত-বসন পরিধান ক'রেচি। বান্ধুলি, আজ আমার বাসরশয্যা! এস নিকটে এস—একবার মুখখানি আমার মুখে দাও, আজ জীবনের শেষ চুম্বন ক'রে নি। (বান্ধুলির নিকটে গমন) আমার বান্ধুলি—সোহাগের বান্ধুলি —বাল্যের প্রণয়ে—আজ পরিণয় হ'য়েছিল। আবার আজ বিদায় হচ্চি—বান্ধুলি চল্লাম—ভয় নাই, এ জন্মের মত শেষ দেখা, আবার সেই স্বর্গে সাক্ষাৎ হবে—বান্ধুলি—আসি—ঐ পিতা—স্নেহের কোল পেতে আমায় কোলে নিতে আস্চেন—আসি বান্ধুলি—বড় তৃষ্ণা। ঐ পিতা মন্দাকিনীর বারি নিয়ে আমায় ডাক্‌চেন—(মৃত্যু)

বান্ধুলি। অনঙ্গ—অনঙ্গ—আমায় ফেলে চ'লে গেলে? তবে আমি একাকিনী কেমন ক'রে তোমার কাছে যাব অনঙ্গ? অনঙ্গ—কি ক'র্‌লে—আমার তুমি কি ক'র্‌লে? যাবার সময় একটীবারও ভাব্‌লে না? আজ ধূলায় শুয়ে কেন? না, তোমায় কিছুতেই আমি ধূলায় শুতে দেব না। তুমি আমার কোলে থাক্‌বে। (ক্রোড়ে গ্রহণ) অনঙ্গ—তুমি বিবাহের সময় লোহিত-বসন পর্‌বার সময় পাও নাই, তাই তুমি আজ বাসরশয্যায় লোহিত বসন প'রেচ, আমারও ত তেমনি অবস্থা অনঙ্গ! আমার পিতাও ত আমায় লোহিতবসন পরাবার সময় পান নাই! তবে অনঙ্গ—আমি কেন আজ এ সময়ে শুভ্রবসনে থাকব? আমিও তোমার সঙ্গে লোহিতবসন প'র্‌ব। তোমার রক্তে আমার বসন আজ রঞ্জিত ক'র্‌ব।

(রক্ত মাখান) এই দেখ অনঙ্গ—তোমার সঙ্গে আমিও আজ লোহিতবসন প'রেচি! হা, হা অনঙ্গ—ক'র্লে কি? ক'র্লে কি? আজ আমায় সংসারধর্ম্মে আন্‌লে, সংসারী ক'র্লে—আবার আজ সে আনন্দবাজার ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গেলে? অঙ্কুর হ'ল, কোরক হ'ল, ফুট্‌ল আর শুকাল! অনঙ্গ—কি ব'লি—আমাদের আজ বাসর?

গীত।

বান্ধুলি। এই ত আমার সাধের বাসর।
বাসরশয্যায় শুয়ে ঘুমায় আমার বর॥
মম সম ভাগ্যবতী, কে আছ গো এস সতী,
(আমার সাধের বাসর জাগ্‌তে হবে. এমন সুখের বাসর জেগেছ কি)
নইলে অভিমানী নব পতি, সহিবে না অনাদর॥
গাও লো আসিয়ে হতাশের গান, দাও লো আবেগে বিষাদের তান,
(আমার এই বাসরের এই আনন্দ,
এমন হাহাকার সুর কোথায় পাবি)
আরও ভেঙে চুরে দে গো ভাঙা প্রাণ,
আমার সমান যার ভেঙেছে অন্তর॥
বাসর নিশা প্রভাত হ'লে, স্বামীসনে যাব চ'লে,
(আর থাক্‌ব না গো তোদের দেশে.
তোদের এ দেশে সই, নাই সুবিচার,
তোরা ভাস্‌বি তখন আঁখির নীরে)
আমি বসি পতির পদতলে, হাস্‌ব সুখে নিরন্তর॥

অনঙ্গ! তুমি না ব'লে গেলে স্বর্গে গেলে দুজনার আবার দেখা হবে। অনঙ্গ, কোন্ স্বর্গে গেলে তোমার সাক্ষাৎ পাব? তা ত ব'লে গেলে না? যে স্বর্গে বাবা—জ্যেঠা-মশায় গেছেন, সেই স্বর্গে তুমি গেছ? সেইখানে আমি গেলে তোমার দেখা পাব? সেখানে কবে যাব অনঙ্গ? ও কে আসে? কে তুমি—কে তুমি—আমার অনঙ্গকে নিতে আস্চ? পারবে না—আমি থাক্তে আমার অনঙ্গকে কেউ নিতে পার্‌বে না। আমি অনঙ্গকে কিছুতেই ছাড়্‌ব না। কি নেবে? কখনও হবে না। আমি থাক্তে কখনও হবে না। কৈ নাও দেখি? আমি থাক্তে আমার অনঙ্গের গায়ে হাত দাও দেখি? অনঙ্গ—অনঙ্গ এই দেখ—আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্চি। যাও, যে যেখানে আছ চ'লে যাও—আমি আমার স্বামীর পাশে ঘুমাই। (ছুরিকাদ্বারা আত্মহনন) না—কেউ আমার অনঙ্গের গায়ে হাত দিও না—আমার অনঙ্গ—

নারদের প্রবেশ।

নারদ। গীত।

একে একে একে চারিটী আলো নিভিয়ে গেল দেখ্‌লি না মা ও পাষাণী।

খসিল সূর্য্য, খসিল চন্দ্র, খসিল রোহিণী খসিল ধ্রুব,

তমিস্রায় ঢাকিল ঢাকিল কালযামিনী॥

তিমির বসনা ভীমভীষনা উদিল অম্বরে—

সহ চঞ্চলা ঘন কাদম্বিনী, ঘজ্র নিনাদে শ্রুতি বধির,

অম্বু গর্জ্জিল প্রলয় করিতে শ্যামা মেদিনী

[প্রস্থান।

উন্মাদিনীভাবে সুরজার প্রবেশ।

সুরজা। এই ত যুদ্ধস্থল! কালরাত্রিতে সমস্ত ঢেকিয়ে রেখেচে! তবু তার মধ্যে দেখ্‌লাম বৃক্ষতলে দুটী স্থলপদ্ম! আর মল্লিকা দুটী কোথায় গেল! ঘন কালরাত্রির সহিত বুঝি মিশিয়ে গেল! সেউতি, রঙ্গণ, চম্পক—কত গেল—মল্লিকা থাক্‌বে কেন? তাদের হাসি কালরাত্রি দেখ্‌বে কেন? তাই তার কাল্‌ছায়ায় সব ঢাকিয়ে ফেলেচে। তাই ত আমি আর মল্লিকার হাসি দেখ্‌তে পাচ্চি না। কালরাত্রি—কালরাত্রি—আর কি সে হাসি দেখাবি না! তেমন মিষ্ট মধুর হাসি আর একবার দেখাবি না! দেখা ভাই, একবার দেখা, একবার তাদের দেখি! স্থলপদ্ম দেখ্‌তে দিলি না—আর মল্লিকা দুটী দেখ্‌তে দিবি না? এই যে, এই যে গো আমার যুগলমল্লিকা! যুগলমল্লিকা একটী শয্যায় ফুঁটে র'য়েচে! আয় রে সাধের মল্লিকাযুগল! কেন আজ বাপ্, এমন ক'রে পক্কে র'য়েচ? সে হাসি আজ কোথায় গেল? তত আনন্দ আজ কোথায় লুকিয়েচ? তত আশা, তত ভরসা, তত উৎসাহ, তত ভাল-বাসা, ভক্তি আজ কোথায় রেখেচ? কাকে উৎসর্গ ক'রেচ? কোন্ রাক্ষস রাক্ষসীকে উপহার দিয়েচ? কে তা গ্রাস

ক'রেচে? আমি—আমি রাক্ষসী, আমি পিশাচী, যেন কালরাত্রি—আমার ঘনকৃষ্ণ কালছায়ায় সব লুক্কায়িত হ'য়েছে। তবে বাপ, আমি হাস্‌চি কেন? আর হাস্‌ব' না, তোদের সঙ্গে আমিও আজ এমনি ক'রে তোদের কাছে প'ড়ে থাক্‌ব। যার সাহায্যে আজ তোরা যেমন হাসি লুকিয়েছিস্, আজ আমিও তার সাহায্যে সে হাসি লকিয়ে ফেল্‌ব! (অস্ত্রগ্রহণ)

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। (ধারণপূর্ব্বক) ক'রিস্ কি মা, করিস্ কি মা।

সুরজা। আমি আর হাস্‌ব না মা! তাই হাসি লুকিয়ে ফেল্‌চি।

ভগবতী। তুই কে বল্ দেখি?

সুরজা। আমি কে বল্ দেখি মা?

ভগবতী। পাগলিনি! সব ভুলে গেছিস্?

সুরজা। দূর্ পাগলিনি! আমায় সব ভুলিয়ে দিলি?

ভগবতী। ভুলেছিস্? ভুলে যা মা, ভুলে যা মা! আত্মহারা হ'য়ে পড়্! আত্ম-প্রসাদ লাভ কর্! তুই যে আমার কাল-রাত্রি! অনেক সাধ ক'রে সংসার খেলা খেল্‌তে এসেছিলি, সাধ মিটে গেল ত মা! এখন চল্, আমার চিরসঙ্গিনি! সংসারনাট্যশালায় যথেষ্ট অভিনয় ক'রেচ, স্বামিসংসর্গে ও চিরকুমারী অবস্থায় আপনার কৌমার্য্য নষ্ট না ক'রে রমণী-কুলের উচ্চ আদর্শ দেখিয়েচ! এখন তোমার কার্য্য শেষ!

এখন চল দেবি, আমার কার্য্য সাধন ক'র্‌বে! আজ প্রমত্ত দুর্গাসুর, আমার প্রাণের ইন্দ্রকে বন্দী ক'রেচে, পরমা সতী কৃত্তিকাকে সুরজাভ্রমে তাকে পাতালে বন্দিনী ক'রেচে! তার সতীত্ব নষ্ট ক'র্‌তে একান্ত মনন ক'রেছে! চল দেবি কালরাত্রি! তার চক্ষে তোমার কালরূপ ভাল ক'রে ছড়িয়ে দিবে চল! কামান্ধ, অন্ধ হ'য়ে আত্মপ্রাণ আজ উৎসর্গ করুক্! সাধের বিশ্ব শান্তিজলে প্লাবিত হউক, ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস শীতল হউক! আয় দেবি কালরাত্রি! আমার চিরসঙ্গিনী কালরাত্রি, আত্মজ্ঞানে আমার সঙ্গে চ'লে চল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[রাজসভা]

উদ্‌ভ্রান্তভাবে দুর্গাসুরের প্রবেশ।

দুর্গাসুর। (স্বগতঃ) যথাকালে সভাদ্বার উন্মুক্ত হইল,
কিন্তু যথাকালে রাজকর্ম্মচারী না এল সভাতে।
নবরাজ্য কাঙ্গোড় নগর করিলাম জয়,
কিন্তু রাজ্যবাসী কোন জনে না হেরিনু—
এ জয়ের হর্ষ-চিহ্ন করিতে প্রকাশ।
অধিকন্তু আরাধ্যপ্রতিমা জননীসমীপে

হৈনু উপনীত, কোথা মাতা পুত্রজয়ে
আনন্দ পরাণে শুভবার্ত্তা সুধাবেন মোরে—
তা না হ'য়ে দেখিলাম কি না—
অশ্রনীরে অভিষিক্তা মাতা, একবার পুত্র ব'লে—
দূরে থাক, নগণ্য জঘন্য কীট বলি—
দৃষ্টি নাহি করিলেন মোর মুখপানে।
আমি যেন সবারই দৃষ্টির বাহিরে।
সবারই ঘৃণাপাত্র, অথচ আমার সব!
ঐশ্বর্য্যের মোর নাহি অপ্রতুল,
আমি হই ত্রিলোকের রাজা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, এ পাতাল আমার অস্ত্রের বলে
পদানুশরণ ক'রেছে সকলে, আমারি ইচ্ছার 'পরে
সবারই জীবন মরণ, তথাপি কেমন—
দেখ বিড়ম্বনা—যেন আমি কেহ নই?
সবারি বিরাগপাত্র আমি, ঘৃণার নয়নে চাহে সর্ব্বজনে।
কেন হেন হয়? অত্যাচারী পিতৃহন্তা আমি, তাই ব'লে?
তাই বলি রাজায় সম্মান করিবে না কোন প্রাণ?
তবে কিসে রাজা আমি? কিসে আমি করি অহঙ্কার?
কোন্ শক্তি আমার হৃদয়ে? ছার শক্তি—যেই শক্তি
জীবের ঘৃণার দৃষ্টি নাহি পারে করিবারে দূর!
ছার শক্তি—যেই শক্তি নাহি পারে বসিবারে
দেবতার পবিত্র আসনে? ধিক্ ধিক্ দুর্গাসুর!

এই তোর বাহুবল অস্ত্রশিক্ষা—এই তোর
আত্ম অহমিকা ? এর গর্ব্বে সদাই গর্ব্বিত তুমি ?
অহো অতি আত্মগ্লানি ! তীব্র হ'তে তীব্রতর
তীব্রতম জ্বালা তার। আমি দুর্গাসুর—
আমি আজি জগতের ঘৃণার নয়নে ?
তবে কিসে বাহুবল, কিসে রাজা, কিসের রাজত্ব মোর !
টুটাইব সেই জ্বালা হয় হ'ক্ তাহে
সমুদ্রমন্থন—উঠুক উঠুক তায় উদ্বেলিত পাপ হলাহল,
সে গরল পান করি জ্বলিব পুড়িব—ছাইভস্ম হ'ব—
তবু সহিব না কভু হেন অপমান।
দেখি সুশাণিত অসির সহায়ে
হয় কিনা তার প্রতীকার !
আমি রাজা—স্বীয় শক্তির প্রভায়,
তবে কেন ভয়ভক্তি করিবে না প্রজা ?
তবে কেন নতশিরে পালিবে না অনুজ্ঞা আমায়।
আমি রাজা—যাহা ইচ্ছা তা করিব আমি।
সহজে না করে, একে একে প্রাণ দণ্ডি'
ঘুচাইব হৃদয়ের অঙ্কিত কালিমা।
এই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ! এ স্থির প্রতিজ্ঞা,
আমি রাজা—রাজশক্তি আমার অধীন,
আমি কেন তুচ্ছ নীচ শৃগাল প্রজায়
ভয় করি ভ্রমিব সংসারে ?

মাদলার প্রবেশ।

মাদলা। হাঁ রেজা, তুই অম্মন হ'য়ে গেলি কিন্ ব'ল্ দেখি? তুই ব'সে ব'সে দিনরাত্তির ধ'রে কি ভাবিস্ ব'ল্ দেখি?

দুর্গাসুর। কে মাদলা? মাদলা! এখন যাও, এখন যাও! আমায় এখন একটু চিন্তা ক'র্‌তে দাও।

মাদলা। হেঁ রেজা, তুই মোর দেব্‌তা, তোর কথার পর মোর কথা কওয়া টা বড্ডি পাপ! সে লাগি তোরে মুই কুন কথা কইতে বড্ডি সরম করি! দেখ্‌ রেজা, তুই ভাল হ, মাদলার আর কিচ্ছুটি চাই নি, কিবল তু ভাল হ, মাদলা এইটা চায়।

দুর্গাসুর। বালিকা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, রাজসভায় কেন, রাজ-সভায় কেন? অন্তঃপুরে যাও, অন্তঃপুরে যাও।

মাদলা। দেখ্‌ রেজা, মোর আর তোর বাড়ীতে মুন টিকে না! চল্ রেজা, তু মোর দেশে যাবি! তা হ'লে তোর বিগ্‌ড়োন মুন সব ভাল হ'য়ে যাবে। এ সব দেশ বড্ডি খারাপ!

দুর্গাসুর। মাদলা, এখনও গেলে না! মাদলা, তোর পায়ে ধরি, এ সময় আর আমায় জ্বালাতন করিস্ না! এখন যা মাদলা, ব'ল্‌ব, ব'ল্‌ব, এর পর সব ব'ল্‌ব—সব ব'ল্‌ব—যাও এখন ব'ল্‌চি যাও।

মাদ্‌লা। ইঃ রেজা, তু কিমন কথা ব'ল্লি, তার চেয়ে তু কাটি ফেল্লি না কেন? মোরে তু হ'যে কথা কইতেও দিলি না! বুঝ্‌নু রেজা—মোর নসিব বড্ডি খারাপ—কালীমায়ি!

তু মোর কি ক'র্‌লি—হা—হা মু কি ক'র্‌নু রে—মু কি কর্‌নু!

[প্রস্থান।

দুর্গাসুর। আমি রাজা দুর্গাসুর পাতাল-ঈশ্বর—
স্বর্গ মর্ত্ত্য করি অধিকার, আজ কিনা—
আজ কি না রাজ্যবাসী নীচ-প্রজা হ'তে—
হই তিরস্কৃত! কি লজ্জা, কি লজ্জা—
এর চেয়ে রাজ্য ত্যজি নিভৃত গুহায়—
কিম্বা মৃত্যুর তামসকোলে ঢাকি কলেবর—
লুক্কায়িত থাকা বহু অংশে ভাল।
ঘটে ঘটুক তাহায় অন্তর বিপ্লব,
আজ একে একে সাধিব উদ্দেশ্য যত!
অগ্রে বন্দী ইন্দ্র দুর্ব্বৃত্তারে দিব শাস্তি—
নাশিব তাহার প্রাণ, তার পর
জীবনের কামনারূপিণী সুরজা বামারে—
বামে বসাইয়া নাশিব সতীত্ব তার,
পরে শত্রুত্রাসী এই অসিবলে
রাজ্যবাসী প্রজাদলে রাজভক্তি শিক্ষা দিব।
দেখি তারা ভক্তি—ভয় মোরে করে কি না?
আমি রাজা দুর্গাসুর—
মোর রাজ্যে সূর্য্য নাহি হয় অস্তমিত।
আমি আজ ত্রিলোকের রাজা,—

আমি কি না প্রজাচক্ষে নগণ্য কীটের সম !
ও কি—ও কি—কেবা করে কোলাহল ?

বেগে দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ ! মহারাজ ! বন্দী শৃঙ্খল ভগ্ন ক'রেচে ! কারাগার হ'তে বাহিরে এসেচে ! সেই উগ্রমূর্ত্তিতে রাজসভা[illegible]মুখেই আস্‌চে সে নিরস্ত্র, তথাপি কেউ তার সম্মুখবর্ত্তী 'তে পারচে না। ঐ মহারাজ !

সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (সৈন্যগণের প্রতি)
ত্যজ মোর গম্যপথ—বৃথা কেন পথ রুদ্ধ করি ?
পারিবি না পার্ব্বতীয় নদগতি[illegible]বেগ ফিরাইতে,
পারিবি না প্রবাহিত ঝঞ্ঝাশক্তি করিতে হরণ,
পারিবি না ধূমবহ্নি করিতে নির্ব্বাণ !
তবে বৃথা কেন হ'য়ে দুরাশার দাস
গম্যপথে মোর দিস্ প্রতিবাধা ?
অস্ত্রভয়ে—ভেবেছিস্ মনে এই বন্দী—
স'বে অধীনতা, অসুরের অসহ্য-পীড়ন ?
ভেবেছিস্ মনে পশুরূপী পাপাচারদল—
বাক্যজালে—বিক্রমী গজেন্দ্রে করিবি আনায় বদ্ধ ?
কিম্বা পদলেহী দাস বলি

প্রভুর সন্তুষ্টি হেতু—জীবনের ইষ্টানিষ্ট প্রতি
বারেকের তরে—নাহি করিস্ ভ্রূকুটী।
যদি তাই হয়, তবে নাহি ভয়—
চল্—কোথা তো সবার—সেই পশুরাজা ?
কোথা সেই বর্ব্বর, বিলাসপ্রিয়, দুর্নীতির দাস ?
অস্থির-মস্তিষ্ক, নীচ, হীন চাটুপ্রিয় দুর্গাসুর ?
নহি আমি দস্যু কিম্বা চোর,
তাই শৃঙ্খল আবদ্ধ হ'য়ে থাকিব রে দস্যু-কারাগারে ?
এই যে নরক, শোন্ বলি পাপাধম পশুকুলগ্লানি,
আপন বিক্রমে আমি—তোর লৌহের বন্ধনী—
ক'রেছি ছেদন, শোন্ দুরাত্মন্।
নহে দোষী তোর সৈন্য কিম্বা প্রহরীনিচয়!

দুর্গাসুর। অহো! এত স্পর্দ্ধা! সৈন্যগণ! করহ বন্ধন পুনঃ।

ইন্দ্র। দুরাশা সে দুর্গাসুর! শক্তিসত্ত্বে তব সৈন্য আজ—
করে নাই এ বন্দীরে ত্যাগ!
সাধ্যমত করিয়াছে বলক্ষেপ!
আশা থাকে মনে—সৈন্যসনে আয় তুই।

দুর্গাসুর। (স্বগতঃ) কার বলে ইন্দ্র আজ এত রে সাহসী!
নিশ্চয়ই অন্তর্লিপ্ত আছে একজন।
দেখা যাক্—
ছদ্মবেশে আছে ইন্দ্র, আর' থাক কিছুক্ষণ!
দেখি, পরিচয় পাই কি না পাই।

(প্রকাশ্যে) কহ বন্দি!

আশা মনে কি রে—

আসিয়া কৃতান্তদ্বারে—পুনঃ যাবি ফিরে!

ইন্দ্র। আশাময়ী নিশ্চয়ই আমার বা তোর—

একের মনের আশা করিবে পূরণ।

দুর্গাসুর। বন্দি, কেবা তুই দে রে পরিচয়?

ইন্দ্র। দুর্গাসুর—পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন,

বারম্বার পরিচয় চাস্—পরিচয় শোন্—

নাহি যথা জন্ম, জরা, বার্দ্ধক্য, মরণ,

হেন জগতের বাঞ্ছনীয় দেশে—

আমার জনম—

ইহা বিনা আর মোর নাহি পরিচয়।

দুর্গাসুর। এই সত্য পরিচয়?

ইন্দ্র। এই সত্য পরিচয় পণ্ডিতের কাছে,

রূপকের ছলে, মূর্খের সমীপে আছে ভিন্ন পরিচয়

হও যদি সুপণ্ডিত বুঝিবে ইহায়।

দুর্গাসুর। জেনেছি বাসব, তোর সব পরিচয়।

দুর্গাসুর নহে মূর্খ দেবাধম! বিশ্বাসঘাতক ইন্দ্র!

কেন ইন্দ্র ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা কি রে হয়?

ইন্দ্র। দুর্গাসুর! সাবধানে ক'স্ কথা,

ইন্দ্র নহে বিশ্বাসঘাতক, ইন্দ্র ন্যায়বাদী।

তোর ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণ ধরে না বাসব, পরশ্রী-কাতর!

দুর্গাসুর। ক্ষুদ্রপ্রাণ—কাপুরুষ নয় সহস্রলোচন ?
তবে কাঙ্গোড়ের রণে ছদ্মবেশে কেবা যুঝেছিল ?
ইন্দ্র। সে ত নিজ স্বার্থহেতু !
দুর্গাসুর ! তোর তরে আজ আমরা ভিখারী,
পর দ্বারে হই দ্বারী—ফিরি বনে বনে,
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে আছি সদা হায়—
অধীনতামহাপাশে আবদ্ধ হইয়ে !
তোর ঘোর অত্যাচারে—স্বর্গবাসী দেবপ্রজা আজ—
ছেড়েচে আপন বাস পত্নীপুত্রপরিজনসহ !
সে স্বর্গনন্দনবন—ঘোর অরণ্যানী,
সে বিলাস—সে উচ্ছ্বাস—সে সুখ প্রমোদ—
কিছু নাই আর, নিরাশার—
হাহাকার তপ্ত বায়ু বহিছে চৌদিকে।
তুই তার একমাত্র মূলীভূত ওরে রে পিশাচ !
তাই তোর দেহরক্তে পদধৌত হেতু
ইন্দ্র আজ কাঙ্গোড়ের রণে
ধ'রেছিল শাণিতকৃপাণ।
রে উদ্ধত দুর্গাসুর !
একবার ভেবে দেখ মনে,
শত্রু সনে কিবা ব্যবহার পণ্ডিত উচিত !
কে না করে রিপু সনে ছল ও কৌশল,
নহে হীনতার পরিচয় !

দুর্গাসুর। ক্ষুদ্রজীব! সাবধানে কো'স্ কথা!
রাজদ্রোহী দস্যু! পাবি ক্ষণে শাস্তি সমুচিত।

ইন্দ্র। দস্যু আমি দুর্গাসুর? রাজ্যলিপ্সু রাজা দস্যু!
দস্যু শুধু কভু এক গৃহে কভু অন্যগৃহে—
দস্যু বৃত্তি করে অতি সংগোপনে,
রাজা যেই প্রকাশ্যসভায়,
দয়ামায়া করিয়া বিদায়,
রাজ্যময় জ্বেলে দেয় অশান্তি অনল!
অহো সেই ঘোর নৃশংসতা করিলে স্মরণ
এখনও ফেটে যায় বুক!
তবে দস্যু হ'য়ে দস্যুবৃত্তি—
নিন্দা করে কেন মূঢ়!
পাপাধম! অর্থ লিপ্সা আরও প্রবল তোর!

দুর্গাসুর। ধিক ইন্দ্র!
এতদিন ইন্দ্রত্ব করিলি,
তবু না বুঝিলি কূট রাজনীতি?
রাজার অর্থের চিন্তা রাজ্যরক্ষাহেতু।
স্বার্থ কিবা তায়?

ইন্দ্র। কি কহিলি দৈত্যাধম!
স্বার্থ নাহি তাহে হায়, তবে—
পররাজ্যে কেন লোভ?
ছিলি ত পাতালরাজা—

তবে স্বর্গরাজ্যে লালসা হইল কেন ?

দুর্গাসুর। রাজা রাজ্যের বিস্তার করিবে না মূঢ় ?

ইন্দ্র। লোভ ছাড়া জীব নাহি থাকে !
কিন্তু হেন লোভ ছিল না আমার—
পররাজ্য লই হরিয়া,
একদিন ইন্দ্র কভু করে না বাসনা,
অর্থহেতু একদেশ করি ছারখার,
অসংখ্য জীবের প্রাণ নাশি করে অর্থপূজা।
অর্থহেতু একের স্বাধীন প্রাণ,
হরিবারে ইন্দ্র কভু হয় নাই অগ্রসর !
কেবল আপন স্বর্গ করিয়া পালন,
বাসব সতত তুষ্ট ছিল অনুদিন !
অর্থগ্রৃধ্নু পরমুখদ্বেষী তুই রে পিশাচ !

দুর্গাসুর। ইন্দ্র—শৃঙ্খল উন্মুক্ত বলি—ক'স্ নাই যাহা ইচ্ছা—
প্রলাপ বচন। সাবধান !

ইন্দ্র। আর ইন্দ্র ডরে না কাহার !
দুর্গাসুর ! দর্পে গর্ব্বে সমুন্নত শিরে—
তোরে কহি পুনঃ, আর ইন্দ্র ডরে না কাহায়।
যাহা ইচ্ছা তোর তাহা পারিস্ করিতে।

দুর্গাসুর। নির্লজ্জ—যাহা ইচ্ছা ? না ক'রেচি কিবা—
করিয়াছি স্বর্গরাজ্য জয়,
করিয়াছি পত্নীপুত্রসহ বনবাসী।

ইন্দ্র। সহিয়াছি জন্মভূমিহেতু সব,
ইন্দ্রের গৌরব নষ্ট হয় না তাহায়।
ক'রেছিস্ সব, কিন্তু ইন্দ্রের প্রতিজ্ঞা তাহে—
হয় নাই দূর, যে ইন্দ্র সে ইন্দ্র আছে।

দুর্গাসুর। থাক্ এই ভাবে—আন্ দূত সুরজারূপসী,
বসাইয়া দে রে বামে।
আজ ইন্দ্রমুণ্ড করি দ্বিখণ্ডিত—
দেখাইব সে নারীরে—দুর্গাসুর কত বলবান্।
সৈন্যগণ, পাপিষ্ঠেরে বন্দী করি রাখ।

[দূতের প্রস্থান।

আচ্ছা ইন্দ্র! তোকে ত বন্দী করে রেখেছি, এবং ইচ্ছা ক'র্‌লেই আমার ইচ্ছানুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌তে পারি, এতেও কি তোর বিন্দুমাত্র লজ্জা বা আশঙ্কা হ'চ্চে না?

ইন্দ্র। সে ভয় ইন্দ্রের নাই। অমরজীবন লাভ ক'র্‌তে হ'লে অনেক বিঘ্ন-বিপত্তিকে আলিঙ্গন দিয়েই অমরত্ব লাভ ক'র্‌তে হয়। অনেক তীব্র যাতনা সহ্য ক'র্‌তে না পারলে কিছুতেই অমর জীবন লাভ করা যায় না।

দুর্গাসুর। বেস, অমরজীবনের ফল ক্ষণ পরেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। ঐ সুরজাসুন্দরী আসচেন; আমরি মরি রূপ নয়ত! উপমা দিবার ভাষা যোজনা ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

দূত ও কৃত্তিকার প্রবেশ।

কৃত্তিকা। ওরে বাছা, প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবন নাশ কর্, সতীর আজ্ঞা পালন ক'র্‌লে তোদের অক্ষয় স্বর্গে গতি হবে। কেন আমায় তোরা বন্দিনী ক'রেচিস্? তোরা আমার পতি হত্যা ক'রেচিস্, আমাকেও আমার সেই পতির শ্রীচরণ সেবা ক'র্‌তে পাঠিয়ে দে।

দুর্গাসুর। সুন্দরি! সুন্দরি! তুমি কাঁদ্‌চ কেন? আহা, চন্দ্রে যেন মেঘের ছায়া প'ড়েচে। আহা রূপ নয় ত!

ইন্দ্র। মা, মা ব্রহ্মময়ি—এ দুর্ব্বাক্যও আমাকে আজ শুন্‌তে হ'ল?

কৃত্তিকা। হা, হা প্রভু! কোথায়? তোমার দাসীর আজ কি দুরবস্থা দেখ?

দুর্গাসুর। দুরবস্থা কি সুন্দরি! তুমি আজ দুর্গাসুরের মহিষী হও।

কৃত্তিকা। হা প্রভু—তোমার নারী হ'য়ে আজ চণ্ডালের দুর্ব্বাক্য শুন্‌তে হ'চ্ছে।

দুর্গাসুর। কি, কি ব'ল্লে সুন্দরি! আমি চণ্ডাল? তা—তা তোমার যে রূপ—যে লাবণ্য, তাতে আমি তোমার নিকট চণ্ডাল কেন, কুক্কুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, তা কি ক'র্‌ব বল? এ রূপ ত আর জীবের পুরুষকারের ফল নয়, ভগবান প্রদত্ত। তার উপর আর জীবের স্বাধীনতা নাই। তা হ'ক, ঐ

এক. বিষয়েই যা বল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আমার অপ্রতুল নাই। তোমার পিতা বা পূর্ব্বস্বামী সে বিষয় আমা অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট, তা ত দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌চ? যাক্‌, সে সকলের মীমাংসা এক সময় ক'র্‌বে, এখন এস, আমার বামে ব'স্‌বে এস। (ধারণোদ্যত)

কৃত্তিকা। হা মধুসূদন! কি ক'র্‌লে প্রভু! কি হ'ল!

ইন্দ্র। মাগো! এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হ'লো না কেন? সাবধান পাপিষ্ঠ, এখনও ব'ল্‌চি সাবধান হ'।

বেগে সুরজার প্রবেশ।

সুরজা। কি ক'রিস্‌, কি ক'রিস্‌ রূপান্ধ! কাকে সুরজা ব'লে বামে বসাতে চাচ্চিস্‌? সুরজাকে চাই? ও ত সুরজা নয়, আমিই সেই সুরজা।

দুর্গাসুর। কি কি সুরজা তুমি?

কৃত্তিকা। না, না দুর্গাসুর! সুরজা আমি। ভগিনি, সতি! দেবি, দুরাচারকে অঙ্গস্পর্শ ক'র্‌তে দিও না।

দুর্গাসুর। কি রহস্য? সুন্দরি! আমার সহিত রহস্য ক'র্‌চ?

সুরজা। বৎস! তুমি পুত্র, আমরা তোমার মাতা। তোমার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ দুর্গাসুর? বৎস! সাম্যনীতি অবলম্বন কর। ইন্দ্রিয়বৃত্তি দমন কর। আমরা তোমার মা, এখনও তোমায় ব'ল্‌চি দুর্গ,মায়ের প্রাণে ব্যথা দিস্‌ না!

দুর্গাসুর। সুন্দরি, সুন্দরি! তুমি কি ব'ল্‌চ? তুমিই সুরজা

বটে। তোমার আলোকলাবণ্যময়ী মাধুরী, যৌবনের মাধুর্য্য, অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! দেখ প্রিয়ে! আমি তোমার জন্য আজ না ক'র্‌চি কি? সবই ত দেখ্‌চ? এখন এস প্রাণাধিকে, দুর্গাসুরের মনোভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌বে। এই ত্রিভুবনের রাজরাজেশ্বরী হবে এস। (ধারণোদ্যত)

সুরজা। কি কামাতুর রাক্ষস! তোর্ নিকট মাতা পুত্রেরও সম্বন্ধ নাই? দুর্গাসুর! এখনও ধৈর্য্যাবলম্বন কর্। আমি সুরজারূপিনী কালরাত্রি। এই কালরাত্রিতে আমি কালরাত্রি। আমি শক্তির সঙ্গিনী। মায়ের আদেশে দুর্গাসুরে তোকে সদুপদেশ দানের জন্য এখনও ব'ল্‌চি সাবধান! সাবধান!

দুর্গাসুর। আহা সুন্দরি! তুমি একেবারে যে পাগল হ'লে? কাকে কি ব'ল্‌চ? আহা, কি রূপ! কি রূপ! দশদিক আলো-করা রূপ! এ রূপের আর তুলনা নাই। চক্ষু আর নিমীলিত ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় না! সুন্দরি, সুন্দরি! পায়ে ধরি—হতভাগার প্রতি মুখ তুলে চাও। আমি তোমার জন্য জগতে মহাপাপী হ'য়েচি! তুমি যদি অনল হও, তাহ'লে আমি পতঙ্গ হ'য়ে তোমার তেজে ভস্ম হ'লেও জীবনের সার্থকতা জ্ঞান ক'র্‌ব! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল দান ক'র্‌তে হয়, তাও ক'র্‌ব—তুমি প্রসন্ন হও—সুন্দরি, দুর্গাসুরের কোন অভাব নাই, কেবল তোমার প্রেমাভাব। আমি ঐ প্রেমের

ভিখারী। সুরজা, সুরজা! এস সুরজা! সৈন্যগণ! সুরজাকে ল'য়ে আমার বামে বসাও। (ধারণোদ্যত)

(সুরজার তীব্র হাস্য)

সৈন্যগণ। উঃ, উঃ! যাই—কি ভয়ঙ্কর!

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। হায় ভগবান্! আমাকে এও দেখ্‌তে হ'ল? আর কেন ভগিনি, প্রস্তুত হও, এই আমার শেষ সময়!

সুরজা। (ধারণপূর্ব্বক) দিদি! কর কি, কর কি? কি—কি রাক্ষস! মা, মা! আঁ্যা আঁ্যা—এখানে কি কেউ নাই?

ইন্দ্র। (সরোষে অভিমানে) মা, মা! আমি আছি। মা ব'ল্‌তে মা, আমি তোর ইন্দ্র আছি—মা—ব্রহ্মময়ি, আয় মা এক-বার আয় মা! আরে রে কামান্ধ রাক্ষস! আমি থাক্‌তে কার সাধ্য মায়ের গাত্রে করস্পর্শ ক'র্‌তে পারে? দুর্গাসুর! অগ্রে ইন্দ্রের জীবননাশ কর, তারপর তোর পাপ-অভিসন্ধি পূর্ণ হবে।

দুর্গাসুর। তবে আয় দেবাধম! অগ্রেই তোর মনের তৃষ্ণা নিবারণ করি। (হননোদ্যত)

ইন্দ্র। মা মা! অষ্টশক্তি উদ্বোধনের কি আজ এই ফল হ'ল? মা মা—

বেগে পূর্ণিকার প্রবেশ।

পূর্ণিকা। (দুর্গাসুরের হস্তধারণপূর্ব্বক) পিশাচ! চণ্ডাল!

দুর্গাসুর। কে, কে তুই! মা? তোর আজ এই বাক্য? ছেড়ে

দে, ছেড়ে দে! এখনও ব'ল্‌চি, ছেড়ে দে! কি চণ্ডালিনি, মা হ'য়ে পুত্রের বাসনা পূর্ণ হ'তে দিবি না? তুই জানিস্‌, তোর আরাধ্য ইষ্টদেবকে হত্যা ক'রেচি! পিতৃহন্তা আমি দুর্গাসুর, এ তুই এখনিই ভুলে গেচিস্‌? এখন ব'ল্‌চি—ছেড়ে দে, নৈলে মাতৃহত্যাও পিতৃহন্তা দুর্গাসুরের অসম্ভব নয়।

পূর্ণিকা। চণ্ডাল, পশু, সে শক্তি এখন আর তোর নাই! পাপিষ্ঠ কুসন্তান! তোর অনেক অত্যাচার সহ্য ক'রেচি। স্থির—গম্ভীর প্রাণকে তুই তরল চঞ্চল আলোড়িত ক'রেচিস্‌! পুত্র ব'লে অনেক ক্ষমা পেয়েচিস, কিন্তু আর না, আর ক্ষমা নাই, মায়ের হৃদয়কে যখন তুই কাঁদিয়েচিস্‌, একবার নয়—শতবার কাঁদিয়েচিস্‌, তখন এ সংসারে তোর আর ক্ষমা নাই! কুলাঙ্গার! এখন বীর-অহঙ্কার ত্যাগ কর্‌। সামর্থের গর্ব্ব পরিহার কর্‌! আর আমি তোর মা নই! তোর সংহাররূপিণী মৃত্যু! দুর্গ পিশাচ, চণ্ডাল, নরকের কীট, এইবার তোর জীবনের শেষমুহূর্ত্ত! (উগ্রামূর্ত্তি ধারণ)

সুরজা। এসেচ ভগিনি! আর সকল ভগিনী কোথায়? আয় মা, আয়! পাপাত্মা দুর্গাসুর! এই দেখ্‌, সুরজা কে? কালরাত্রি—কুমারীবেশে কালরাত্রি! ঘনকৃষ্ণা কালরাত্রি—মৃত্যুরূপিণী কালরাত্রি—জীবননাশিনী কালরাত্রি। দুর্গাসুর! এই রাত্রিতে আমি তোর কালরাত্রি। কৈ মা, এলি না?

পূর্ণিকা। পিশাচ! এইবার তোর রক্ত পান করি আয়। এই দেখ্‌, তোর মৃত্যুরূপিণী অষ্টশক্তি—

তারা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও চামুণ্ডার প্রবেশ।

গীত।

সকলে। প্রলয়ং কুরু হিঃ হিঃ হিঃ অট্ট নিনাদে।
কুরু ভস্ম বিশ্বকুট্টিম, ক্রোধবহ্নি সংঘর্ষ প্রমাদে॥
রণং দেহি রণং দেহি, কুরু অশিব্বী বসুন্ধরা,
আকুণ্ড কুণ্ড সদ্য মূর্ত্তি ভীমা ভীষণা ভয়ঙ্করা,
রণং দেহি রণং দেহি, কুরু মিশ্রিত ক্ষিত্যপতেজো মরুৎ ব্যোম,
সান্দ্রতমে গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে বাজুক [illegible] জুক সো[illegible]
অধৃষ্য প্রলয় দৃপ্ত কুরু কু[illegible] তু[illegible]নাদে॥

পূর্ণিকা। নরকের ক্রিমি! এইবারে তোর হৃদয়ের রুধির পান ক'র্‌ব!

দুর্গাসুর। মা, মা! উঃ, কি ভয়ঙ্করা মূ[illegible]চতুর্ভুজা, [illegible]বর্ণা, মুণ্ডমালাধরা, তুঙ্গশৃঙ্গঅভ্রভেদী জটা, সর্পবিভূষণা, আরক্ত[illegible]নয়না, কটীকৃষ্ণবসনাধৃতা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতা খড়্গাকান্তি, চামরহস্তা, কি ভীষণা উগ্রামূর্ত্তি মা! মা, মা, তুই কি আমার সেই স্নেহকোমলতাময়ী দয়াবতী মা?

পূর্ণিকা। হাঁ, আমি তোর সেই মা! কুসন্তান, যে মা হ'য়ে আমি তোকে দশমাস দশ দিন গর্ভে ধারণ ক'রেছিলাম, হাঁ আমি তোর সেই মা!

দুর্গাসুর। জননি, তুই যদি আমার সেই মা, তবে—তবে আজ কেন তোকে এ বেশে দেখ্‌চি মা!

পূর্ণিকা। চণ্ডাল, আজ কোন্ বেশে দেখ্‌চিস্?

দুর্গাসুর। দেখ্‌চি, প্রলয়ের অষ্টমূর্ত্তি অষ্টতারিণী মূর্ত্তি! প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি তোর কোন্ মূর্ত্তি মা!

পূর্ণিকা। মূর্খ! এই মূর্ত্তি আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী মূর্ত্তি!

দুর্গাসুর। মা, মা, তবে কেন এতদিন ব'লিস্ নাই? তুই কি মা, ছদ্মবেশীনী ভগবতী মা মূর্ত্তিতে এতদিন পাপাত্মা দুর্গাসুরকে প্রতি[illegible] ক'রে [illegible]ছিলি?

পূর্ণিকা। কুপুত্র! ব[illegible] দানের [illegible]রে, পুত্রের মাতা মাত্রই যে দেবী ভগবতী মূর্ত্তি। প্রত্যেক সংসারে প্রত্যেক পুত্রের মাতাই যে দেবী ভগবতীর রূপান্তর। শক্তি কে রে মূর্খ? শক্তিই যে আদ্যাশ[illegible] পিশাচ, ভগবতী! রমণী সেই শক্তির রূপান্তর মাত্র। কু[illegible]ান! তোর দেবী ভগবতী গর্ভধারিণীর কোন কথা কি [illegible]ক মুহূর্ত্তের জন্য প্রতিপালন ক'রেছিলি? কুলাঙ্গার, পূর্ব্ব-স্মৃতি স্মরণ কর! আমি তোর সেই মা! মায়ের প্রাণ অতি কোমল, কিন্তু সেই কোমলতা, তোর অনেক অত্যাচারে আজ কঠোর হ'য়েচে! দুর্গাসুর! আর তোর নিস্তার নাই, পুত্রের জন্য কোন কারণে মা এ মূর্ত্তি ধারণ ক'র্লে, সন্তানের আর জীবনাশা থাকে না দুর্গাসুর! পাপিষ্ঠ! প্রস্তুত হ! এই এই মুহূর্ত্তেই তোর শেষলীলা সম্পূর্ণ হবে। প্রস্তুত হ! দুর্গা-

সুর! প্রস্তুত হ! মায়ের কোপানলে এবার তোকে যেতে হবে, প্রস্তুত হ। (বক্ষে খড়্গাবিদ্ধকরন)

দুর্গাসুর। মা, মা, ক্ষমা কর্ মা! আতঙ্কে প্রাণ কেঁপে উঠ্‌চে! ভগবতী গো, পাপের কি এই নির্য্যাতন মা! আমার সে শক্তি কোথায় গেল! উঃ, চক্ষু যে আর উন্মীলিত ক'র্‌তে পার্‌চি না মা! অন্তরে বাহিরে তোর [illegible] ভীমরূপে আমার এ বজ্রশরীরও রোমাঞ্চিত ক'রে তুল্‌চে! এ কি মূর্ত্তি! কে, কে, আমার অগ্রে কে? অস্ত্রোত্তলন করে না! উহু, উহু, পার্‌লেম্ না, ক্ষুদ্র অস্ত্রধারণেরও আর দুর্গাসুরের শক্তি নাই। যে দুর্গাসুর ইন্দ্র যম কুবেরকে পরাজিত ক'রেছে, সেই বিশ্ব-তেজা দুর্গাসুরের আজ [illegible] শক্তি নাই! কোথা যাই মা, কোথা যাই! পথ দে পালাই, [illegible], এ পার্শ্বেও সেই মূর্ত্তি! সেই ফণিমণ্ডিত ষড়মুখা কোদণ্ড চর্ম্মধরা দিগম্বরী শুক্ল রক্ত পীতহরিতবর্ণা, আমার সংহারের জন্য সমুদ্যতা! দেবি, দেবি, আমায় ক্ষমা কর। দুর্গাসুর আজ তোমার অভয় শ্রীপাদপদ্মে আত্মপ্রাণ বলি দিচ্চে, উহু, উহু, কি দুর্ম্মর্ষণ প্রহার! যাই মা, যাই মা, এই পথে—এই পথে পালাই, এ কি—এ কি—এখানেও যে তাই! এখানেও সেই ভীম-ভুজঙ্গবিক্রমফণা উত্তোলন ক'রে আমায় দংশনে উদ্যতা র'য়েচে—তবে কোন্ পথে—এই পথে—উহু উহু।

অষ্টতারিণী। মার্ মার্ মার্!

দুর্গাসুর। আমি আমি—মা, মা,—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর!

পূর্ণিকা। দুর্গাসুর, এইবার শেষ ক্ষমা।

অষ্টতারিণী। এইবার শেষ ক্ষমা। (সকলে অস্ত্রাঘাত)

দুর্গাসুর। মা যাই—মা যাই—মা, এ জন্মে ত যা হবার তাই হ'ল—পরজন্মের উপায় ক'রিস্। যাই মা—

গীত।

অষ্টতারিণী। প্রলয়ং কুরু হিঃ হিঃ হিঃ অট্টনিনাদে—
মার্ মার্ মার্ হিঃ হিঃ, রণং দেহি রণং দেহি।

[ইন্দ্র ভিন্ন সকলের বেগে প্রস্থান।

ইন্দ্র। একি—একি, প্রলয় হ'ল যে! মা যে রণরঙ্গিণীমূর্ত্তিতে আজ [illegible] যথাযুক্তা! কি ক'র্লাম—কি ক'র্লাম, আর [illegible] অষ্টশক্তি [illegible] ক'র্লাম! মধুসূদন! মধুসূদন! রক্ষা করুন, সৃষ্টি যায়—সৃষ্টি যায়। হায় হায়—স্বহস্তে বিষ উত্তোলন ক'র্লাম, এর চেয়ে আজীবন কারা-বাস-যন্ত্রণা আমার অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ছিল। মা— মা, রক্ষা কর্—রক্ষা কর্—সাধের সৃষ্টি রসাতলে দিস্ না মা! উঃ কি বিভীষণা ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি! রণচণ্ডী অষ্টমূর্ত্তি সংহারমূর্ত্তি ধারণ ক'রে, আজ বিশ্ব ধ্বংস ক'র্তে বহির্গত হ'য়েছেন। অহো—কি হবে—ঐ ঐ—ঐ সূর্য্য পাত হ'ল! ঐ ঐ এক চন্দ্র পাত হ'ল—দেবি দেবি! ভীমামূর্ত্তি সম্বরণ করুন! উহু কি ভীষণ, কি ভীষণ! ঐ ঐ—

কালী করালবদনা বিনিষ্কান্তাসিপাশিনী—
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা,

দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা,
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললন ভীষণা,
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিত দিঙ্মুখা।

মা মা—ব্রহ্মময়ি! একি বেশ গো শুভঙ্করি! মা—না, আর দেখ্‌তে পারি না! মধুসূদন! মধুসূদন! রক্ষা ক'রুন! রক্ষা ক'রুন, সাধের বিশ্ব রক্ষা ক'রুন।

দ্রুতপদে বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। কেন বাসব—কেন বাসব! এত উচ্চ, কাতরকণ্ঠে আজ আমায় আহ্বান ক'র্‌চ? কি হ'য়েচে সহস্রাক্ষ! একি—একি ইন্দ্র, আজ তোমার চক্ষে এত জলধারা কেন?

ইন্দ্র। দয়াময়! বল্‌বারও আর সময় নাই, ঐ ঐ মায়ের রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি দর্শন ক'রুন। বিশ্ব ধ্বংস হয়! মা আজ দুর্গাসুরকে সংহার ক'র্‌তে প্রলয়কালীন [illegible] বেশ ধারণ ক'রেচেন! দুর্গাসুর সংহার হ'য়েচে। কিন্তু মায়ের ক্রোধ তার চেয়ে অষ্টগুণ বর্দ্ধিত হ'য়েচে। বিশ্বপালন! আজ মায়ের বিশ্ব রক্ষা ক'রুন; নতুবা আর উপায় নাই।

বিষ্ণু। তাই ত দেবরাজ! আজ মায়ের এ শক্তির উদ্বোধন ক'র্‌লে কে?

ইন্দ্র। লক্ষ্মীনাথ! এই দুরাচার ইন্দ্রই দুর্গাসুর-কারাগারে অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে মায়ের এই অষ্টশক্তির উদ্বোধন ক'রেছিল। প্রভু, আমিই এই সর্ব্বনাশের কারণ। দয়াময়!

এর চেয়ে আমার আজীবন কারাগারযন্ত্রণা সহ্য করা ভাল ছিল। এখন উপায় কি? কি উপায় ক'র্বেন ক'রুন? তাই উচ্চ কাতরকণ্ঠে আপনাকে আহ্বান ক'রেচি। সৃষ্টি-পালন! ঐ ঐ মা আবার সেইরূপভাবে রণরঙ্গিণীমূর্ত্তিতে উন্মাদিনীবেশে—এইখানেই আস্‌চেন—দেখুন! দয়াময়! মায়ের আজ কি তেজপ্রভা—কি জগদ্ভীতিদায়িনী মূর্ত্তি!

বিষ্ণু। দেবরাজ! উঃ উঃ, ভয়ঙ্কর! কি উপায় করি? মায়ের এ ক্রোধের শান্তি কিরূপে করি, ঐ যে তাথৈ তাথৈ ক'রে নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে রণপ্রিয়া শ্যামা জীবসংহার ক'র্‌তে ক'র্‌তে উর্দ্ধশ্বাসে এইদিকে আস্‌চেন! মা, তুই যতই কেন ক্রোধ কর্ না, কিন্তু ছেলে একবার মা ব'লে কোলে উঠ্‌লে মায়ের আর সে ক্রোধ কিছুতেই থাকে না। তাই মা—তাই! অনেকদিন তোকে "মা" ব'লে তোর কোলে উঠি নাই, আজ মা ব'লে [illegible] কোলে উঠে আমারও অনেকদিনের "মা" বলার সাধ পূর্ণ ক'র্‌ব। ভয় কি দেবরাজ! তুমি নির্ভয়ে [illegible]।

অষ্টতারিণীর পুনঃপ্রবেশ।

গীত।

প্রলয়ং কুরু ইত্যাদি।

অষ্টতারিণী। রণং দেহি, রণং দেহি, মার্ মার্।

পূর্ণিকা। আজ [illegible] দোব। দাও রণ। দাও রণ। রণ চাই—রণ চাই

সহসা অষ্টগোপালের আবির্ভাব।

গীত।

অষ্টগোপাল। মা মা—মা মা—কেন চোখ রাঙায়ে দেখাস্ ভয়,
এত মায়ের উচিত নয়।
কোন্ পাষাণে হিয়া বেঁধে, এমন মা তোর হ'য়েছে হৃদয়॥
নে মা ও মা কোলে বাহু প্রসারিয়ে,
(একবার নধর অধরে কর্ মা চুম্বন,
(ক্ষুধা পেয়েছে মা—আমাদের বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা)
দে মা—করি স্তনপান—মায়ের এ কি প্রাণ,
ছেলের মুখপানে চাহে না কেমন॥
(ওমা - ওমা—ওমা—মা—মা—মা—মা—মা—মা—মা—মা—)॥

(অষ্টশক্তির হস্ত হইতে অস্ত্র পতন)

অষ্টতারিণী। ননীর গোপাল কেরে তোরা, কোথা হ'তে এলি,
এমন মধুর "মা" বোল চাঁদ, কার কাছে রে পেলি,
ডাক ব'লে রে মা—জুড়াই আমরা মা—

অষ্টগোপাল। মা—মা—মা—মা—মা—মা—মা—মা।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। তবে এসময় কে কোথায় ভাই,
মা মা ব'লে গাও না কেন মায়ের জয়॥

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। এই যে রঙ্গধর—রঙ্গিণীকে মাতিয়েচে। মদনমোহন! মোহিনীমূর্ত্তি ধ'রে যখন পাষণ্ড শঙ্করকে মাতিয়েছিলে তখন

আজ যে ছেলে হ'য়ে মাকে ভুলাবে, তার আর বিচিত্র কি! কৈ রঙ্গিণী—সে সংহারিণী বেশ কোথায় গেল? কার কথায় আজ সব ভুলে গেলে? এক "মা" কথা কি এত মধুর শঙ্করি! তবে সংসারের পাষণ্ড-জীবসকল—তুমি কেন তোমার "মা" থাক্‌তে এমন মাতৃভক্তি শিক্ষা ক'র্‌তে পার না?

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। তুমি আবার এখানে এলে কেন বল দেখি ভোলানাথ?

মহাদেব। সাধ ক'রে কি এসেচি? মনে ক'রেছিলাম—সংহারিণী বেশ ধ'রেচ—একবার আমিও এই সময় আমার পোড়া বুকখানা পেতে দোব—যদি শ্রীপাদপদ্মের রেণু পাই। এখন তা ত আর হ'ল না। চতুর নারায়ণ, সে সকলই ভঙ্গ ক'র্‌লেন! এখন চল দেবি! যার জন্য আজ তোমার এ ভীষণ খেলার আবির্ভাব, সেই দেবের দেব দেবরাজ ইন্দ্রকে—স্বর্গ-সিংহাসনে বসিয়ে সকল দেবতার মনস্তুষ্টিসাধন ক'র্‌বে। চল দেবরাজ, জননী জন্মভূমির জন্য অনেক কষ্ট পেয়েচ! দেবী আজ তোমায় সেই ক্লেশপাশ হ'তে মুক্ত ক'র্‌লেন! এস বৎস! স্বর্গসিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌বে। গাও দেবীর জয়—জয় আদ্যাশক্তির জয়—জয় মায়ের জয়।

সকলে। জয় দেবীর জয়, আদ্যাশক্তির জয়, জয় মায়ের জয়।

যবনিকা পতন।

সৌ দাস এণ্ড কোম্পানীর

থিয়েট্রিকেল অপেরা পার্টি

দুর্গাসুর

প্রথম অভিনয় রজনী—৩রা আশ্বিন, ১৩১৩ সাল।

প্রথম অভিনয়রজনীতে নিম্নলিখিত অভিনেতৃগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

পাত্র।

বিষ্ণু	...	শ্রীহরিপদ বৈরাগী।
মহাদেব	...	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।
অষ্টগোপাল	...	বাদলা, পাঁচু, বেচু, পুণ্য, ক'চে, পদাহ্হরে, মিহিরে, গিরে।
নারদ	...	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পরামাণিক।
ইন্দ্র	...	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।
জয়ন্ত	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সাই।
পবন	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
রুক্মাসুর	...	শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত।
দুর্গাসুর	...	শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।
দনুকেতন	...	শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক।
ব্যাঙ্গনেশ্বর	...	শ্রীভূতনাথ অধিকারী।
সুকাম্য	...	শ্রীভজকালী।

মান্দাররাজ	...	শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।
চণ্ডপ্রচণ্ড	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
গোরক্ষনাথ	...	শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
করঙ্গনাথ	...	শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী (অভিমন্যু)
অনঙ্গনাথ	...	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
দেবদূত	...	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সেন।
সন্ন্যাসিগণ	...	হিতু গোঁসাই, নকুড়, যোগিন মিশ্র, সুরেন, রাম ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি।
দানবদূত	...	শ্রীনকুড়চন্দ্র মণ্ডল।

পাত্রী।

ভগবতী	...	শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
অষ্টতারিণী	...	ভীম, উপেন, ফণি, মমা, মদন, অশ্বিনী ইত্যাদি।
জয়া	...	শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বিজয়া	...	শ্রীহরিপদ বৈরাগী।
শচী	...	শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।
সুরজা	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
পূর্ণিকা	...	শ্রীবিনোদবিহারী হড়।
বিলাসিনী	...	শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কৃত্তিকা	...	শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়।
বান্ধুলি	...	শ্রীহরিপদ মোদক (প্রহ্লাদ)
	...	শ্রীমদনচন্দ্র দাস।